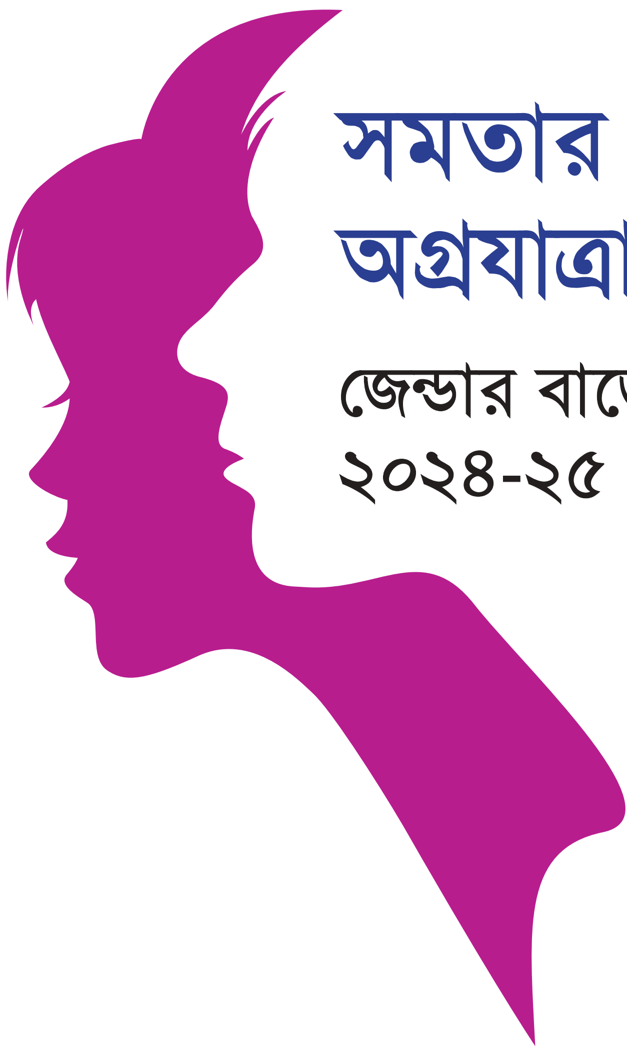

সমতার পথে অগ্রযাত্রা

জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০২৪-২৫

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমতার পথে অগ্রযাত্রা

জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০২৪-২৫

জুন ২০২৪

অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.mof.gov.bd

সমতার পথে অগ্রযাত্রা : জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০২৪-২৫

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
মুখবন্ধ	
অবতরণিকা	
প্রাক্কথন	
নির্বাহী সারসংক্ষেপ	
অধ্যায়-১ : ভূমিকা	১
অধ্যায়-২ : প্রতিবেদন প্রণয়নে অনুসৃত পদ্ধতি	১১
অধ্যায়-৩ : জেন্ডার গ্যাপ বিশ্লেষণ	১৫
অধ্যায়-৪ : মন্ত্রণালয়/বিভাগের জেন্ডার সম্পৃক্ত বাজেটের সার্বিক পর্যালোচনা	২১
অধ্যায়-৫ : নির্বাচিত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ পর্যালোচনা	৩১-৮৬
অধ্যায়-৬ : উপসংহার ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৮৭
পরিশিষ্ট-১ : জেন্ডার প্রাসঙ্গিকতা নির্ণয়ের পদ্ধতি	৯১
পরিশিষ্ট-২ : জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় (সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)	১০১
পরিশিষ্ট-৩ : জেন্ডার গ্যাপ ম্যাট্রিক্স	১০৯

মুখবন্ধ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারী অধিকারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ নং অনুচ্ছেদে নারী-পুরুষের সম-অধিকারের বিষয়টি সংযোজন করেছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসনের জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন, যা ছিল স্বাধীন বাংলাদেশে নারী কল্যাণে প্রথম রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ। নারীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীকালে একে আরো পরিশীলিত ও উন্নত করে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ প্রণয়ন করা হয়। সর্বোপরি ২০১১ সালে সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে ১৯(৩) অনুচ্ছেদ সংযোজন করে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে মর্মে অঙ্গীকার করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ ও দক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আর্থসামাজিক সকল সূচকে বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জন করেছে। এ অগ্রগতির মূলে রয়েছে বর্তমান সরকারের 'অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন' দর্শন। সরকার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীসমাজকে বাদ দিয়ে টেকসই উন্নয়ন সুদূরপরাহত। এ লক্ষ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসহ জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, নারী নির্যাতন বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ, দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য নারীবান্ধব বিপণন কাঠামো গঠন, দুস্থ ও অসহায় নারীদের সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনয়নসহ নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ার প্রত্যয়ে ২০৪১ সালে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে।

নারীকল্যাণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সর্বমহলে সমাদৃত। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৫টি থেকে ৫০টিতে উন্নীত করা হয়েছে। উপবৃত্তি, অবৈতনিক ও বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণের ফলে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। শিক্ষা খাতের পাশাপাশি অর্থনীতিতে বাংলাদেশের নারীদের অংশগ্রহণ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে নারীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ই-কমার্স মার্কেট প্লেস হিসেবে 'লালসবুজডটকম' প্ল্যাটফর্মের উন্নয়ন করা হয়েছে। নারীর জন্য শোভন কর্মসৃজনের পাশাপাশি অনুদান ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে পুঁজির অভিগম্যতা সহজ করে নারীদের ব্যবসায় অধিকতর আগ্রহী করে তোলার কাজ চলমান রয়েছে।

'সমতার পথে অগ্রযাত্রা : জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০২৪-২৫' প্রণয়ন অর্থ বিভাগের একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এ প্রতিবেদনে জেন্ডার বৈষম্য নিরসনে সরকারের নানাবিধ উদ্যোগ এবং উদ্যোগ বাস্তবায়নে সরকারি সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তর জানার সুযোগ রয়েছে। প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি সাধুবাদ জানাই। আমার বিশ্বাস প্রতিবেদনটি গবেষক, পেশাজীবী, উন্নয়ন সহযোগী, পরিকল্পনাবিদ, ছাত্রছাত্রী, পাঠকসহ সকল মহলে সমাদৃত হবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
জয়তু শেখ হাসিনা।

(আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি)
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

অবতরণিকা

নারীর ক্ষমতায়ন ও তাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের অন্যতম অনুষঙ্গ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার রূপান্তরকারী নেতৃত্বে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন, উদ্যোক্তা তৈরি, নারীর ক্ষমতায়নসহ সকল ক্ষেত্রে নারীবান্ধব নীতি প্রণয়ন ও কৌশলের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশ অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। নারী শিক্ষার প্রসারে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুলে ভর্তির হার বিবেচনায় বর্তমানে মেয়েরা এগিয়ে রয়েছে। মেয়ে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির অর্থ মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে মায়েদের মোবাইলে পৌঁছে যাচ্ছে। সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়, বিশেষ করে দলভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে দেশে সামাজিক পুঁজির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ, ২০২২ অনুযায়ী নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার বর্তমানে প্রায় ৪৩ শতাংশ, ২০০৬ সালে যা ছিল ২৯ শতাংশ এবং ২০১৭ সালে ছিল ৩৬ শতাংশ। নারী ও তরুণদের কর্মসংস্থান বাড়ার কারণে ২০২২ সালে দেশে বেকারত্বের হার কমে ৩.৬ শতাংশে পৌঁছেছে। কর্মক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীদের অংশগ্রহণ ৫০.৮৮ শতাংশ, শহরাঞ্চলে যা ২২.৫৮ শতাংশ। শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণে প্রতিবেশী দেশ ভারত ও পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। প্রতিবেশী এই দুই দেশের চেয়ে বাংলাদেশে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ প্রায় দ্বিগুণ।

নারীর প্রতি বৈষম্য রোধ এবং নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃতি পেয়েছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম কর্তৃক প্রণীত বৈশ্বিক জেন্ডার গ্যাপ প্রতিবেদনে বাংলাদেশ বিশ্বের প্রথম সারির উন্নত দেশগুলোর কাতারে শামিল হয়েছে। ২০২৩ সালে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ১৪৬টি দেশের মধ্যে ৫৯তম অবস্থানে রয়েছে। এ অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে শীর্ষে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে টানা নবমবারের মতো এ শীর্ষস্থানে অবস্থান করেছে বাংলাদেশ, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এসডিজি অভীষ্ট-৫ অর্জনে এক অভাবনীয় সাফল্য। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ৭ম।

সরকার একদিকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ করছে। অন্যদিকে, নারীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের সামগ্রিক উন্নয়নে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে জাতীয় বাজেটে জেন্ডার সম্পৃক্ততা নিরূপণের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছর থেকে জেন্ডার সম্পৃক্ত বরাদ্দ ব্যয়ের অগ্রগতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা যাবে।

আমি অর্থ বিভাগ কর্তৃক 'সমতার পথে অগ্রযাত্রা : জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০২৪-২৫' প্রকাশের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই এবং প্রতিবেদনটি প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয়তু শেখ হাসিনা,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ওয়াসিকা আয়শা খান, এমপি)
প্রতিমন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

প্রাক্কথন

'জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন' সরকারের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ একটি দলিল। প্রতি বছর মহান জাতীয় সংসদে বাজেট অধিবেশনে 'জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন' উপস্থাপিত হয়। প্রতিবেদনটিতে নারী উন্নয়নে সরকারের বাজেট বরাদ্দ, সরকারি চাকরিতে নারীর অংশগ্রহণ, নারী অগ্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের গৃহীত কার্যক্রম, নারী কল্যাণে অগ্রাধিকার ব্যয়খাত এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের সাফল্য উল্লেখ থাকে।

বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি হলো সংবিধান, আইন ও জাতীয় নীতি-দলিলসমূহ। সংবিধানের ২৮ নং অনুচ্ছেদে নারী-পুরুষের সমঅধিকার লাভের সুযোগ দেয়া হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারী উন্নয়ন, সমঅধিকার, নারী শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি নিশ্চিতকল্পে সরকারের করণীয় নির্ধারণ করেন। জাতীর পিতার আদর্শ লালন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের দৃষ্টান্তকে সমগ্র বিশ্বে রোলমডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১-এ নারী-পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে বলা হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী ও পুরুষের সমান সুযোগ ও অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

নারী উন্নয়নে সরকারি সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও সুষম বণ্টন জরুরি। এ লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ ২০০৯ সাল থেকে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। শুরুতে ৪টি মন্ত্রণালয় নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হলেও বর্তমানে তা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে সম্প্রসারিত হয়েছে। বিশেষ করে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট থেকে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ আলাদা করার লক্ষ্যে 'Gender Finance Tracking (GFT)' মডেল নামে যে নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তা জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনের গ্রহণযোগ্যতা অনেকাংশে বাড়িয়ে দিবে। জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে নারী কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাজেট প্রক্রিয়ার সকল স্তরে জেন্ডার সমতার বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়। সকল শ্রেণির অংশীজন এ প্রতিবেদন থেকে নারীকল্যাণে সরকারের বরাদ্দ এবং জেন্ডার বৈষম্য নিরসনে সরকারের বহুবিধ উদ্যোগ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারে। তবে নারী উন্নয়নের জন্য কেবল বাজেটে অধিক বরাদ্দ রাখাই মূল কথা নয়, বরং বাজেট বরাদ্দ কতটা দক্ষতার সাথে ব্যবহৃত হয়েছে এবং বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যবহারের ফলে জেন্ডার বৈষম্য কতটুকু কমেছে তা পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন।

জাতীয় বাজেট প্রণয়নের সাথে সাথে 'সমতার পথে অগ্রযাত্রা : জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০২৪-২৫' প্রস্তুত করা নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসামূলক উদ্যোগ। এ উদ্যোগ সফলতার সাথে সম্পন্ন করার জন্য আমি অর্থ বিভাগের জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটির সদস্যসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সাধুবাদ জানাই। পাশাপাশি, প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আশা করছি, প্রতিবেদনটি নারী উন্নয়নের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে কাজ করবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
জয়তু শেখ হাসিনা।

(ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার)
সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

'সমতার পথে অগ্রযাত্রা : জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০২৪-২৫' আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের জেন্ডার সমতা নিশ্চিতের দৃঢ় প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে বাজেট বরাদ্দ এবং বাস্তবায়নের বিস্তারিত তথ্য এ প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করা হয়েছে। সকল শ্রেণির অংশীজনের এ প্রতিবেদন থেকে জেন্ডার বাজেট বরাদ্দ এবং সরকারের জেন্ডারসংশ্লিষ্ট নানামুখী উদ্যোগ ও নীতি বাস্তবায়ন সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করার সুযোগ রয়েছে। এ প্রতিবেদনে ২০২১-২২ অর্থবছর হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং জাতীয় বাজেট প্রক্রিয়ায় জেন্ডার সংবেদনশীলতার অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জসমূহের একটি চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে।

এ প্রতিবেদনের অধ্যায়-১-এ গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স এবং অন্যান্য নারী উন্নয়ন সূচকে চিহ্নিত জেন্ডার বৈষম্য মোকাবিলায় বাংলাদেশে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটের (GRB) যৌক্তিকতা উপস্থাপন করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF) পদ্ধতি প্রবর্তনসহ গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সংস্কার থেকে শুরু করে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটের ক্রমবিকাশ এ অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বিশেষ করে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে জেন্ডার বাজেট কার্যক্রম সম্প্রসারণের বিষয় এ অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে। পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিভিন্ন দেশ জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বাজেট প্রণয়নে কীভাবে অন্তর্ভুক্ত/ সম্পৃক্ত করেছে সে বিষয়ে এ অধ্যায়ে ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

অধ্যায়-২-এ জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শ্রেণিবিন্যাস এবং মূল্যায়ন পদ্ধতির একটি সম্যক ধারণা প্রদান করা হয়েছে। জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য iBAS++ এর সাথে একীভূত করে যে নতুন মডেল প্রথমবারের মতো এ অর্থবছরে প্রবর্তন করা হয়েছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। মডেলটির নামকরণ করা হয়েছে Gender Finance Tracking (GFT) Model। এতে চারটি থিমেটিক এরিয়া রয়েছে। সেগুলো হলো : ১) নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ২) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ এবং সমতা ৩) কার্যকর সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি এবং ৪) নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ।

নারী উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ থিমেটিক এরিয়াতে বিদ্যমান জেন্ডার গ্যাপ অধ্যায়-৩ এ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জেন্ডার গ্যাপ সূচকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শীর্ষে অবস্থান করলেও শিক্ষা ক্ষেত্রে সমতা অর্জনের সূচকে ভারত, শ্রীলংকা এবং মালদ্বীপ থেকে পিছিয়ে রয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষায় বাংলাদেশ জেন্ডার গ্যাপ সূচকে প্রায় পূর্ণ সমতা অর্জন করলেও উচ্চতর শিক্ষা বিশেষত বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত (STEM) বিষয়ে প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় পিছিয়ে আছে।

অধ্যায়-৪-এ জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয়ের বিস্তারিত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত বিশ্লেষণ থেকে উন্নয়ন ও পরিচালন বাজেটে জেন্ডার সম্পৃক্ত বাজেটের উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। এ অংশে চারটি থিমেটিক এরিয়া, যথা: নারীর ক্ষমতায়ন, অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ, সরকারি সেবাপ্রাপ্তিতে অভিগম্যতা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-এ বাজেট বরাদ্দের গতি-প্রকৃতি তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া, এ অধ্যায়ে সর্বাধিক জেন্ডার বাজেট প্রাপ্ত নির্বাচিত ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ, জেন্ডার সমতার প্রতি সরকারের প্রতিশ্রুতি এবং বাজেটে থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক বরাদ্দের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

এ প্রতিবেদন হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে উন্নয়ন এবং পরিচালন উভয় বাজেটে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষণীয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এ অর্থবছরে পরিচালন বাজেটে ১,৬৫,০৪৮ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন বাজেটে ১,০৬,৭৭১ কোটি টাকাসহ সর্বমোট জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ২,৭১,৮১৯ কোটি টাকা দাঁড়িয়েছে, যা মোট বাজেটের ৩৪.১১ শতাংশ। জিডিপি'র শতাংশেও জেন্ডারসংশ্লিষ্ট এই বরাদ্দ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার নির্দেশ করে।

জেন্ডার বাজেট বরাদ্দের উচ্চ হারের ভিত্তিতে ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিস্তারিত তথ্য অধ্যায়-৫-এ তুলে ধরা হয়েছে। লক্ষণীয় যে, বর্ধিত বরাদ্দ প্রাপ্তির মাধ্যমে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তাদের বরাদ্দের পঞ্চাশ শতাংশের বেশি নারী উন্নয়নে ব্যয় করে থাকে। বাকি সাতটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ক্ষেত্রে নারীদের জন্য মোট বাজেটের প্রায় ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ ব্যয়ের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিগত চার অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিস্তারিত বিশ্লেষণ এ অধ্যায়ে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

এ প্রতিবেদনের শেষ অধ্যায়ে বাংলাদেশে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যৎ রূপরেখার ওপরে আলোকপাত করা হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং জাতীয় বাজেটে জেন্ডার বিষয়টি অন্তর্ভুক্তিকরণ, জেন্ডার গ্যাপ হ্রাসে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সংবলিত জেন্ডার গ্যাপ ম্যাট্রিক্স প্রণয়ন, মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভূমিকাকে আরও শক্তিশালী করার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এছাড়া এ অধ্যায়ে বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য চিহ্নিতকরণ, নিয়মিত অংশীজনের সাথে সংলাপ আয়োজন, বিদ্যমান কৌশলসমূহ পর্যালোচনা, মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF)-এ উপস্থাপিত জেন্ডারভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক একটি পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে।

অধ্যায়-১ : ভূমিকা

১.০ পটভূমি

জাতীয় জীবনে টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান অধিকার ও সুযোগ প্রদান একান্ত অপরিহার্য। এর ফলে নারীসমাজ দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানে সন্নিবেশিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং মানবাধিকার অধ্যায়ে নারীর অধিকার সমুন্নত রাখাকে রাষ্ট্রের কর্তব্য মর্মে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে এবং সরকারি নীতি ও কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়নে জেন্ডার সংবেদনশীল বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের নারীদের জন্য প্রথম কল্যাণমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নারী পুনর্বাসন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ লালন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে তাঁর নির্দেশনায় ২০১১ সালে নারী উন্নয়ন নীতিকে যুগোপযোগী করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ নেতৃত্বে জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের বৈশ্বিক স্বীকৃতি রয়েছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ‘গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০২৩’ অনুসারে জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সর্বোচ্চ এবং বিশ্বের ১৪৬টি দেশের মধ্যে ৫৯তম।

১.১ বাংলাদেশের সংবিধান আইন ও নীতি-দলিল : নারীর উন্নয়নের অগ্রযাত্রা

১.১.১ বাংলাদেশের সংবিধান নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতি সাধনের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করেছে। একই সাথে নারীর অধিকারকে সমুন্নত রাখা ও বাস্তবায়নের জন্য সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ নির্ধারণ করেছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯(১)-এ সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করার মূলনীতি বস্তুত অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতির মূলমন্ত্র। অনুচ্ছেদ ২৮(১)-এ ধর্ম, জাতি, বর্ণ, জন্মস্থান এবং লিঙ্গের ওপর ভিত্তি করে বৈষম্য প্রদর্শনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং অনুচ্ছেদ ২৮(২)-এ রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার লাভ করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইনে নারীর সমান অধিকার লাভের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে বাংলাদেশের আইনি কাঠামোতে নারীর অবস্থানকে সুসংহত করা হয়েছে। সর্বোপরি, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮(৪)-এ অনগ্রসর নাগরিক হিসেবে নারীদের বিশেষ সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে বিশেষ বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রকে প্রদান করা হয়েছে।

১.১.২ সাংবিধানিক নিশ্চয়তা ছাড়াও, বাংলাদেশ নারীর বিরুদ্ধে সকলপ্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ‘কনভেনশন অন দি ইলিমিনেশন অব অল ফর্মস অব ডিসক্রিমিনেশন অ্যাগেইনস্ট উইমেন’ (CEDAW) এবং ‘বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন’-এ স্বাক্ষরকারী হওয়ার মাধ্যমে নারী উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত বৈশ্বিক মানদণ্ডের প্রতি অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। আন্তর্জাতিক কনভেনশনসমূহের আলোকে জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে সরকার বদ্ধপরিকর। দেশের অভ্যন্তরে সরকার নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১), ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) এবং ২০১১ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করে। এই কৌশলগত দলিলগুলো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ এবং নারী উন্নয়নের রূপরেখা প্রণয়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের পথকে আরও সুপ্রশস্ত করেছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা সম্পর্কিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) পূরণের জন্য সরকার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নসহ শিক্ষার অধিকার, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ এবং নারীর প্রতি সহিংসতা হ্রাসে গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। সকল সাংবিধানিক বিধান, আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নীতিসমূহ নারী উন্নয়নে সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে এবং সকল উন্নয়ন এজেন্ডার কেন্দ্রবিন্দুতে নারীর উন্নয়ন স্থান করে নিয়েছে।

১.১.৩ বাংলাদেশের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) এমন একটি জাতি গঠনের স্বপ্ন দেখে যেখানে নারী ও পুরুষ সমান অধিকার ও সুযোগ পাবে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের অবদান সমানভাবে স্বীকৃতি লাভ করবে। দৃষ্টিভঙ্গির মূল লক্ষ্য হলো নারীর চরম দারিদ্র্য দূর করা, তাদের সামাজিক

নিরাপত্তা বিধান এবং সর্বোপরি ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। এ পরিকল্পনায় নারীর ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার সমতা অর্জনের জন্য পাঁচটি কৌশলগত উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন : নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ, আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধিকরণ, নারী সংগঠনগুলোকে শক্তিশালীকরণ, নারীর অগ্রগতির জন্য অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং মা ও শিশুদের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচি বৃদ্ধি করা। এ লক্ষ্যগুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করে সরকারের মূল উদ্দেশ্য হলো বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনয়ন যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDGs) সাথে ঘনিষ্ঠভাবে একীভূত হয়ে দেশের টেকসই উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নারীদের প্রতিষ্ঠিত করা। এই পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের জন্য গৃহীত প্রয়াসকে আরও শক্তিশালী করেছে এবং ভবিষ্যতে নারীর অধিকার ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অগ্রগতি সাধনের বিষয়টিকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

১.১.৪ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs), বিশেষ করে জেন্ডার সমতা বিষয়ক লক্ষ্যমাত্রা-৫ কে সমর্থনপূর্বক নারীর অধিকার ও অগ্রগতির জন্য বাংলাদেশ একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি এবং গ্রহণযোগ্য লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে রয়েছে নারীর প্রতি সকলপ্রকার বৈষম্য ও সহিংসতা দূর করা, নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবায় সর্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। তাছাড়া প্রযুক্তি ব্যবহারে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির পাশাপাশি আর্থিক সম্পদ ও সম্পত্তিতে নারীর সমান অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার গ্রহণ করা হয়েছে যা নারীর সামাজিক পদমর্যাদা বৃদ্ধিসহ ক্ষমতায়নের পথকে আরও সুপ্রশস্ত করবে। পাশাপাশি, সরকারের মন্ত্রণালয়/বিভাগ, নাগরিক সমাজ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মধ্যে অংশীদারিত্বের সাথে জেন্ডার সমতাকে উন্নীতকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি) এবং সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নারী উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

১.১.৫ ২০১১ সালের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি সমাজে নারীর অধিকার ও অগ্রগতি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সম্প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং লক্ষ্য নির্ধারণ করে। যার মূল উদ্দেশ্য হলো জীবনের সকল ক্ষেত্রে বৈষম্যহীনভাবে নারী-পুরুষের সমান সুযোগ সৃষ্টি করা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য এ নীতির মাধ্যমে ২২টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। যেমন : নারীর প্রতি সকলপ্রকার সহিংসতা দূরীকরণ, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং নিরাপদ বাসস্থান প্রদানের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অধিকন্তু, এ নীতিটি প্রতিবন্ধী নারী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সুরক্ষা এবং ক্ষমতায়নের উপর জোর দেয়। এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সৃজনশীল কর্ম সম্পাদন পদ্ধতি এবং নেতৃত্বের ভূমিকায় নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ যাতে তাদের অধিকার ও উন্নয়ন সাধনের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ দেশের আর্থসামাজিক বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিয়ে এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কনভেনশন ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যক্তিজীবনের সকল ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়।

১.১.৬ বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সরকারের অঙ্গীকার ও কৌশলগুলো সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- উচ্চশিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা, নারীর কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা এবং তাদের জন্য সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা, নারীর জন্য সমান মজুরি প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, নারীর জন্য উন্নত কাজের পরিবেশ তৈরি করা এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

১.২ নারীর অগ্রগতি প্রতিষ্ঠায় সাফল্যে

১.২.১ বর্তমানে শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীর এরূপ অংশগ্রহণ দেশের টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ব্যাপক অবদান রেখেছে। ১৯৭৪ সালে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ ছিল মাত্র ৪ শতাংশ, যা ১৯৮০ সালে ৮ শতাংশ, ২০০০ সালে ২৩.৯ শতাংশ এবং ২০১৭ সালে ৩৬.৩ শতাংশে উন্নীত হয়। সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২ থেকে জানা যায় যে, দেশের মোট শ্রমশক্তি ৭.৩৪ কোটি, যার মধ্যে নারী ২.৫৯ কোটি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ২০২২ সালে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে ৪২.৬৭ শতাংশ। গার্মেন্টস শিল্প, ক্ষুদ্রঋণ

কর্মসূচি এবং গ্রামীণ উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যা তাদের বৃহত্তর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০২০ সালে জাতিসংঘের ৭৫তম সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশে ২০৪১ সালের মধ্যে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ ৫০ শতাংশে উন্নীত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলেন। সে অনুযায়ী সরকার কর্মশক্তিতে নারীর ব্যাপক উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের জন্য সক্ষম পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে।

১.২.২ সরকার নারীদের দক্ষ কর্মশক্তিতে রূপান্তরকে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ লক্ষ্যে শিক্ষার মান উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৩ সালে ২৬,১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন যা প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়া শিশুর সংখ্যা বেড়েছে ১.৭০ কোটি, যাদের মধ্যে ৪৯.৪ শতাংশ মেয়ে। উপবৃত্তি প্রবর্তন এবং স্কুল-ফিডিং প্রোগ্রামে মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় নারী শিশুর তালিকাভুক্তি বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। প্রায় ১.৩০ কোটি শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে, যা সরাসরি তাদের মায়েদের অ্যাকাউন্টে ‘নগদ’-এর মাধ্যমে পাঠানো হয়। সরকারের এ উদ্যোগ নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির পথকে সুপ্রশস্ত করেছে। শিক্ষার অন্যান্য স্তরেও প্রণোদনামূলক কর্মসূচি চালু করা হয়েছে, যার ফলে এসব সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারী শিশুদের তালিকাভুক্ত করার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে প্রাথমিক, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের ভর্তির হার যথাক্রমে ৫৫ শতাংশ, ৫০ শতাংশ এবং ৩৬ শতাংশ।

১.২.৩ গত এক দশকে নারী স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের বিষয়টিকে আরও জোরদার করা হয়েছে। মা ও শিশু যত্নের উন্নয়ন, এবং নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য, শিশু এবং মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার প্রবর্তন, স্বাস্থ্যসেবায় নারীর অভিগম্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। টিকাদানের বর্ধিত কর্মসূচি স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। শূন্য থেকে আঠারো পর্যন্ত শিশুদের, পনেরো থেকে পঁয়তাল্লিশের প্রজনন ক্ষমতা সম্পন্ন নারীদের টিকাদানের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার, সংক্রামক রোগ ও প্রতিবন্ধিতা হ্রাসে এ দেশের ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশ ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস রিপোর্ট ২০২১-এ দেখা যায় যে, ২০২১ সালে মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি এক লক্ষ জীবিত জন্মে ১৬৮-এ নেমে এসেছে, যা ২০১০ সালে ২১৬ এবং ২০১৬ সালে ১৭৮ ছিল। সারা দেশে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে, যেখান থেকে নারী ও শিশুরা নিজেদের সুবিধা নিতে পারে এবং প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ করতে পারে। সরকার প্রতি ছয় হাজার মানুষের জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। এ পর্যন্ত ১৪,৮৭৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এসব ক্লিনিকের ৮০ শতাংশ সেবাপ্রার্থী নারী ও শিশু।

সারণি ১.১ : মাতৃমৃত্যুর অনুপাত (১৯৯৫-২০২০)

	১৯৯৫	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৫	২০১৬	২০১৮	২০১৯	২০২০
জাতীয়	৪৪৭	৩১৮	৩৪৮	২১৬	১৮১	১৭৮	১৬৯	১৬৫	১৬৩
গ্রাম	৪৫২	৩২৯	৩৫৮	২৩০	১৯১	১৯০	১৯৩	১৯১	১৭৮
শহর	৩৮০	২৬১	২৭৫	১৭৮	১৬২	১৬০	১৩২	১২৩	১৩৮

Source: Bangladesh Sample Vital Statistics (SVRS) and Primary Health Care (PHC), Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)

১.২.৪ বিদ্যমান সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বার্ধক্য ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপবৃত্তি কর্মসূচির ৫০ শতাংশ সুবিধাভোগী নারী; গ্রামীণ ও নিষেধাজ্ঞাহীন সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচি, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় প্রতিবন্ধী ও এসিডের শিকার নারীদের পুনর্বাসন এর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এছাড়া বিধবার জন্য বিধবা ভাতা এবং স্বামী পরিত্যক্ত নারীদের জন্য গ্রামীণ মাদার কেয়ার সেবার আওতায় শতভাগ নারীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে নারীদের অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বার্ষিক ২.১২ কোটি নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং স্ব-কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধক কার্যক্রম তৈরিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করছে। সরকার 'মা ও শিশু সুবিধা কর্মসূচি'-এর অধীনে প্রত্যেক দরিদ্র গর্ভবতী মাকে প্রতি মাসে ৮০০ টাকা ভাতা প্রদান করে থাকে। জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা নেট কাঠামোর অধীনে বাস্তবায়িত, এই কর্মসূচিটি জন্মের পর থেকে গুরুত্বপূর্ণ ১০০০ দিনের মধ্যে শিশুদের পুষ্টি, শারীরিক এবং মানসিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়তা করে।

১.২.৫ বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নে প্রশংসনীয় অগ্রগতি সাধন করেছে। রাজনৈতিক দল নিবন্ধন আইন, ২০২০-এ বলা হয়েছে যে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে অবশ্যই তাদের সমস্ত কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি উপজেলা পরিষদে একজন করে মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ৩৩ শতাংশ আসন নারীর জন্য সংরক্ষিত হয়েছে। সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন পঞ্চাশে উন্নীত করা হয়েছে। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদের মাননীয় স্পিকারও নারী। তাছাড়া সচিব, বিচারক, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং সেনাবাহিনী, নৌ ও বিমানবাহিনীর উচ্চ পদে নারীরা অত্যন্ত দক্ষতা ও সাফল্যের সাথে তাঁদের দায়িত্ব পালন করছেন।

সারণি ১.২ : সংসদে মহিলা সদস্যের অনুপাত, ২০০১-২০২১

বছর	২০০১	২০০৮	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১
নারী সদস্যবিহীন	৪১	৬৪	৭০	৭১	৭১	৭২	৭১	৭৩	৭৩	৭৩
সর্বমোট আসন সংখ্যা	৩৩০	৩৪৫	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০
শতকরা হার	১২.৪	১৮.৬	২০.০	২০.৩	২০.৩	২০.৬	২০.৩	২০.৯	২০.৯	২০.৯

Source: Bangladesh Parliament Secretariat and World Bank Data

১.৩ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জেন্ডার-সংবেদনশীল বাজেটের যৌক্তিকতা

১.৩.১ বাংলাদেশে প্রচলিত জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটিং (GRB) জেন্ডার বৈষম্য নিরসনে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। যা কতিপয় জেন্ডার গ্যাপসূচক এবং বিভিন্ন নারী উন্নয়ন সূচক দ্বারা প্রকাশ করা হয়। নারী উন্নয়নে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের র‍্যাংকিং এবং বিভিন্ন সেক্টরে এ দেশের নারীরা যে নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় তা বিবেচনার মাধ্যমে এদেশে GRB প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স অনুসারে, বাংলাদেশ রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ২০২৩ সালে বিশ্বব্যাপী ৭ম স্থান অধিকার করেছে। তবে, বাংলাদেশ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং পুরুষের পাশাপাশি সকল ক্ষেত্রে সমান সুযোগ প্রদানের জন্য অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া নারীকে মূল কর্মশক্তিতে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং পুরুষের তুলনায় নারীর আয় বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে গুরুত্ব আরোপ করার বিষয়টিও চলমান রয়েছে। তাই বর্তমানে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ ১৪৬টি দেশের মধ্যে ১৩৯তম স্থানে রয়েছে (সূত্র : বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম)।

চিত্র ১.১ : গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপসূচক কিছু নির্বাচিত দেশ

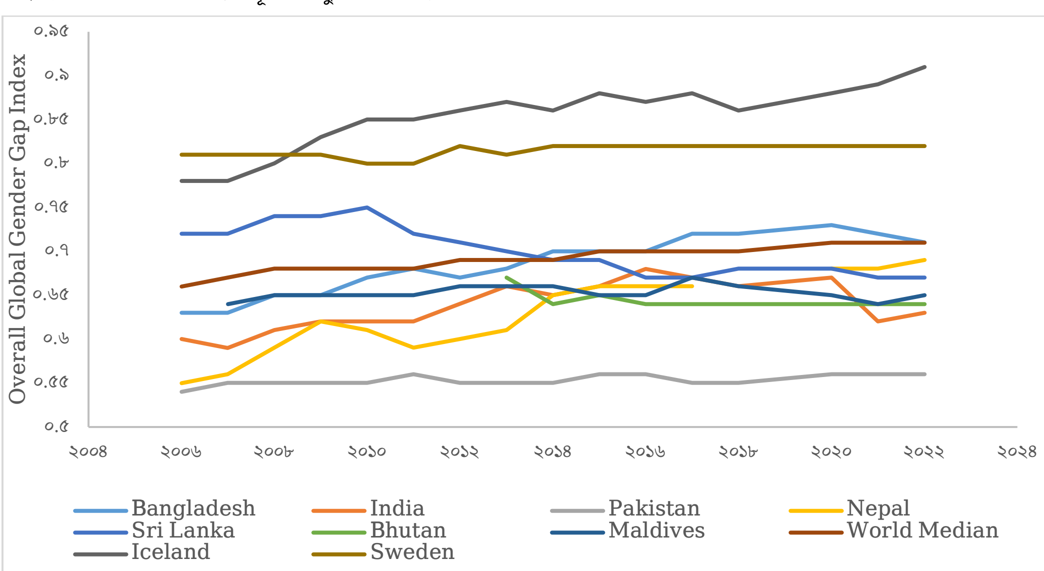

Source: World Economic Forum's Global Gender Gap Report 2023

১.৩.২ বাংলাদেশে নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার কম যা বর্তমানে ৩৭.০৪৫ শতাংশ, যেখানে OECD দেশগুলোতে ৫২.৭৬ শতাংশ এবং বিশ্বব্যাপী ৪৭.৮৪ শতাংশ (সূত্র : বিশ্ব উন্নয়ন সূচক)। এই বৈষম্য নারীর অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে এবং শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণে সুযোগের ব্যবধান পূরণকল্পে GRB-প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। অধিকন্তু, মাতৃমৃত্যুর অনুপাত (প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে ১২৩) এবং বয়ঃসন্ধিকালের সন্তানধারণের সক্ষমতার হার (১৫-১৯ বছর বয়সি প্রতি ১,০০০ মহিলার মধ্যে ৭৫.৪৯ জন্ম)-এর মতো মাতৃস্বাস্থ্য সূচকগুলোর উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জগুলো প্রকাশ করে যা নেতিবাচকভাবে নারী উন্নয়নকে প্রভাবিত করে।

১.৩.৩ বিশেষত উচ্চ শিক্ষা এবং STEM-এর ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নারীদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে ৭৭.৩৪ শতাংশের বেশি, তবে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ ২০.৮৪ শতাংশে নেমে আসে, এই ব্যবধানটি আরও সুস্পষ্ট হয়েছে STEM-এর ক্ষেত্রে নারী স্নাতকদের কম শতাংশ (২০.৬ শতাংশ) যা তাদের সমপর্যায়ের পুরুষ শিক্ষার্থীদের তুলনায় (৭৯.৪ শতাংশ)[১] বহুলাংশে কম।

১.৩.৪ বিশ্ব পরিমণ্ডলে বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর মার্চ ২০২৪ সালের একটি প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়েছে যে ২০২৩ সালে, ১৫ বছরের কম বয়সি ৮.২ শতাংশ কিশোরীর বিয়ে হয়েছে, যা আগের বছরের ৬.৫ শতাংশ থেকে বেড়েছে। উপরন্তু, একই বছরে ১৮ বছরের কম বয়সি ৬৩ শতাংশেরও বেশি কিশোরীর বিয়ে হয়েছিল, যা ২০২২ থেকে ১ শতাংশ বৃদ্ধি এবং ২০২১ থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ১০ শতাংশ বৃদ্ধি চিহ্নিত করে। এই চ্যালেঞ্জগুলো সত্ত্বেও, বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে এই সমস্যাটি মোকাবেলায় কাজ করছে, বিশেষ করে ২০১৮-২০৩০ সময়ের জন্য বাল্যবিবাহ বন্ধ করার লক্ষ্যে গৃহীত জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা (NAP) বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ উদ্যোগ ফলপ্রসূ করণের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

১.৩.৫ উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সত্ত্বেও, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে নারীদের ক্রমাগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য জেন্ডার-সংবেদনশীল বাজেটিং (GRB) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্পূর্ণ আর্থিক পরিকল্পনা এবং বাজেট প্রক্রিয়ায় জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণের বিষয়টি বিবেচনা করে তা একীভূত করার মাধ্যমে, GRB প্রণয়ন করে নারীদের যে চাহিদাগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস করার লক্ষ্যে যে উদ্যোগগুলো অধিক হারে অর্থায়ন করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে প্রজনন স্বাস্থ্য পরিষেবা, কর্মক্ষেত্র এবং পাবলিক স্পেসে নিরাপত্তা বাড়ানো এবং মেয়েদের জন্য শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে প্রণোদনা প্রদান। GRB সরকারি ব্যয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বাড়ায়। অধিকন্তু নিশ্চিত করে যে এর মাধ্যমে বরাদ্দকৃত তহবিল জেন্ডার সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, GRB-এর কৌশলগত প্রয়োগের লক্ষ্য হলো বাজেটের সিদ্ধান্তের প্রতিটি ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতার বিষয়টিকে বিবেচনা করে অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায়সংগত সমাজ তৈরি করা এবং এর মাধ্যমে জেন্ডার মূল লক্ষ্য জেন্ডার সমতা অর্জন।

১.৪ বাংলাদেশে জেন্ডার-সংবেদনশীল বাজেটের বিবর্তন

১.৪.১ বৃহত্তর আর্থিক সংস্কারের অংশ হিসেবে, বিশেষ করে মধ্য-মেয়াদি বাজেট ফ্রেমওয়ার্ক (MTBF) বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট রিপোর্টিং শুরু হয়। দারিদ্র্য বিমোচন এবং নারীর ক্ষমতায়নের মতো কৌশলগত উদ্দেশ্য সরাসরি বাজেট প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সরকার বাজেট সার্কুলার-১ জারি করে, এই কৌশলগত উদ্দেশ্যগুলোর সাথে সমস্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সংশ্লিষ্ট বাজেটের সাথে সমন্বয় সাধন করতে বাধ্য করেছে। এই সার্কুলারটির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়কে ব্যাখ্যা করতে হবে যে কীভাবে তাদের কৌশলগত উদ্দেশ্যগুলো দারিদ্র্য হ্রাসে এবং নারীর উন্নয়নকে সহযোগিতা করবে। পাশাপাশি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ও কর্মসূচি, কীভাবে জেন্ডার সমতা ও দারিদ্র্য বিমোচনকে প্রভাবিত করে এই দুইয়ের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হবে।

[1] Gender Portal World Bank

১.৪.২ ২০০৯-১০ অর্থবছর মাননীয় অর্থমন্ত্রী জাতীয় সংসদে বার্ষিক বাজেট উপস্থাপনের পাশাপাশি 'নারীদের অগ্রগতি এবং অধিকার' শিরোনামে জেন্ডার বাজেটের একটি বিশ্লেষণ উপস্থাপন করার একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রথম সংসদে একটি জেন্ডার বাজেট রিপোর্ট প্রকাশ্যে গৃহীত হয়; তবে, প্রাথমিকভাবে এটি শুধু চারটি মন্ত্রণালয় : শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, সমাজকল্যাণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে ৫ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ জেন্ডার সমতার বিষয়ে তাদের অগ্রগতি সম্পর্কে রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই বার্ষিক জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনটি অদ্যাবধি সরকারের নীতি, লক্ষ্য এবং নারীর অগ্রগতির সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে গণ্য হয়ে এসেছে, যার মধ্যে রয়েছে নির্দিষ্ট কার্যক্রমের বর্ণনা, নারী কল্যাণের সাথে যুক্ত মূল কর্মক্ষমতা সূচক (KPIs), এবং বাজেট বরাদ্দে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সংরক্ষিত হিস্যার বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১.৪.৩ বাংলাদেশে, জেন্ডার-সংবেদনশীল বাজেটিং শুধু বাজেটের ক্ষেত্রেই নয় বরং একাধিক খাতে প্রাসঙ্গিকতার নিরিখে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, প্রকল্প এবং কর্মসূচির ব্যয়। GRB-এর প্রণয়নের মাধ্যমে এটা নিশ্চিত হয় যে, জেন্ডার সমতা সম্প্রসারিত এবং বিস্তারিত উভয় প্রকার আর্থিক বিবেচনার ক্ষেত্রেই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য হয়। জেন্ডার বাজেট রিপোর্টের মাধ্যমে আর্থিক নীতি ও ব্যবস্থাপনার সকল স্তরে জেন্ডার-সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে সরকারের প্রতিশ্রুতি অধিকতর শক্তিশালীরূপে প্রকাশ পায়।

১.৫ জেন্ডার-সংবেদনশীল বাজেটিং : বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিত

১.৫.১ বিশ্ব পরিমণ্ডলে ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে সরকারি নীতি এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য মোকাবেলার একটি অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে জেন্ডার বাজেটের উদ্ভব হয়। পরবর্তীকালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার নারী ও পুরুষের উপর জেন্ডার বাজেটের প্রায়োগিক গুরুত্ব বিবেচনা করে দ্রুত এ প্রক্রিয়াকে গ্রহণ করা শুরু করে। বাজেট প্রক্রিয়ায় জেন্ডার সমতা একীভূত করার ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়া অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ১৯৯০-এর দশকে এর পদ্ধতিগত উন্নয়ন এবং বাস্তবায়ন প্রচেষ্টা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে, যা পরবর্তীকালে এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, ইউরোপ, কানাডা, ল্যাটিন আমেরিকা এবং সাব-সাহারান আফ্রিকার মতো দেশগুলোতেও ব্যাপ্তি লাভ করে।

সারণি ১.৩ : বিশ্বের কতিপয় দেশের জেন্ডার বাজেটের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ[২]

ক্র.নং	সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি	দেশসমূহ
১.	আইনগত/নীতিগত/কৌশলগত ফ্রেমওয়ার্ক	অস্ট্রিয়া, কানাডা, বলিভিয়া, বেলজিয়াম, আলসালভেদর, মরক্কো, ভিয়েতনাম
২.	অর্থ বিভাগ মূল সংস্থা হিসেবে	ভারত, বাংলাদেশ, আর্জেন্টিনা, তানজানিয়া, ক্যামেরুন, উগান্ডা
৩.	সুশীল সমাজ সম্পৃক্ততা	যুক্তরাজ্য, উগান্ডা, কানাডা, পূর্ব তৈমুর, বাংলাদেশ
৪.	জাতীয়, রাষ্ট্রীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত	ভারত, ফিলিপাইনস, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, উগান্ডা, রুয়ান্ডা, সেনেগাল
৫.	বাজেট সার্কুলার	বাংলাদেশ, ভুটান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, বেনিন, ইথিওপিয়া, মালি, মৌরিতাস, মোজাম্বিক, জিম্বাবুয়ে
৬.	প্রতিবেদন প্রণয়ন	অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, মরক্কো, নেপাল, দক্ষিণ আফ্রিকা
৭.	নিরীক্ষণ এবং মূল্যায়ন	দক্ষিণ কোরিয়া, উগান্ডা

[2] Budlender, D. (2015). Budget Call Circulars and gender budget statements in the Asia Pacific: A review. UN Women;
Pouwels, A. (2023). Gender budgeting in the Member States. European Union;
Sanchez, T., and Coello, R. (2022). Gender-Responsive Budgeting: A roadmap for its implementation from Latin American experiences. UN Women

১.৫.২ বিগত দশকগুলোতে, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে, যদিও নারী শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব এবং স্বাস্থ্য সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এখনো পিছিয়ে রয়েছে। অস্ট্রেলিয়া ১৯৮০-এর দশকে নারী বাজেট বিবৃতি প্রবর্তন করে জেন্ডার বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ১৯৯৩ সালের মধ্যে সমস্ত অস্ট্রেলিয়া ও এর আওতাধীন প্রদেশগুলো বিভিন্ন জেন্ডার বাজেট বিবৃতি তৈরি করে। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার রাজনৈতিক নেতৃত্ব জেন্ডার সমতা উন্নীত করার জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জেন্ডার বাজেটে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য প্রভাব, আবশ্যকতা এবং সুযোগ নির্ধারণের জন্য নতুন বাজেট প্রস্তাবগুলোর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশসমূহে জেন্ডার বিশ্লেষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

১.৫.৩ অস্ট্রেলিয়া ছাড়াও ফিলিপাইন ১৯৯৫ সালে থেকে জেন্ডার এবং ডেভেলপমেন্ট বাজেট নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে জেন্ডার বাজেটিং শুরু করে। ফিলিপাইন সরকার সমস্ত সরকারি বিভাগকে তাদের বাজেটের কমপক্ষে ৫ শতাংশ নারীদের জন্য প্রোগ্রামগুলোতে বরাদ্দ করতে হবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করে। ফিলিপাইন কমিশন অন উইমেন এই উদ্যোগের নেতৃত্ব প্রদান করে এবং সরকারের নারীসংক্রান্ত সকল উদ্যোগকে পর্যবেক্ষণ করাসহ এর বাস্তবায়নের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে। এছাড়া ইন্দোনেশিয়া ২০০৯ সালে জেন্ডার বাজেটিং শুরু করে এবং বাজেট নীতিতে জেন্ডার সূচকগুলো অন্তর্ভুক্ত করে। সেদেশের জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন, নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশু সুরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার জেন্ডার বাজেটিং পদ্ধতির মধ্যে রাষ্ট্রপতির ডিক্রি, বাস্তবায়নের নির্দেশিকা এবং শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১.৫.৪ OECD জেন্ডার বাজেট ইনডেক্স ২০২২ অনুসারে কোরিয়া প্রাতিষ্ঠানিক ও কৌশলগত সুব্যবস্থা, সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টিকরণ এবং জেন্ডার বাজেটে স্বচ্ছতা আনয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্কোর অর্জন করেছে। কোরিয়া ২০০৬ সালে জাতীয় অর্থ আইনের মাধ্যমে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট গ্রহণ করেছে এবং তা ২০১০ অর্থবছরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করে। পরিকল্পনা ও অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জেন্ডার সমতা মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি সমন্বিত জেন্ডার বাজেটিং টাস্ক ফোর্স এই প্রক্রিয়াটিকে সহজতর করে তুলেছে।

১.৫.৫ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারত ২০০৫-০৬ সালের বাজেটে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটিং (GRB) চালু করে এবং পরবর্তীকালে জাতীয়, রাজ্য এবং সেক্টরাল স্তরে জেন্ডার সমতা বিবেচনার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রণালয় এ বাজেট প্রণয়নের মূল নেতৃত্বে থেকে GRB বিভিন্ন স্তরে সফলভাবে প্রয়োগ করে যাচ্ছে। যদিও সাম্প্রতিক বিশ্লেষণগুলো উন্নত পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং জেন্ডার বৈষম্য বন্ধ করার জন্য অধিকতর প্রচেষ্টা গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

১.৫.৬ এখন পর্যন্ত মোট ১২টি ইইউভুক্ত দেশ তাদের বার্ষিক বাজেটে জেন্ডার বাজেট পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। এক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলো তাদের ডকুমেন্টেশন, তথ্য সংগ্রহ এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করছে। ফিনল্যান্ড ২০০০-এর দশকের গোড়ার দিক থেকে জেন্ডার বাজেটের পথপ্রদর্শক। তাদের বাজেট দলিলাদিতে উল্লেখযোগ্য জেন্ডার প্রভাবসহ কার্যক্রমসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ফিনল্যান্ডের বাজেটে জেন্ডার সংবেদনশীলতার স্পষ্ট প্রভাব মূল্যায়নের জন্য একটি শক্তিশালী জেন্ডার সমতা নীতি রয়েছে। বেলজিয়াম ২০০৭ সালে জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং অ্যাক্টের মাধ্যমে জেন্ডার বাজেটিং কার্যক্রম শুরু করে এবং ২০১০ সালে বেলজিয়ান ইনস্টিটিউট ফর ইকুয়ালিটি অফ উইমেন অ্যান্ড ম্যান আইন পাশের মাধ্যমে তা আরো বিস্তার লাভ করে। অস্ট্রিয়া ২০১৩ সাল থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে জেন্ডার বাজেট প্রণয়নে অগ্রসর হয়েছে এবং বার্ষিক বাজেটে জেন্ডার-সমতা সম্পর্কিত লক্ষ্য এবং সূচকগুলো অন্তর্ভুক্ত করে। ফলে সরকারি সম্পদের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। কানাডা ২০১৭ সালে একটি জেন্ডার সমতাভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের বাজেট মূল্যায়ন শুরু করে এবং ২০১৮ সালে কানাডিয়ান জেন্ডার বাজেটিং আইন পাশ করে। কানাডা বর্তমানে নিয়মিতভাবে বাজেট ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার প্রভাবের বিষয়ে রিপোর্ট প্রণয়ন করছে এবং জেন্ডার বৈচিত্র্য ও এর গুণগতমানের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে।

১.৫.৭ ল্যাটিন আমেরিকা সাম্প্রতিক দশকগুলোতে জেন্ডার সমতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে, নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা নিশ্চিত করার জন্য আইন প্রবর্তন করেছে ও পার্লামেন্টে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করেছে। নির্বাহী পদসহ শ্রমবাজার ও উদ্যোক্তা কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করেছে। ইউএন উইমেন (২০২২) অনুসারে, এই দেশগুলো পরিকল্পনা এবং বাজেট প্রক্রিয়াগুলোতে জেন্ডার সমতার দৃষ্টিভঙ্গিকে একীভূত করার জন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালিয়েছে। মেক্সিকো জেন্ডার সমতার ক্ষেত্রে একটি অগ্রগামী দেশ হিসেবে ২০০৩ সাল থেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। ইতিমধ্যে আইনি অবকাঠামোতে সরকারি প্রক্রিয়াগুলোতে জেন্ডার বাজেটকে একীভূত করা হয়েছে। তাছাড়া, এই দেশটি নারীর প্রয়োজন এবং স্বাস্থ্যখাতের নীতিগুলোর জন্য সম্পদ বরাদ্দের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

আর্জেন্টিনা তার সমস্ত সরকারি কার্যক্রমে বাজেটের ডিজাইনে, বাস্তবায়নে এবং মূল্যায়নে জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গিকে বিবেচনায় নিয়ে লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর মধ্যে জেন্ডার বাজেটিং সূচকে সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে। জেন্ডার-সম্পর্কিত মূল্যায়ন এবং সূচকগুলোর জন্য আর্জেন্টিনা উন্মুক্ত ডেটা সিস্টেম এবং বাজেটের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট পোর্টালগুলোও ব্যবহার করে থাকে।

১.৫.৮ সাব-সাহারান আফ্রিকার দেশগুলো ১৯৯০ সাল থেকে জেন্ডার বাজেটিং বাস্তবায়ন করে আসছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ১৯৯৫ সালে নারীদের বাজেট প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণসহ জেন্ডার বাজেট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ছিল অগ্রগণ্য। এ অঞ্চলের প্রায় ৩০টি দেশ জেন্ডার বাজেট গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে রুয়ান্ডা এবং উগান্ডা অগ্রগামী হিসেবে বিবেচিত। রুয়ান্ডা ২০০৮-২০১০ এর মধ্যে সফলভাবে জেন্ডার বাজেটিং বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে। উগান্ডা ২০০৪-২০০৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে জেন্ডার বাজেট গ্রহণ করে জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ের বাজেট প্রক্রিয়ায় জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণ বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। উগান্ডা সরকারি সম্পদ ব্যবহার পরিবীক্ষণ এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসার জন্য স্থানীয় নাগরিকদের নিয়ে জেন্ডার বাজেট ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে।

১.৬ জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য

১.৬.১ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জেন্ডার-সংবেদনশীল বাজেট (GRB) প্রতিবেদনের মূল লক্ষ্য হলো রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা। এই প্রতিবেদনটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে জেন্ডার-সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমে বাজেট বরাদ্দ এবং প্রকৃত ব্যয় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করে থাকে। এই প্রতিবেদনের অপর একটি উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য হলো অংশীজনদের জন্য একটি বিস্তৃত জ্ঞানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা, তাঁদের জেন্ডার সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা এবং জেন্ডার অর্থায়ন সম্পর্কে সুস্পস্ট ধারণা প্রদান করা। এ প্রতিবেদনটি সরকারি সঠিক নীতি গ্রহণে এবং জেন্ডার সংশ্লিষ্ট উদ্যোগসমূহ পরিবীক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়। প্রতিবেদনটি ২০২১-২২ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে নির্বাচিত মন্ত্রণালয়গুলোর বাজেট বিশ্লেষণ করে এবং নারী উন্নয়নের অগ্রগতিতে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরার মাধ্যমে জাতীয় বাজেট প্রক্রিয়ায় জেন্ডার বিষয়কে কার্যকরভাবে অন্তর্ভুক্ত করে।

১.৭ জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতি

১.৭.১ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জেন্ডার-সংবেদনশীল বাজেট (GRB) রিপোর্ট প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রচলিত পদ্ধতি হিসেবে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দলিলাদি পর্যবেক্ষণসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে বেশকিছু কর্মশালার মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহকে বিবেচনা করা হয়েছে। তাছাড়া ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের জেন্ডার সম্পৃক্ত বরাদ্দ ট্র্যাকিং-এর জন্য একটি শক্তিশালী পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ উদ্দেশ্যে 'জেন্ডার ফাইন্যান্স ট্র্যাকিং' (GFT) মডেল ব্যবহার করে iBAS++-এ একটি পৃথক জেন্ডার অর্থায়ন মডিউল তৈরি করা হয়েছে। এ মডিউলটি ২০২৪-২৫ অর্থবছর থেকে iBAS++ এর সাথে সম্পূর্ণরূপে একীভূত। এর বিশদ বিবরণ অধ্যায়-২ এবং পরিশিষ্ট-১-এ দেওয়া রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ব্যবহৃত এ পদ্ধতিটি জেন্ডার সমতার লক্ষ্যে শুধু সরকারি খাতের অর্থায়নকে ট্র্যাক করে।

১.৮ ব্যাপ্তি

১.৮.১ জেন্ডার সংবেদনশীল প্রতিবেদনটি সমস্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর যেখানে জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে তার বিশ্লেষণ করে। এ বিশেষ প্রতিবেদনটি ১০টি মন্ত্রণালয়ের/বিভাগের জেন্ডারকেন্দ্রিক প্রোগ্রাম/কর্মসূচিতে বাজেট বরাদ্দ এবং প্রকৃত ব্যয়ের একটি পর্যালোচনা উপস্থাপন করেছে (বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে অধ্যায় চার দেখুন)। উপরন্তু, এ প্রতিবেদনে সংক্ষিপ্তভাবে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ এবং ব্যয়ের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। এতে ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত জেন্ডার-সংবেদনশীল বাজেট এবং সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ডেটা বিশ্লেষণ করে। উল্লেখ্য, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জেন্ডার-সংবেদনশীল বাজেট (GRB) রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য 'নারী উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ' শীর্ষক একটি নতুন থিমেটিক এরিয়া নেয়া হয়েছে। বর্তমানে এ রিপোর্টে মোট পাঁচ (০৫)টি থিমেটিক এরিয়ার আওতায় বাইশ (২২)টি প্রোগ্রাম/মানদন্ড ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রোগ্রাম/মানদন্ডগুলো মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কার্যাবলিতে নারী উন্নয়নে সম্প্রসারিত সম্ভাবনার অন্যতম নিয়ামক। এ রিপোর্টে নতুনভাবে গৃহীত থিমেটিক এরিয়ার সাথে সংগতি রেখে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজন করা হয়। ভবিষ্যতে অন্যান্য থিমেটিক এরিয়াগুলো কীভাবে নারী উন্নয়নের সম্ভাবনার সাথে সম্পৃক্ত তা ব্যাখ্যা করা হবে।

১.৯ সীমাবদ্ধতা

১.৯.১ এ প্রতিবেদনে ত্রুটি হ্রাসের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। বাজেট চূড়ান্ত হওয়ার পরপরই প্রতিবেদনে বাজেট সংক্রান্ত তথ্য সংযোজন করা হয়। জাতীয় বাজেট এবং এ প্রতিবেদনটি একই সময়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। ফলে এ প্রতিবেদনে কিছু অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি রয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যা মার্জনীয় মর্মে প্রত্যাশা করা যায়।

অধ্যায়-২ : প্রতিবেদন প্রণয়নে অনুসৃত পদ্ধতি

২.১ জেন্ডার বাজেট নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রয়োজন ও চাহিদার নিরিখে দক্ষতার সাথে দেশের আর্থিক সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে। সম্পদের অপ্রতুলতার বিপরীতে সীমাহীন চাহিদা সমন্বয়করণের মাধ্যমে সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থাপনা আর্থিক নীতি-নির্ধারকদের জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। দক্ষতার সাথে এবং সাশ্রয়ী ও ফলপ্রসূভাবে সম্পদের বরাদ্দ প্রদান সম্ভব হলে অর্থনীতির এ মৌলিক চ্যালেঞ্জ (সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং সুষম বিতরণ) মোকাবিলা করা যায়। এ ধরনের চ্যালেঞ্জ উত্তরণে জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন একটি অন্যতম পদক্ষেপ। জেন্ডার বাজেট প্রণয়নের সফলতা বিভিন্ন উন্নয়ন দর্শনে সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। তাই জেন্ডার বাজেট বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা[৩] উদ্ভাবিত ৫-ধাপ-পদ্ধতি (5-step Approach) একটি খুবই জনপ্রিয় জেন্ডার বাজেট বিশ্লেষণী টুলস্ হিসেবে পরিচিত। পরবর্তীকালে কমনওয়েলথ ম্যানুয়ালে[৪] এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় এবং ভারত[৫] কর্তৃক তা আরো পরিমার্জন করা হয়। অন্যদিকে ইউরোপে বহুল ব্যবহৃত ৬-ধাপ পদ্ধতিতে (6-step Approach) বাজেট প্রক্রিয়ার মধ্যেই জেন্ডার সমতাকে কৌশলগত উদ্দেশ্য (strategic objective) হিসেবে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় (Costing Exercise) জেন্ডার সমতার জাতীয় কর্মকৌশল/পদ্ধতি বাস্তবায়নে ব্যয় প্রাক্কলন তৈরি করা হয়, যা অনেকটা ব্যয়-সুবিধা বা ব্যয়-সুফলতা (Cost-Benefit) বিশ্লেষণের অনুরূপ। অপরদিকে, সময়-ব্যবহার জরিপ (Time Use Survey), যা একটি মানুষের মূল্যবান সময় কীভাবে বিভিন্ন কার্যকলাপে ব্যয়িত হয় তা পরিমাপ করে, সেখানেও নারীদের অবৈতনিক বা মজুরিবিহীন গৃহস্থালি কাজ ও যত্নসেবায় যে পরিমাণ উল্লেখযোগ্য সময় অতিবাহিত হয় তার অর্থনৈতিক অবদানকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। নারী ও পুরুষদের জন্য আলাদাভাবে তথ্য সংগ্রহ ও সারণির মাধ্যমে বিভিন্ন ডাটা (Disaggregated Data) বিশ্লেষণ করা জেন্ডার বাজেটের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা সমষ্টিগত ডাটাতে প্রান্তিক গোষ্ঠী, জেন্ডার, অঞ্চলভিত্তিক অসমতা প্রতিফলিত নাও হতে পারে। পার্শ্ববর্তী ভারতে বিশ্লেষণভিত্তিক ম্যাট্রিক্স-এর মাধ্যমে জেন্ডার বাজেটের আর্থিক ইনপুটগুলোকে শ্রেণিবদ্ধ বা বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়। জেন্ডারভিত্তিক (Gender Disaggregated) তথ্য-উপাত্ত ব্যবহারের মাধ্যমে বেনিফিট ইনসিডেন্স অ্যানালাইসি (Benefit Incidence Analysis) সরকার প্রদত্ত সেবার আর্থিক মূল্যমান পরিমাপ থেকে শুরু করে সরকারি ব্যয়ের উপকারভোগী বা উপযোগিতা বের করে। Professor Diane Elson কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট টুলস্[৬] নামক একটি মডেল উদ্ভাবন করেন। মূলধারার সামগ্রিক অর্থনীতি এবং জেন্ডার বাজেটের ওপর ভিত্তি করে সাতটি কর্মসম্পাদনী টুলস্ ব্যবহার করে তিনি এ মডেলটি তৈরি করেন। এভাবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন টুলস্ বা পদ্ধতি অবলম্বন করে জেন্ডার বাজেট বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২.২ পাবলিক ভ্যালু (Public Value) বৃদ্ধি এবং ন্যায়সংগত ও সমতাভিত্তিক জনসেবা প্রদান নিশ্চিতকরণের জন্য এই জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটিং (GRB) টুলস্ বা প্রক্রিয়াগুলোকে একীভূত করা অপরিহার্য। বাংলাদেশের সরকারি খাতকে কার্যকর পাবলিক ম্যানেজমেন্ট অনুশীলনের মাধ্যমে পাবলিক ভ্যালু (Public Value) বৃদ্ধি করে আরও সক্রিয় এবং গতিশীল করা যেতে পারে। 'Public Value' তত্ত্বের[৭] মূল ভিত্তি হলো জনস্বার্থে জনকল্যাণ ও ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পরিষেবা প্রদান করা। নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে গৃহীত নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের আর্থিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতা বজায় রাখার জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অপরিহার্য, যা 'Public Value' তত্ত্বের সাথে সংগতিপূর্ণ। জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট নারীর অগ্রগতি সাধনে সরকারের দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতাকে নিশ্চিত করে।

---

[3] The Southern African Development Community (SADC) , 2014, Guidelines on Gender Responsive Budgeting – the SADC manual;

[4] Budlender, D., & Hewitt, G. (2003). Engendering Budgets: A practitioners' guide to understanding and implementing gender-responsive budgets. Commonwealth Secretariat

[5] Government of India Ministry of Women and Child Development, 2015. Gender Budgeting Handbook for Government of India Ministries, Departments, State Governments, District Officials, Researchers, Practitioners – the India manual;

[6] Quinn, S. (2009). Gender budgeting: practical implementation. Handbook. Council of Europe, 16-20

[7] Moore, M. H. (1995). Creating public value: Strategic management in government. Harvard university press.

২.৩ বাংলাদেশ জাতীয় বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রথাগত লাইন-আইটেম পদ্ধতি থেকে সরে এসে ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) পদ্ধতি অনুসরণ করে। এ পদ্ধতিতে বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারের পরিকল্পনা, নীতি-কৌশল, অগ্রাধিকার এবং সম্পদ বণ্টনের মধ্যে সুস্পষ্ট যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে একটি মধ্যমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন করা হয়। এমটিবিএফ পদ্ধতির আওতায় বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার কৌশলগত পর্যায়ে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে বাজেট পরিপত্র-১ জারি করা হয়। এ পরিপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী মন্ত্রণালয়সমূহ বাজেট কাঠামো (এমবিএফ) প্রস্তুত করে এবং তিন বছরের জন্য তাদের আয় ও ব্যয়ের পরিকল্পনা করে থাকে। নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প এবং কর্মসূচিসমূহের প্রভাবের মাত্রা সম্পর্কে তথ্য প্রদানের জন্যও মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে এ পরিপত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানানো হয়। নারী উন্নয়নসংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের প্রভাব সংশ্লিষ্ট এমবিএফ-এর তৃতীয় অংশে তুলে ধরা হয়।

২.৪ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এ জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন প্রণয়নের সময় বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং নারী উন্নয়নসংক্রান্ত নীতিসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞগণের অংশগ্রহণে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। পরবর্তীকালে অর্থ বিভাগের কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রতিনিধিদের নিয়ে আয়োজিত আরো একটি কর্মশালায় জেন্ডার গ্যাপ চিহ্নিতকরণের পাশাপাশি প্রতিবেদনের রূপরেখা, নারী উন্নয়নে বরাদ্দকৃত বাজেট পরিমাপক মডেল এবং ব্যবহৃত মানদণ্ড নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়। এছাড়া, প্রতিবেদনটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা, আন্তর্জাতিক দলিলাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২.৫ জাতীয় বাজেটকে জেন্ডার সম্পৃক্ত করতে মূলত পাঁচটি বিষয়কে সন্নিবেশ করার কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে প্রথমত, গৃহস্থালি খাতের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও এ খাতে সরকারি বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেয়া, দ্বিতীয়ত, নারী ও পুরুষের দায়িত্ব, কর্তব্য ও সক্ষমতা ভিন্ন-এ সত্যকে স্বীকৃতি দেয়া, তৃতীয়ত, বাজেটে সম্পদের বরাদ্দ নারী ও পুরুষের ওপর ভিন্নরূপ প্রভাব ফেলে মর্মে উপলব্ধি তৈরি করা, চতুর্থত, এ বাজেটের ফলে নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে উন্নয়নের ফলাফলকে পরীক্ষা করা এবং সর্বশেষ, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সকল স্তরে নারীদের অংশগ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

২.৬ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জেন্ডার বাজেট বলতে একটি দেশের নারী বা পুরুষের মধ্যে যে অংশ পিছিয়ে আছে তাদের জন্য বাজেট বরাদ্দকে বোঝানো হয়ে থাকে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীরা পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে থাকার কারণে এ প্রতিবেদনে নারীদের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তবে এটি নারীর জন্য আলাদা কোনো বাজেট নয় বরং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট বিশ্লেষণপূর্বক (ex-post analysis) নারীর উন্নয়ন তথা নারীর অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেটকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন প্রণয়নে নারী উন্নয়নের জন্য অর্থপ্রবাহ নিরূপণের ক্ষেত্রে কেবল সরকারি অর্থায়নকে বিবেচনায় আনা হয়েছে।

২.৭ গত কয়েক বছর জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন প্রণয়নের পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের মোট পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেটে জেন্ডার প্রাসঙ্গিক কী পরিমাণ বরাদ্দ রয়েছে, তা নিরূপণের জন্য 'Recurrent, Capital, Gender and Poverty (RCGP)' মডেল ব্যবহার করা হয়েছে। এ মডেলটি iBAS++ এর সাথে ইন্টিগ্রেটেড বা সমন্বিত ছিল না। এবারের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট প্রতিবেদন প্রণয়নের একটি বিশেষত্ব এই যে, এই প্রতিবেদনে জেন্ডার অর্থায়নে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মবণ্টন (Allocation of Business), জাতীয়, আন্তর্জাতিক এবং মন্ত্রণালয় পর্যায়ের নীতি নির্ধারণী দলিলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রম বিবেচনায় ৪টি থিমেটিক গুপে বিভাজন করে একটি সুদৃঢ় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে এর থেকে প্রাপ্ত ফলাফল গ্রহণযোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য হয়। এ কাজ করতে 'Gender Finance Tracking (GFT) মডেলটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা iBAS++ এর সাথে ইন্টিগ্রেটেড। পূর্ববর্তী জেন্ডার রিপোর্টসমূহে, মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলোকে শুধু তাদের প্রধান কার্যাবলি বা ভূমিকার উপর ভিত্তি করে

বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক গ্রুপে (Thematic Area) শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে, একই মন্ত্রণালয়/বিভাগ একাধিক বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে। এই কারণে পূর্বের রিপোর্টসমূহে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দের চিত্র সঠিকভাবে প্রতিফলিত হতো না। এ বছরের প্রতিবেদনে মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রমকে শুধুমাত্র একটি বিষয়ভিত্তিক গ্রুপে ভাগ না করে কর্মসূচি/কার্যক্রমের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, প্রতিটি বিষয়ভিত্তিক (Thematic Area) গ্রুপে বাজেট বরাদ্দের প্রকৃত চিত্র এখন আগের তুলনায় আরো বেশি যুক্তিসংগতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

২.৮ জেন্ডার ফাইন্যান্স ট্র্যাকিং (GFT) মডেলটি চারটি বিষয়ভিত্তিক এলাকা বা ক্ষেত্রগুলোর (Thematic areas) সাথে জেন্ডার প্রাসঙ্গিকতাকে বিন্যাস করে, যথা : ১. নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, ২. অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ এবং সমতা, ৩. সরকারি পরিষেবাগুলোতে নারীদের কার্যকর প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করা, এবং ৪. নারী উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ। এ বিন্যাসকে অর্থবহ করতে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, ম্যানডেট, কার্যক্রম, উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর্মসূচিসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগের যে সমস্ত কার্যক্রমে জেন্ডার-সংবেদনশীল (Gender related) বরাদ্দ নেই তা নির্ণয় করে, প্রধান চারটি বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রের পাশাপাশি একটি অতিরিক্ত বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্র 'জেন্ডার প্রাসঙ্গিক নয়' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রগুলোর (Thematic areas) অধীনে ২২টি প্রোগ্রাম/মানদণ্ড রয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যযুক্ত জেন্ডার প্রকল্প/প্রোগ্রামের জন্য একটি জেন্ডার মানদণ্ড রয়েছে। উপরন্তু, 'নন-জেন্ডার প্রাসঙ্গিক ফাইন্যান্স' ট্র্যাকিং করার ক্ষেত্রেও একটি সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি অনুসরণ করা হয়েছে। মানদণ্ডভিত্তিক মূল্যায়নে জেন্ডার প্রাসঙ্গিকতার ধাপগুলো হচ্ছে : সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক (১০০ শতাংশ), দৃঢ়ভাবে প্রাসঙ্গিক (৬৭ থেকে ৯৯ শতাংশ), মাঝারিভাবে প্রাসঙ্গিক (৩৪ থেকে ৬৬ শতাংশ), কিছুটা প্রাসঙ্গিক (১ থেকে ৩৩ শতাংশ), এবং প্রাসঙ্গিক নয় (০ শতাংশ) (বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে পরিশিষ্ট দেখুন)।

২.৯ একাধিক জেন্ডার প্রাসঙ্গিকতার মানদণ্ডের সাথে সংগতিপূর্ণ প্রকল্প এবং প্রোগ্রামগুলোকে সর্বোচ্চ জেন্ডারসংশ্লিষ্টতা বিবেচনায় অগ্রাধিকার দিয়ে মানদণ্ড আরোপ করা হয়েছে, অন্যদিকে, জেন্ডার প্রাসঙ্গিকতাবিহীন প্রকল্প এবং প্রোগ্রামগুলোকে নন-জেন্ডার ফাইন্যান্স মানদণ্ড দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি (Statistical Method) যেমন : নমুনা বণ্টন (Sample Distribution), আদর্শ বিচ্যুতি (Standard Distribution) এবং ভারযুক্ত পারস্পরিক র‍্যাঙ্কিং (Weighted Reciprocal Ranking) ইত্যাদি ব্যবহার করে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রাসঙ্গিক ভার (Representative relevance Weights) নির্ণয় করা হয়েছে। জেন্ডার ফাইন্যান্স ট্র্যাকিংয়ের জন্য 'উন্নয়ন বাজেট' (প্রকল্প এবং কর্মসূচি) এবং 'পরিচালন বাজেট' উভয়ই বিবেচনা করা হয়েছে। বর্তমানে শুধু সরকারি অর্থায়ন ট্র্যাক করা হয়েছে, তবে পদ্ধতিটি একবার চালু হলে বেসরকারি খাতের অর্থায়নও ট্র্যাক করা সম্ভব হবে।

২.১০ প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিচালন বাজেটের অর্থাৎ সাধারণ কার্যক্রম, সহায়তা কার্যক্রম, বিশেষ কার্যক্রম এবং এলজি স্থানান্তরে (LG Transfer) জেন্ডার প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের অ্যালোকেশন-অব-বিজনেস (Allocation of Business), পলিসি ডকুমেন্টস, নারীদের অংশগ্রহণ এবং সুবিধাভোগীদের মধ্যে কর্মজীবী নারীদের সংখ্যা ইত্যাদি বিশদভাবে পর্যালোচনা করে বের করা হয়েছে।

অধ্যায়-৩ : জেন্ডার গ্যাপ বিশ্লেষণ

৩.১.১ পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট আইনি ও নীতিগত কাঠামো, জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটের গুরুত্ব, থিমেটিক এরিয়া অনুসারে বাংলাদেশে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিশ্লেষণের জন্য অনুসৃত পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং এর ফলপ্রসূতা নিরূপণের জন্য জেন্ডার গ্যাপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ৫টি থিমেটিক এরিয়া এবং তার আওতায় ২২টি প্রোগ্রাম/মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে এ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। এ অধ্যায়ে প্রথমবারের মতো ৪র্থ থিমেটিক এরিয়া অর্থাৎ নারী উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ বিষয়ে জেন্ডার গ্যাপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরবর্তী বছরগুলোতে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে অবশিষ্ট অন্যান্য থিমেটিক এরিয়ায় জেন্ডার গ্যাপ বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৩.১.২ শিক্ষা নারীর জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারী ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে। সামাজিক যেসকল রীতিনীতি একজন নারীর ভূমিকাকে মা, গৃহিণী ও সেবা প্রদানকারী হিসেবে সীমাবদ্ধ রেখেছে, শিক্ষা সেসব রীতিনীতিকে প্রতিহত করে সমাজে নারীর ভূমিকার বিষয়ে গতানুগতিক ধ্যান-ধারণাকে পরিবর্তন করতে সাহায্য করে থাকে। অন্যদিকে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য পরিষেবা, গর্ভবতী মায়ের যত্ন, মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসেবা নারী উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ সৃষ্টির ফলে মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস পায় এবং নারীর সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটে। এতে নারীর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সার্বিকভাবে নারী ও মেয়ে শিশুর স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সমাজে বিদ্যমান জেন্ডার বৈষম্য কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

৩.২ বাংলাদেশে জেন্ডার গ্যাপের সার্বিক চিত্র

জেন্ডার গ্যাপ বা জেন্ডার বৈষম্য পুরুষ ও নারী এবং ছেলে ও মেয়ের মধ্যে অসমতাকে নির্দেশ করে যা উন্নয়নের লক্ষ অর্জন, সম্পদ প্রাপ্তি এবং বিভিন্ন স্তরে তাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বৈষ্যমে প্রতিফলিত হয়।[৮] জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে নারী ও মেয়েদের জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং সর্বোপরি সমাজে ন্যায় ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ। জেন্ডার সংবেদনশীল বিভিন্ন নীতিমালা এবং বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে সরকার নারীদের মূলধারায় আনয়নের জন্য যুগোপযোগী কাঠামো গড়ে তোলার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম কর্তৃক প্রকাশিত গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট, ২০২৩-এ এটি প্রতিফলিত হয়েছে। উক্ত রিপোর্ট অনুযায়ী জেন্ডার গ্যাপসূচকে বাংলাদেশের অবস্থান মাঝামাঝি পর্যায়ে রয়েছে।[৯] বাংলাদেশের মোট স্কোর ০.৭২২ যা দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং বিশ্বে ৫৯তম। গতবছরের (৭১তম) তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থানেরও উন্নয়ন ঘটেছে।

সারণি ৩.১ : জেন্ডার গ্যাপসূচক

সূচক/উপসূচক	স্কোর *		অবস্থান
	২০২২	২০২৩	
গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স	০.৭১৪	০.৭২২	৫৯তম
অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ ও সুযোগ	০.৪২৭	০.৪৩৮	১৩৯তম
শিক্ষার সুযোগ	০.৯২৩	০.৯৩৬	১২২তম
স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ	০.৯৬২	০.৯৬২	১২৬তম
রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন	০.৫৪৬	০.৫৫২	৭ম

**সূচকে একটি দেশের অবস্থান নির্ধারণ করা হয় ০-১ ভিত্তিক স্কেলে, যেখানে ১ পূর্ণ সম-অধিকার এবং ০ পূর্ণ বৈষম্য নির্দেশ করে*

[৮] ইউনিসেফ আঞ্চলিক অফিস, দক্ষিণ এশিয়া (২০১৭) GENDER EQUALITY: Glossary of Terms and Concepts

[৯] ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (২০২৩), গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট

বাংলাদেশের সার্বিক জেন্ডার সমতা স্কোর তুলনামূলকভাবে ভালো হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন চারটি উপসূচক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এখনো যথেষ্ট জেন্ডার গ্যাপ বিদ্যমান রয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ ক্রমাগত অগ্রগতি অর্জন করছে, তবে মন্ত্রী এবং সংসদ সদস্য পদে নারীদের সংখ্যা এখনো তুলনামূলকভাবে কম। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টিতে দেশের অবস্থান সূচকের নিম্নে অবস্থানকারী দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে (১৬৪টি দেশের মধ্যে ১৩৯তম)।[১০] এছাড়া শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সূচকে ক্রমাগত জেন্ডার গ্যাপ বিদ্যমান রয়েছে।

৩.৩ নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ ক্ষেত্রে বিদ্যমান জেন্ডার গ্যাপ বিশ্লেষণ

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ প্রতিবেদনে উল্লিখিত ৫টি থিমেটিক এরিয়ার মধ্যে একটি থিমেটিক এরিয়া নারী উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ-এর ক্ষেত্রে জেন্ডার গ্যাপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন নীতি কৌশল এবং উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদনের আলোকে বাছাইকৃত বিভিন্ন উপ-নির্দেশকের ভিত্তিতে জেন্ডার গ্যাপ বিশ্লেষণ করা হবে। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে জেন্ডার গ্যাপ সূচকে প্রথম হলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারত, শ্রীলংকা এবং মালদ্বীপ বাংলাদেশের চেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে।

সারণি ৩.২ : দক্ষিণ এশিয়ার চারটি দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যমান জেন্ডার গ্যাপ

উপ-নির্দেশক	দেশসমূহ							
	বাংলাদেশ		ভারত		শ্রীলংকা		মালদ্বীপ	
	নারী (%)	পুরুষ (%)	নারী (%)	পুরুষ (%)	নারী (%)	পুরুষ (%)	নারী (%)	পুরুষ (%)
মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি	৮৬.২৭	৬৫.১৯	৭৮.৭৫	৭৮.৭৮	১০২.৬৩	৯৮.০৪	৭৮.৪১	৮৪.২৭
উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি	২২.৭৮	২৭.২৪	৩০.৮৫	৩৩.৪৫	২৭.০০	১৭.২৯	৬৬.৫১	১৭.৬৯
স্টেম (STEM) গ্রাজুয়েট*	২০.৬	৭৯.৪	৪২.৭	৫৭.৩	৪০.৬	৫৯.৪	১০.৬	৮৯.৪

**STEM (Science, Technology, Engineering and Math)*

সূত্র : গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট, ২০২৩, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম; বিশ্ব ব্যাংক জেন্ডার পোর্টাল রিপোর্ট, ২০১৮

উপরের সারণি হতে প্রতীয়মান হয় যে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ এবং শ্রীলংকা মাধ্যমিক শিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জন করেছে। এমনকি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের (৮৬.২৭%) ভর্তির হার বেশি। মাধ্যমিক শিক্ষায় ভর্তিতে শ্রীলংকার সমপর্যায়ে থাকলেও উচ্চশিক্ষায় বাংলাদেশ শ্রীলংকা এবং ভারতের চেয়ে পিছিয়ে আছে। অন্যদিকে স্টেম স্নাতক (STEM Graduate) ডিগ্রিধারীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপে দৃশ্যমান জেন্ডার গ্যাপ পরিলক্ষিত হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে নারীদের পাশের হার ভালো থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নারী শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার পুরুষের তুলনায় অনেক কম।[১১]

এ পর্যায়ে দেশের প্রেক্ষাপটে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে জেন্ডার গ্যাপ নিরূপণে সরকারের নীতি ও কৌশলগত দলিল পর্যালোচনা করা হয়েছে। ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১), ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫), টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এবং অন্যান্য সেক্টর পরিকল্পনায় নারী শিক্ষা উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য ও টার্গেট বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। তবে তুলনামূলক আলোচনার সুবিধার্থে শুধু একই ধরনের উপ-নির্দেশকগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সারণি ৩.৩ : বিভিন্ন পরিকল্পনাভিত্তিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যমান জেন্ডার গ্যাপ

উপ-নির্দেশক	বর্তমান অবস্থা	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা		পিপি-২০৪১-এর লক্ষ্যমাত্রা	
	(প্রকৃত)	২০২২	২০২৫	২০৩১	২০৪১
বয়স্ক সাক্ষরতার হার (%)	পুরুষ : ৭৮.২, নারী : ৭৩.০	-	১০০	১০০	১০০
নিট প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি হার (%)	পুরুষ : ৯৭.৫২, নারী : ৯৭.৮১	১০০	১০০	১০০	১০০
প্রাথমিক স্কুলে ঝরে-পড়া হার (%)	পুরুষ : ১৪.৮৮, নারী : ১৩.১৯	১২	৯	০	০

[১০] ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (২০২৩), গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট

[11] Siddiqa, N and Braga, A (2019). Barriers to STEM education for rural girls : A missing link to innovation for a better Bangladesh, Centre for Universal Education at Bookings

উপ-নির্দেশক	বর্তমান অবস্থা	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা		পিপি-২০৪১-এর লক্ষ্যমাত্রা	
	(প্রকৃত)	২০২২	২০২৫	২০৩১	২০৪১
নিট মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি হার (%)	পুরুষ : ৬৬.৬, নারী : ৮০.০২	৫৯	৬৪	৯০	৯৫
মাধ্যমিক স্কুলে ঝরে-পড়া হার (%)	পুরুষ : ৩৩.২৫, নারী : ৪০.৭৮	-	-	০	০
উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির হার (%)	পুরুষ : ২০.১, নারী : ১৭.২	-	-	৫০	৮০
টিভেট ভর্তির হার (%)	নারী : ২৭.২	-	৩৭.৫	৫০	৫০
বয়স্ক সাক্ষরতার হার (%)	পুরুষ : ৭৮.২, নারী : ৭৩.০	-	-	৩০	৪৭

সূত্র : ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০৪১, বিইএস ২০২২

সারণি ৩.৩ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নিট প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি এবং প্রাথমিক স্কুলে ঝরে-পড়া-এ তিনটি ক্ষেত্রে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে এগিয়ে অর্থাৎ জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণ হয়েছে। আরো লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিট প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনাতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক ভর্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতায় অগ্রগতি অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও উচ্চ শিক্ষায় ভর্তিতে উল্লেখযোগ্য জেন্ডার বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে। কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষায় এবং প্রশিক্ষণে ভর্তির ক্ষেত্রেও মেয়েরা পিছিয়ে রয়েছে। তাছাড়া উপরিবর্ণিত প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীরা ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-এর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পিছিয়ে রয়েছে।

লেখচিত্র ৩.১ : বাংলাদেশে নারীদের উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির প্রবণতা ২০১৫-২০২১

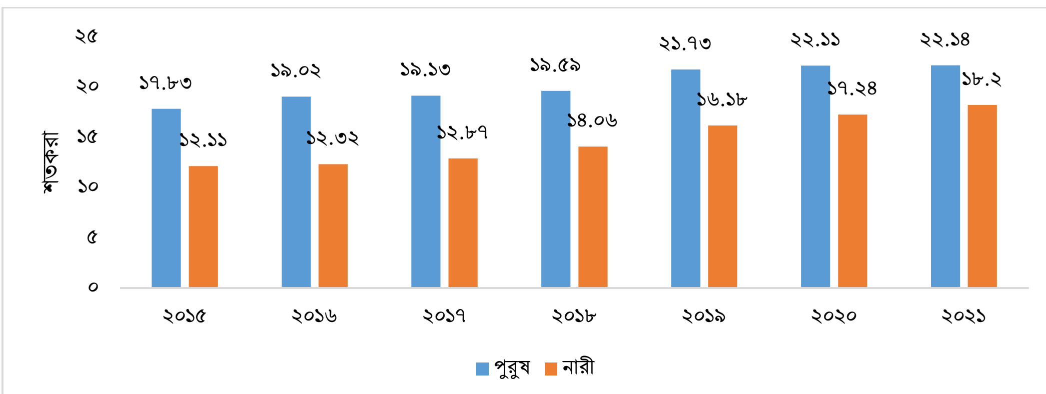

সূত্র : বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান, ২০২২

লেখচিত্র ৩.১ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উচ্চ শিক্ষায় বিদ্যমান জেন্ডার গ্যাপ কমিয়ে আনার জন্য সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে মেয়েদের ভর্তি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৯ সালে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ২.৩ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হিসেবে বিবেচনা করা যায়। তবে পরবর্তী দুই বছরে অর্থাৎ ২০২০ এবং ২০২১ সালে তুলনামূলকভাবে কম প্রবৃদ্ধির হার পরিলক্ষিত হয়। সার্বিক অবস্থা বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের ভর্তির হার বছরভিত্তিক বৃদ্ধি পেলেও ছেলেদের তুলনায় তারা অনেক পিছিয়ে রয়েছে, যা উচ্চ শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে নারীদের বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা নির্দেশ করে।

সারণি ৩.৪ বিভিন্ন পরিকল্পনাভিত্তিক স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান জেন্ডার গ্যাপ

উপ-নির্দেশক	বর্তমান অবস্থা	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা	প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এর লক্ষ্যমাত্রা	
		২০২৫	২০৩১	২০৪১
জন্ম পর্যায়ে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল (বছরে)	পুরুষ : ৭০.৮, নারী : ৭৪.২	৭৪	৭৫	৮০
মাতৃমৃত্যুর অনুপাত (এমএমআর) (প্রতি লক্ষ জন্মে)	১৫৩	১০০	৭০	৩৬

উপ-নির্দেশক	বর্তমান অবস্থা	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা	প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এর লক্ষ্যমাত্রা	
		২০২৫	২০৩১	২০৪১
মোট প্রজনন হার (টিএফআর) (%)	২.২০	২.০০	১.৮	১.৮
সন্তান প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর সেবাপ্রাপ্ত প্রসূতির অনুপাত (%)	৫৯	৭২.০০	-	-
অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সি শিশুদের খর্বতার হার (%)	পুরুষ : ২৭.৯, নারী : ২৮.০	২৭.০০	-	-
১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সি মেয়ে ও নারীদের বর্তমান বা প্রাক্তন অন্তরঙ্গ সঙ্গীর দ্বারা সহিংসতার শিকার হওয়ার হার (%)	৫৪.৭	২০	-	-
১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সি মেয়ে ও নারীদের অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছাড়া অন্য ব্যক্তির দ্বারা যৌন সহিংসতার শিকার হওয়ার হার (%)	৬.২	৩.০	-	-

সূত্র : ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১, বাংলাদেশ নমুনা ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস ২০২২, বিবিএস, বহুমাত্রিক সূচকবিশিষ্ট গুচ্ছ জরিপ ২০১৯

চিত্র ৩.২ : মাতৃমৃত্যুর হারের প্রবণতা, ২০১০-২০২২

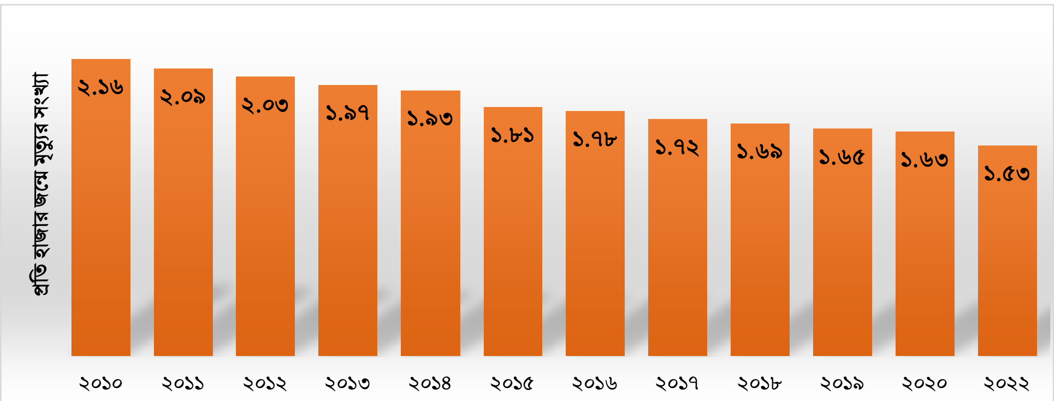

সূত্র : বাংলাদেশ নমুনা ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস ২০২২, বিবিএস

নারী উন্নয়নে স্বাস্থ্য ও কল্যাণ বিবেচনায় দেখা যায় যে, জন্মের সময় প্রত্যাশিত আয়ুর দিক থেকে নারীরা পুরুষদের তুলনায় কিছুটা এগিয়ে রয়েছে। ১৯৮১ সালে নারী ও পুরুষদের প্রত্যাশিত আয়ু ছিল যথাক্রমে ৫৪.৫ এবং ৫৫.৩ বছর, যা ৪১ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ সালে যথাক্রমে ৭৪.২ এবং ৭০.৮ বছরে উন্নীত হয়েছে। অপরদিকে, পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের খর্বতার ক্ষেত্রেও ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য দৃশ্যমান নয়। এছাড়া, মাতৃমৃত্যুর হার ২০১০ সালে প্রতি হাজারে ২.১৬ থেকে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ২০২২ সালে ১.৫৩-এ উপনীত হয়েছে (চিত্র ৩.২)। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী চিকিৎসক, নার্স, মিডওয়াইফ এবং অন্যান্য কর্মীদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন, প্রতিটি জেলায় ইমার্জেন্সি অবস্টেট্রিক কেয়ার প্রবর্তন (Comprehensive Emergency Obstetric Neonatal Care), মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম এবং নগদ প্রণোদনা মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।[১২] উল্লেখ্য, ২০১০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যু হ্রাসের ক্ষেত্রে গতিশীলতা পরিলক্ষিত হলেও ২০১৫ সালের পর এ গতি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। একইভাবে মোট প্রজনন হার (জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি)-এর ক্ষেত্রে ২০১০ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিক নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষণীয়। তবে ২০২২ সালে মোট প্রজনন হার সামান্য উর্ধ্বমুখী।

সারণি ৩.৫ : দক্ষিণ এশিয়ার চারটি দেশে স্বাস্থ্য ও কল্যাণে বিদ্যমান জেন্ডার গ্যাপের তুলনামূলক চিত্র

উপ-নির্দেশক	দেশসমূহ			
	বাংলাদেশ	ভারত	শ্রীলংকা	মালদ্বীপ
মাতৃমৃত্যুর অনুপাত (এমএমআর) (প্রতি ১ লক্ষ জন্মে)	১৬৫.০০	২৯.০০	৩৬.০০	৫৩.০০
নারী প্রতি মোট প্রজনন হার (টিএফআর)	২.০৪	১.৮২	২.০০	১.৭১

[১২] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩

উপ-নির্দেশক	দেশসমূহ			
	বাংলাদেশ	ভারত	শ্রীলংকা	মালদ্বীপ
সন্তান প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর সেবাপ্রাপ্ত প্রসূতির অনুপাত (%)	৫৯.০০	৯৯.৬০	৯৯.৫০	৯৯.৫০
জেন্ডার সহিংসতার ব্যাপকতা (%)	৫৩.৩০	-	১৬.৬০	১৯.৫০

সূত্র : ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০২৩

সারণি ৩.৪-এ উল্লিখিত বেশিরভাগ উপসূচকে বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে উন্নতি লাভ করলেও বিভিন্ন পরিকল্পনা দলিলে নির্ধারিত লক্ষ্যের তুলনায় কয়েকটি উপসূচকে এখনো আশানুরূপ অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। তবে কিছু সূচক, যেমন : প্রত্যাশিত আয়ু ও মোট প্রজনন হারের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১-এর লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় সন্তোষজনক। এমনকি কিছু উপ-নির্দেশক যেমন : জন্ম পর্যায়ে প্রত্যাশিত আয়ুর ক্ষেত্রে নারীরা ইতোমধ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে। তবে মাতৃমৃত্যুর হার, খর্বতার ব্যাপকতা ও নারীর প্রতি সহিংসতার প্রবণতা কমিয়ে আনার পাশাপাশি দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী দ্বারা জন্মের হার বৃদ্ধির জন্য বিশেষ গুরুত্বারোপ প্রয়োজন।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর তুলনায় নারীর প্রতি সহিংসতা, মাতৃমৃত্যুর অনুপাত এবং সন্তান প্রসবে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভারত, শ্রীলংকা এবং মালদ্বীপের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে (সারণি ৩.৫)। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর সমপর্যায়ে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে এ সকল নির্দেশকের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক।

৩.৪ জেন্ডার বৈষম্যের অন্তর্নিহিত কারণসমূহ

বিভিন্ন আর্থসামাজিক ও প্রথাগত প্রতিবন্ধকতা নারীদের উচ্চ শিক্ষা অর্জনে বাধা সৃষ্টি করছে। এ প্রতিবন্ধকতাসমূহের মধ্যে রয়েছে বাল্যবিবাহ, অল্প বয়সে মাতৃত্ব, নিরাপত্তার অভাব, নারীর প্রতি সহিংসতা ইত্যাদি। উপবৃত্তি, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, মিড ডে মিল প্রোগ্রাম ইত্যাদি প্রকল্প বাস্তবায়ন সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে-পড়ার হার এখনো প্রায় ১৫ শতাংশ। বাল্যবিবাহ, জেন্ডারভিত্তিক শ্রম বিভাজন, অল্প বয়সে গর্ভধারণের উচ্চ হার, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্যে প্রবেশগম্যতার অভাব, নারীর প্রতি সহিংসতা এবং সাম্প্রতিক সময়ে কোভিড-১৯ অতিমারির প্রভাবে নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য তৈরি হচ্ছে। এছাড়া গণিত, প্রকৌশল এবং আইটির মতো বিষয়গুলোতে মেয়েদের সক্ষমতা নিয়ে সংশয়ের কারণে এসব ক্ষেত্রে তাদের পেশা গড়ার স্পৃহা অবদমিত হচ্ছে।

অন্যদিকে, স্বাস্থ্যখাতের বাইরেও বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত কারণ যেমন : দারিদ্র্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং নিরাপত্তা ইত্যাদি একটি দেশের স্বাস্থ্যখাতের অগ্রগতিকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে। জেন্ডার বৈষম্য বাংলাদেশে এখনো স্বাস্থ্যখাতের জন্য একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ। সাক্ষরতা, উচ্চশিক্ষা, শ্রম বাজারে অংশগ্রহণ, গণমাধ্যম ও মুঠোফোনের ব্যবহারের মতো অনেক সূচকে নারীরা পুরুষদের থেকে পিছিয়ে রয়েছে। নারী শিক্ষার্থীদের স্কুল থেকে ঝরে-পড়ার হার ছেলে শিক্ষার্থীর তুলনায় বেশি। এছাড়া আনুষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে নারীদের প্রবেশগম্যতাও অনেক কম। এমনকি যারা আনুষ্ঠানিক খাতে অংশগ্রহণের সুযোগ পান তারাও কম মজুরি এবং চাকরিচ্যুতির ক্ষেত্রে অধিক ঝুঁকির সম্মুখীন হয়ে থাকেন। তাছাড়া, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কারণে স্বাস্থ্যসেবা-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের স্বাধীনতা ও সচেতনতার অভাবসহ উপরে বর্ণিত কারণে বাংলাদেশের নারীরা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সূচকে পুরুষদের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে।

৩.৫ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ

জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন পরিকল্পনা দলিলসমূহ এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারের আলোকে প্রধান অংশীজনদের সাথে আলোচনা এবং জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে বিভিন্ন দেশে গৃহীত পদক্ষেপের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের রূপরেখা হিসেবে একটি Gender Gap Matrix প্রস্তাব করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-৩)। তবে অদূর ভবিষ্যতে Matrix-এ বর্ণিত কাঠামো/রূপরেখা প্রণয়ন করা যেতে পারে।

প্রস্তাবিত রূপরেখা বাস্তবায়নে মুখ্য ভূমিকা পালনকারী (লিড) মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একাধিক কমিটি গঠনের প্রয়োজন হবে। গঠিত কমিটি বছরে অন্তত ৩টি সভা করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতের অনগ্রসর উপ-নির্দেশকগুলো বিস্তারিত পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা সুপারিশ করা হবে। উক্ত সুপারিশের আলোকে মুখ্য ও সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ)-এর আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম/কর্মসূচি/পরিকল্পনা/প্রকল্প গ্রহণ করবে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত উক্ত কার্যক্রম/কর্মসূচি/পরিকল্পনা/প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিমাপের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ তার বাজেট কাঠামো (এমবিএফ)-এ প্রয়োজনীয় প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI) অন্তর্ভুক্ত করবে। নির্ধারিত কেপিআই-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ভিত্তিতে পরবর্তীকালে নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের অনুকূলে প্রয়োজনীয় সম্পদ বণ্টন করা হবে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলো জেন্ডার বৈষম্য হ্রাসে কীরূপ ভূমিকা রাখছে তা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন কাঠামো প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

অধ্যায়-৪ : মন্ত্রণালয়/বিভাগের জেন্ডার সম্পৃক্ত বাজেটের সার্বিক পর্যালোচনা

৪.১.১ নারীর ক্ষমতায়ন এবং সমতার ভিত্তিতে অংশগ্রহণকে অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করে থাকে। বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ বিগত বছরগুলোতে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বরাদ্দ বৃদ্ধির এই ধারা জেন্ডার সংবেদনশীলতার প্রতি সরকারের সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। সরকার কর্তৃক গৃহীত এই কৌশলগত বরাদ্দ বা বিনিয়োগসমূহ নারীদের অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টিতে, সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে এবং সর্বোপরি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক মর্যাদার উন্নয়নে বিশেষ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। নারী উদ্যোক্তা তৈরি, নিরাপদ কর্ম-পরিবেশের নিশ্চয়তা, নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি ইত্যাদি সরকারের জেন্ডার সমতার প্রতি একটি সমন্বিত নীতির বহিঃপ্রকাশ। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের সকল ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতার এই নীতির অনুসরণ দৃঢ়ভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নে নারীর গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

৪.১.২ তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ২০০৯-১০ অর্থবছরে মহান জাতীয় সংসদে বার্ষিক বাজেটের সাথে প্রথমবারের মতো "নারীর অগ্রগতি ও অধিকার" শিরোনামে জেন্ডার বাজেট উপস্থাপন করেন। প্রথম জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে শুধু চারটি মন্ত্রণালয়, যথাক্রমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ কল্যাণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে, ২০১২ সালে ২০টি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যেখানে বাংলাদেশের জেন্ডার বাজেট প্রক্রিয়াকে সফলভাবে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ৪৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করে জেন্ডার বাজেট অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

৪.১.৩ শুরুতে, লেখচিত্র-১-এ ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশের মোট জাতীয় বাজেট এবং জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট উভয় ক্ষেত্রে বছরভিত্তিক ধারাবাহিক বৃদ্ধির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে জাতীয় বাজেট ছিল ১১০,৫২৩ কোটি টাকা যার মধ্যে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ছিল ২৭,২৪৮ কোটি টাকা। পর্যায়ক্রমে জাতীয় বাজেট বৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেটের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট জাতীয় বাজেট ৭৯৭,০০০ কোটি টাকা যার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ২৭১,৮১৯ কোটি টাকা জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। মোট জাতীয় বাজেটের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ক্রমবর্ধমান হারে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট খাতে বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে নারী উন্নয়নে সরকারের পৌনঃপুনিক প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতাকে প্রকাশ করে। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বৃদ্ধির হার মোট বাজেট বৃদ্ধির হারের তুলনায় কিছুটা বেশি। এতে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, জেন্ডারসংশ্লিষ্ট সমতার পরিবেশ তৈরি সরকারের অগ্রাধিকার পরিকল্পনার একটি বিশেষ দিক।

লেখচিত্র-৪.১ : মন্ত্রণালয়/বিভাগের জেন্ডার সম্পৃক্ত বাজেট বরাদ্দ

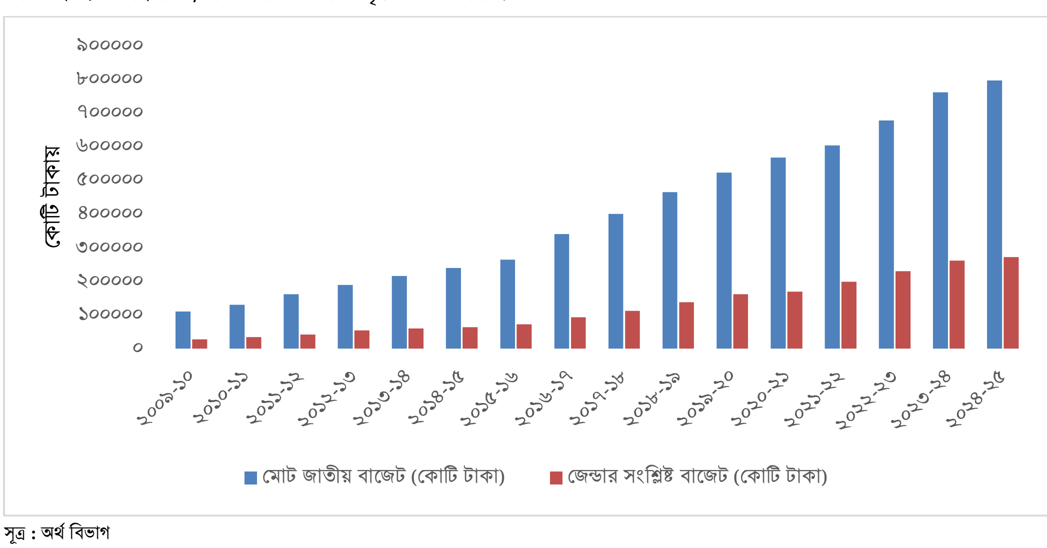

সূত্র : অর্থ বিভাগ

৪.২ জেন্ডার বাজেট সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ ও ব্যয়

৪.২.১ জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দের ট্র্যাকিং-এর জন্য উন্নয়ন ও পরিচালন উভয় বাজেটই বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। সময়ের পরিক্রমায় দেখা যায় যে, বাজেটে শুধু জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেটের বরাদ্দই কেবল বৃদ্ধি পায়নি বরং উন্নয়ন ও পরিচালন উভয় বাজেটেই একাধিক ক্ষেত্র (Component) যুক্ত হয়েছে এবং এগুলোর উল্লেখযোগ্য পরিমাণও বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৪.২.২ পরিচালন বাজেট, উন্নয়ন বাজেট এবং মোট বাজেট এই তিনটি ক্যাটাগরির উপর ভিত্তি করে সারণি-৪.১-এ বিগত বছরগুলোর জেন্ডার বাজেট সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ এবং এ সংক্রান্ত ব্যয়ের বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। পূর্ববর্তী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১৫৭,৫০৮ কোটি টাকা হতে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ১৬৫,০৪৮ কোটি টাকা হয়েছে। পরিচালন বাজেটে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট এই বরাদ্দ বৃদ্ধি মোট পরিচালন বাজেটের প্রায় ৩২ শতাংশ। বিগত বছরগুলোতেও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এই বরাদ্দের হার ২৯.৪৫ শতাংশ থেকে ৩২.৫৩ শতাংশের মধ্যে ছিল। একই ধারা অনুসরণ করে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে উন্নয়ন বাজেটে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১০৬,৭৭১ কোটি টাকা, যা উন্নয়ন বাজেটের প্রায় ৩৭.৯৪ শতাংশ। উন্নয়ন বাজেটে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ বিগত বছরগুলোর ন্যায় সংগতিপূর্ণ যা প্রায় ৩৬.০৭ শতাংশ থেকে ৩৭.৯৪ শতাংশে সীমাবদ্ধ ছিল।

৪.২.৩ পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেটসহ মোট বাজেট বিবেচনায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট মোট বরাদ্দ ২৭১,৮১৯ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের প্রায় ৩৪.১১ শতাংশ। পূর্বের বছরগুলোতে যার অনুপাত ছিল ৩১.৯৩ শতাংশ থেকে ৩৪.০৯ শতাংশ। পর্যালোচনায় দেখা যায় বিবেচ্য অর্থবছরগুলোর পুরো সময়ে জিডিপিতে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দের মোট অবদান ছিল প্রায় ৫ শতাংশ, যা জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট বরাদ্দের প্রতি সরকারের দৃঢ় সংকল্পের বহিঃপ্রকাশ।

সারণি ৪.১ : উন্নয়ন ও পরিচালন বাজেটে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

(কোটি টাকায়)

বাজেট বর্ণনা	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪	২০২২-২৩		২০২১-২২	
	বাজেট	বাজেট	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত
পরিচালন বাজেট	**৫১৫৫৪৬.৫৯**	**৪৮৪২০২.৭০**	**৪১৮৪৪৭.২৪**	**৩৬৮৪৪৩.৪৩**	**৩৬৬৬০২.৭৮**	**৩২৪২০৬.৭২**
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	১৬৫০৪৭.৭৫	১৫৭৫০৮.১৩	১৩১৩৩৬.৩৯	১১৭০৭৯.২৯	১১১৮৪৯.১৫	৯৫৪৬৮.৪৩
পরিচালন বাজেটের শতকরা হার (%)	৩২.০১	৩২.৫৩	৩১.৩৯	৩১.৭৮	৩০.৫১	২৯.৪৫
উন্নয়ন বাজেট	**২৮১৪৫৩.৩১**	**২৭৭৫৮২.৪৬**	**২৫৯৬১৬.৯৪**	**২০৪৮১৪.৫৯**	**২৩৭০৭৭.৫৭**	**১৯৪৮৩৮.৭১**
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	১০৬৭৭০.৮৩	১০২১৮২.৭৮	৯৭৪২৪.১০	৭৩৮৭৮.৫৯	৮৬৬২২.৯৬	৭০২৮৪.১৭
উন্নয়ন বাজেটের শতকরা হার (%)	৩৭.৯৪	৩৬.৮১	৩৭.৫৩	৩৬.০৭	৩৬.৫৪	৩৬.০৭
মোট বাজেট	**৭৯৬৯৯৯.৯০**	**৭৬১৭৮৫.১৬**	**৬৭৮০৬৪.১৮**	**৫৭৩২৫৮.০২**	**৬০৩৬৮০.৩৫**	**৫১৯০৪৫.৪৩**
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	২৭১৮১৮.৫৮	২৫৯৬৯০.৯১	২২৮৭৬০.৪৯	১৯০৯৫৭.৮৮	১৯৮৪৭২.১১	১৬৫৭৫২.৬০
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	৩৪.১১	৩৪.০৯	৩৩.৭৪	৩৩.৩১	৩২.৮৮	৩১.৯৩
মোট জিডিপির শতকরা হার (%)	৪.৮৬	৫.১৯	৫.১৪	৪.৩০	৫.৭৪	৪.১৭

সূত্র : জিএফটি মডেল, অর্থ বিভাগ

৪.৩ থিমেটিক গ্রুপ অনুসারে বরাদ্দ বিশ্লেষণ

৪.৩.১ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট থিমেটিক এরিয়াতে (Thematic Area) জাতীয় বাজেটে উল্লেখযোগ্যভাবে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিচালন ও উন্নয়ন তথা মোট বাজেটের জেন্ডারসংশ্লিষ্ট অংশে অব্যাহতভাবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বরাদ্দ বৃদ্ধিপূর্বক সার্বিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। সরকার কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ থিমেটিক এরিয়াগুলোতে অর্থ বরাদ্দ প্রদানের কৌশলগত সিদ্ধান্ত এ সকল ক্ষেত্রে উদ্ভূত চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি দৃঢ় সামগ্রিক পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটে চারটি প্রধান থিমেটিক এরিয়ার

বিপরীতে জেন্ডার বাজেট সংশ্লিষ্টতা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত জেন্ডার বাজেট সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ এবং ব্যয়ের থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক সারসংক্ষেপ সারণি-৪.২-এ প্রদর্শিত হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং নারী কল্যাণে ধারাবাহিকভাবে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি অব্যাহত আছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬৪,১৫৫ কোটি টাকা হতে এ খাতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৮৬,৮৯৩ কোটি টাকা করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪৫,৭২২ কোটি টাকা হতে এ খাতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৭৬,৮৪১ কোটি টাকা করা হয়েছে। আরো লক্ষণীয় যে, কার্যকর সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বরাদ্দে হ্রাস-বৃদ্ধি থাকলেও ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩৯,৪৮৭ কোটি টাকা হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪৪,০০৯ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান এ খাতের সামগ্রিক বরাদ্দ বৃদ্ধিকে নির্দেশ করে। গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোর বরাদ্দ বৃদ্ধির এ তথ্যচিত্র জেন্ডার সংবেদনশীলতার প্রতি সরকারের দৃঢ় সংকল্পের বহিঃপ্রকাশ।

সারণি ৪.২ : থিমেটিক গ্রুপ অনুসারে জেন্ডার বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় (সমন্বিত)

(কোটি টাকায়)

থিমেটিক এরিয়া	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪		২০২২-২৩			২০২১-২২		
	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত
০১ -নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	৬৪০৭৪.৬	৬১৫০৫.৯	৬০৮০১.২	৫৪৮৩৬.৪	৫৭৫১০.৭	৫০৬২২.৮	৪৯১০৭.৭	৫০৬৩৬.২	৪৩৪৮৪.৩
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	২৩.৬	২৩.৭	২৫.৫	২৪.০	২৬.০	২৬.৫	২৪.৭	২৫.৮	২৬.২
মোট বাজেট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৮.০	৮.১	৮.৫	৮.১	৮.৭	৮.৮	৮.১	৮.৫	৮.৪
০২ -অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ এবং সমতা	৭৬৮৪১.৪	৭৫৪৪১.০	৬৬০১৮.৭	৫৯১৪২.৯	৫৭০০৯.৭	৪৮৪০১.৭	৪৫৭২২.৩	৪৩৩৮১.০	৩৫৬০২.৬
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	২৮.৩	২৯.১	২৭.৭	২৫.৯	২৫.৭	২৫.৩	২৩.০	২২.১	২১.৫
মোট বাজেট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৯.৬	৯.৯	৯.২	৮.৭	৮.৬	৮.৪	৭.৬	৭.৩	৬.৯
০৩ -কার্যকর সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি	৪৪০০৯.৪	৪৪৯২৭.৬	৪১০৩৬.৯	৪১৪৫৯.৩	৪১৭৯৬.৫	৩৬৭২৫.৫	৩৯৪৮৭.২	৩৯৬২৭.৮	৩৫১১৮.৩
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	১৬.২	১৭.৩	১৭.২	১৮.১	১৮.৯	১৯.২	১৯.৯	২০.২	২১.২
মোট বাজেট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৫.৫	৫.৯	৫.৭	৬.১	৬.৩	৬.৪	৬.৫	৬.৭	৬.৮
০৪ -নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ	৮৬৮৯৩.২	৭৭৮১৬.৪	৭০৩৩২.০	৭৩৩২১.৯	৬৫২২১.০	৫৫২০৭.৮	৬৪১৫৪.৯	৬২৯০৮.৬	৫১৫৪৭.৪
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৩২.০	৩০.০	২৯.৫	৩২.১	২৯.৪	২৮.৯	৩২.৩	৩২.০	৩১.১
মোট বাজেট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	১০.৯	১০.২	৯.৮	১০.৮	৯.৯	৯.৬	১০.৬	১০.৬	৯.৯

সূত্র : জিএফটি মডেল, অর্থ বিভাগ

৪.৩.২ ২০২১-২২ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মধ্যে চারটি মূল বিষয়ভিত্তিক এলাকা বা থিমেটিক এরিয়াতে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দের সার্বিক চিত্র লেখচিত্র-৪.২-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির থিমেটিক এরিয়াতে কিছুটা হ্রাস (২৪.৭ শতাংশ থেকে ২৩.৬ শতাংশ) পেলেও সামগ্রিকভাবে তুলনামূলক স্থিতিশীল রয়েছে। সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম/কর্মসূচির মাধ্যমে বরাদ্দের এই ধারাবাহিকতা নারীদের সামাজিক অবস্থান উন্নয়নের টেকসই প্রচেষ্টার অংশবিশেষ। পর্যালোচনায় দেখা যায়, জেন্ডার বাজেটের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বরাদ্দ দেয়া হয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ এবং সমতার থিমেটিক এরিয়াতে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ২৩.০ শতাংশ হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২৮.৩ শতাংশে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে যা নারীদের অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততা, উদ্যোক্তা তৈরি, কর্মক্ষেত্রের সমতার প্রতি সরকারের ক্রমবর্ধমান জোর প্রচেষ্টাকে তুলে ধরে। সরকারি সেবায় নারীর কার্যকর প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৯.৯ শতাংশ থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৬.২ শতাংশ হয়েছে। অত্যাবশ্যকীয় সেবাসমূহ যেমন : পরিবহণ, বাসস্থান এবং আইনি সহায়তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীরা কার্যকরভাবে যেন এসবের সুফল ভোগ করতে পারেন সে প্রেক্ষিতে এ থিমে

বাজেট বরাদ্দ হ্রাসের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। নারী উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ লক্ষণীয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩২.৩ শতাংশ হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩২.০ শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক নারী কল্যাণে এই বরাদ্দ বৃদ্ধি দীর্ঘমেয়াদে জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নে সরকারের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

লেখচিত্র - ৪.২ : চারটি থিমেটিক এরিয়া অনুযায়ী জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

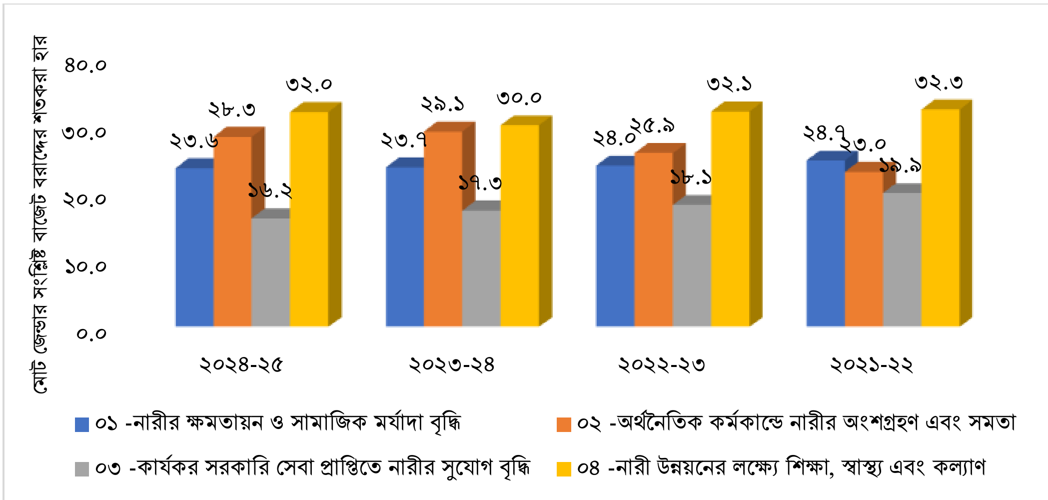

সূত্র : জিএফটি মডেল, অর্থ বিভাগ

৪.৪ থিমেটিক গ্রুপ ১ : নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি

নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির থিমে জেন্ডারসংশ্লিষ্টতার ভিন্নতার আলোকে নানাবিধ প্রোগ্রাম/কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। জেন্ডার পলিসি এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমকে মূল উপজীব্য করে নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির থিমে বরাদ্দের মাত্রা নির্ধারিত হয়। নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির থিমে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট নানাবিধ কর্মসূচিতে ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দের তথ্য সারণি-৪.৩-এ সন্নিবেশিত হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, সুনির্দিষ্ট জেন্ডার নীতি কৌশলের ক্ষেত্রে বরাদ্দের হ্রাস বৃদ্ধি হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৮৩৩ কোটি টাকা হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ৬৮৫ কোটি টাকা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রাজনৈতিক পরিকাঠামো এবং সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে ৪৮৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যা পূর্ববর্তী বছরগুলোর ন্যায় প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে নারীদের অংশগ্রহণের জন্য ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বরাদ্দ করা হয়েছে ২৭৪ কোটি টাকা যা দৃশ্যত পূর্ববর্তী বছরের বরাদ্দের তুলনায় কম প্রতীয়মান হলেও তুলনামূলক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রকৃত ব্যয়ের চেয়ে তা বেশি নির্ধারিত হয়েছে। নারীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রমে পূর্ববর্তী বরাদ্দের ধারাবাহিকতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৫৬১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে নারী জনসংখ্যার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রবণতাকে এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনের আওতায় সর্বোচ্চ ৩৫৭৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট দুর্যোগ প্রশমনে নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ৬৮৮১ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। মোটকথা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি কার্যক্রমে প্রদত্ত বরাদ্দ ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৬৪০৭৪ কোটি টাকায় পৌঁছেছে যা জেন্ডার সংবেদনশীলতার প্রতি সরকারের টেকসই উদ্যোগ ও প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে। সামান্য কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি থাকলেও সামগ্রিকভাবে মোট বরাদ্দের বৃদ্ধি জাতীয় বাজেটে নারীর ক্ষমতায়নকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে।

সারণি ৪.৩ : প্রোগ্রামভিত্তিক জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ ও ব্যয়ের ধারা

(কোটি টাকায়)

থিমেটিক এরিয়া	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪	২০২২-২৩		২০২১-২২		২০২০-২১	
	বাজেট	বাজেট	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত
০১ -নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি								
০১০১- জেন্ডার সুনির্দিষ্ট নীতি-কৌশল অথবা নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন	৬৮৫.১	৮৩৩.৪	৭৯৬.৮	৬৫৭.৭	৫৪০.২	২৬৬.০	৭১১.২	৫১৩.০
০১০২- রাজনৈতিক কাঠামো এবংসিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন	৪৮৩৫.৯	৪৭৯৮.৩	৪৫২৯.৬	৪৯৪৯.২	৪৬৬৬.৪	৩৬৮৭.৫	৪৯৬০.১	৪৯৫১.৩
০১০৩- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফোরামে নারীদের অংশগ্রহণ	২৭৩.৭	৪০২.৮	৫৫১.০	২২৭.০	২৪৫.২	২২১.৭	২৬৯.৮	২৭৪.২
০১০৪- নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	১৫৬১৪.৪	১৪৩৯৬.৭	১৪২৯০.১	১২৮৮৪.১	১৩৩২৯.০	১২৪৬৫.৬	১১৬৯৮.৮	১১৭০২.৭
০১০৫- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাধ্যমে নারীর অসহায়ত্ব এবং দরিদ্রতার ঝুঁকি হ্রাস করা	৩৫৭৮৪.৭	৩৪৪৬৬.৪	৩৩৮৩০.৫	৩০২৮৬.৩	৩২৪৭৪.৪	২৯৬০৬.২	২৫৫৬৬.০	২৭৩৪৮.৯
০১০৬- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অভিযোজন ও প্রশমনে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি	৬৮৮০.৮	৬৬০৮.২	৬৮০৩.৩	৫৮৩২.০	৬২৫৫.৬	৪৩৭৫.৮	৫৯০১.৯	৫৮৪৬.২
উপমোট : ০১	**৬৪০৭৪.৬**	**৬১৫০৫.৯**	**৬০৮০১.২**	**৫৪৮৩৬.৪**	**৫৭৫১০.৭**	**৫০৬২২.৮**	**৪৯১০৭.৭**	**৫০৬৩৬.২**

সূত্র : জিএফটি মডেল, অর্থ বিভাগ

৪.৫ থিমেটিক গ্রুপ ২ : অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ এবং সমতা

“নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি” এবং “অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও সমতার ক্ষেত্র” তুলনামূলক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উভয় ক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট জেন্ডার নীতি কৌশল বাস্তবায়নে জেন্ডার প্রাসঙ্গিকতা (১০০ ভাগ) সর্বোচ্চ গুরুত্ব পেয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ এবং সমতা নিশ্চিতকরণে ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত জেন্ডার সম্পর্কিত বরাদ্দ এবং ব্যয়ের একটি বিস্তারিত চিত্র সারণি-৪.৪-এ উপস্থাপিত হয়েছে। উৎপাদন, শ্রম বাজার এবং আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণের জন্য সুনির্দিষ্ট জেন্ডার পলিসিতে বরাদ্দের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য রয়েছে। এক্ষেত্রে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২৭৬ কোটি টাকা। পরিশীলিত কর্মপরিবেশ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে বরাদ্দ কিছুটা হ্রাস পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩২০৮ কোটি টাকা নির্ধারিত হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪৬০৭ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। শ্রমবাজার এবং আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান করা হয় যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬২৪৩ কোটি টাকা হয়েছে। উদ্যোক্তা বৃদ্ধির বরাদ্দ ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৪৪০৪ কোটি টাকায় নির্ধারিত হয়েছে। দুর্গম এলাকা বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারীদের জন্য অবকাঠামো নির্মাণের বরাদ্দ বৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ১২৭১১ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এই থিমেটিক এরিয়ার ধারাবাহিক বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৭৬৮৪১ কোটি টাকা নির্ধারিত হয়েছে যা সুনির্ধারিত লক্ষ, উদ্দেশ্য ও কৌশলের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং সমতার ক্ষেত্র তৈরিতে নীতি-নির্ধারকদের অব্যাহত প্রতিশ্রুতি নির্দেশ করে।

সারণি ৪.৪ : প্রোগ্রামভিত্তিক জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ ও ব্যয়ের ধারা

(কোটি টাকায়)

থিমেটিক এরিয়া	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪	২০২২-২৩		২০২১-২২		২০২০-২১	
	বাজেট	বাজেট	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত
০২ -অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ এবং সমতা								
০২০১- উৎপাদন, শ্রমবাজার এবং আয়বর্ধক কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে জেন্ডার সুনির্দিষ্ট নীতি-কৌশল অথবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন	২৭৬.৩	২১৫.৮	২৭৪.১	৩৩৮.৬	৩৩৮.৩	২৫০.৮	১৬৪.৬	৩২৮.২

থিমেটিক এরিয়া	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪	২০২২-২৩		২০২১-২২		২০২০-২১	
	বাজেট	বাজেট	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত
০২০২- পরিশীলিত কাজের পরিবেশ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা	৩২০৭.৮	৪৬০৬.৭	৩৯১৯.৬	৪১৭৯.৭	৩৪৪১.০	২৬৮৫.২	৩৫২৯.৪	৩৪৭২.৬
০২০৩- শ্রমবাজার এবং আয়বর্ধক কাজে নারীর অংশগ্রহণ	৪৬২৪২.৭	৪৫৫৫৫.৮	৩৭১৭৫.৪	৩৩৮৮১.৯	৩৩৬৫৭.৮	২৯৪০৫.২	২৬৩৬৮.১	২৪৯৮৮.৮
০২০৪- নারী উদ্যোক্তা বৃদ্ধি	১৪৪০৪.০	১৩৪১৮.২	১০৯৭১.১	১০৬২৫.২	১০৩০৩.২	৮৭০১.১	৭২৭৪.৫	৭৩৮১.০
০২০৫- নারীর জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবকাঠামো নির্মাণ	১২৭১০.৫	১১৬৪৪.৪	১৩৬৭৮.৪	১০১১৭.৫	৯২৬৯.৫	৭৩৫৯.৫	৮৩৮৫.৮	৭২১০.৫
উপমোট : ০১	**৭৬৮৪১.৪**	**৭৫৪৪১.০**	**৬৬০১৮.৭**	**৫৯১৪২.৯**	**৫৭০০৯.৭**	**৪৮৪০১.৭**	**৪৫৭২২.৩**	**৪৩৩৮১.০**

সূত্র : জিএফটি মডেল, অর্থ বিভাগ

৪.৬ থিমেটিক গ্রুপ ৩ : কার্যকর সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি

নারীদের কার্যকরভাবে সরকারি সেবায় প্রবেশাধিকারের বৃদ্ধির বিষয়টি জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মাত্রার একাধিক প্রোগ্রাম/কর্মসূচিতে সমন্বয় করা হয়েছে। সরকারি সেবায় নারীদের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির জন্য ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত জেন্ডারসংশ্লিষ্ট ব্যয় বরাদ্দ সারণি-৪.৫-এ উপস্থাপিত হয়েছে। সরকারি সম্পত্তি ও সরকারি চাকরি লাভে নারীদের অধিকতর অন্তর্ভুক্তিকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সুনির্দিষ্ট নীতি/কৌশল বাস্তবায়নে বরাদ্দে বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এক্ষেত্রে বরাদ্দ রাখা হয়েছে প্রায় ৪৩.৪ কোটি টাকা। সরকারি সম্পত্তি ও সেবা লাভের সুযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বরাদ্দের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৬৪৯৯ কোটি টাকা। নারীদের চলাফেরার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে লক্ষ্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২৬,২৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। নারীর আইন ও বিচার প্রাপ্তিতে বরাদ্দ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৯২১ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। নারীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং ব্যবহারের সুযোগ এবং নারীর উপর সহিংসতা ও নির্যাতন হ্রাসে পূর্বের বছরগুলোর ধারাবাহিকতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সর্বোপরি, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীদের কার্যকর প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি নিশ্চিতকল্পে ৪৪০০৯ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল যা নারীদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি ধারাবাহিক প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।

সারণি ৪.৫ : প্রোগ্রামভিত্তিক জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ ও ব্যয়ের ধারা

(কোটি টাকায়)

থিমেটিক এরিয়া	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪	২০২২-২৩		২০২১-২২		২০২০-২১	
	বাজেট	বাজেট	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত
০৩ -কার্যকর সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি								
০৩০১- সরকারি চাকরিতে নারীর প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেন্ডার সুনির্দিষ্ট নীতি-কৌশল অথবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন	৪৩.৪	২২.৭	৩৭.২	৪১.৬	৩১.৬	২৮৫.৬	৩২.০	৩৯.৮
০৩০২-নারীর সরকারি সম্পত্তি এবং সেবা লাভের সুযোগ বৃদ্ধি	১৬৪৯৯.৪	১৭০৫৮.০	১৩৯৫৪.৭	১৫৫৬৮.৯	১৪৪১৬.৮	১২২৫৫.৬	১৬২৪৯.১	১৫৫১৮.৮
০৩০৩-নারীর নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করা	২৬২৮৮.৪	২৬১৪২.১	২৫৫০৩.৯	২৪৬৯৪.৮	২৬১২৩.৭	২৩১২৪.৮	২২১৫০.০	২৩০২০.৫
০৩০৪-আইন ও ন্যায় বিচার প্রাপ্তিতে নারীর প্রবেশাধিকার	৯২০.৮	১৫০২.২	১৩২৬.০	৯৫১.৭	১০৫০.১	৮৯৯.৯	৮৬২.৪	৮৫৩.২
০৩০৫-সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা এবং নিপীড়ন কমানো	২৫৭.৪	২০২.৬	২১৫.২	২০২.৪	১৭৪.৪	১৫৯.৫	১৯৩.৭	১৯৫.৫
উপমোট : ০১	**৪৪০০৯.৪**	**৪৪৯২৭.৬**	**৪১০৩৬.৯**	**৪১৪৫৯.৩**	**৪১৭৯৬.৫**	**৩৬৭২৫.৫**	**৩৯৪৮৭.২**	**৩৯৬২৭.৮**

সূত্র : জিএফটি মডেল, অর্থ বিভাগ

৪.৭ থিমেটিক গ্রুপ ৪ : নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ

নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ নিশ্চিতকরণে এই থিমেটিক এরিয়ার আওতায় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রোগ্রাম/কর্মসূচি রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ নিশ্চিতকরণে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ ও ব্যয় সারণি ৪.৬-এ দেখানো হয়েছে। নারী উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য কল্যাণ নিশ্চিতকরণে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বিষয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১২৮ কোটি টাকা। শিক্ষাক্ষেত্রে এবং দক্ষতা উন্নয়নে সর্বাধিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে যার পরিমাণ ৫৯১২৯ কোটি টাকা। ফ্রন্টিয়ার প্রযুক্তিতে নারীদের প্রশিক্ষিতকরণে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৭৭৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছে। পুষ্টিমান নিশ্চিতকরণ কার্যক্রমে এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা উন্নতকরণের লক্ষ্যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৬৭০৯ কোটি টাকা। গবেষণা এবং উদ্ভাবন কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত কল্পের ধারাবাহিকতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩১৬০ কোটি টাকা। সামগ্রিকভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং নারী কল্যাণে মোট বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৮৬৮৯৩ কোটি টাকা হয়েছে, যা নারীদের জন্য বরাদ্দকৃত এ ক্ষেত্রগুলোর সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।

সারণি ৪.৬ : প্রোগ্রামভিত্তিক জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ ও ব্যয়ের ধারা

(কোটি টাকায়)

থিমেটিক এরিয়া	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪	২০২২-২৩		২০২১-২২		২০২০-২১	
	বাজেট	বাজেট	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত
০৪ -নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ								
০৪০১-নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট জেন্ডার নীতি-কৌশল অথবা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন	১২৭.৭	২৩.৪	৩১.৪	২৮.৭	২৭.৫	২০.০	৪৯.৪	৩৬.৩
০৪০২- নারী শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন	৫৯১২৮.৬	৫৩৩৫১.২	৪৭৯৪৮.৮	৪৯১৩০.৩	৪৩৬৬৮.৭	৩৭৬৮৪.৩	৪৩৯২৭.৪	৪২৪৩৯.৮
০৪০৩-নারীর জন্য অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ও এর ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	৭৭৬৭.৯	৬৮৪০.০	৫২৫১.৯	৬৮০১.০	৫১৫৪.১	৪০৮৫.৪	৫৮৬২.৫	৫৩৪২.৮
০৪০৪-প্রজনন, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা এবং পুষ্টি প্রাপ্তিতে নারীর প্রবেশাধিকার	১৬৭০৯.৪	১৫০০১.৯	১৪৭১৯.০	১৪৬৯৯.২	১৩৯২৬.৩	১১২৪২.০	১২০৩২.৭	১২৮২৭.৩
০৪০৫-গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ	৩১৫৯.৬	২৬০০.০	২৩৮০.৮	২৬৬২.৭	২৪৪৪.৪	২১৭৬.১	২২৮২.৯	২২৬২.৬
উপমোট : ০১	**৮৬৮৯৩.২**	**৭৭৮১৬.৪**	**৭০৩৩২.০**	**৭৩৩২১.৯**	**৬৫২২১.০**	**৫৫২০৭.৮**	**৬৪১৫৪.৯**	**৬২৯০৮.৬**

সূত্র : জিএফটি মডেল, অর্থ বিভাগ

৪.৮ জেন্ডার বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দের (শতকরা) ভিত্তিতে নির্বাচিত দশটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ

৪.৮.১ ২০২১-২২ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সর্বোচ্চ বরাদ্দের (শতকরা) ভিত্তিতে নির্বাচিত দশটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বরাদ্দ বিভাজন লেখচিত্র-৪.৩-এ দেখানো হয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জেন্ডার সম্পর্কিত বাজেট বরাদ্দ ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ থাকলেও ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৯৩.৫ শতাংশ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সামান্য কমে ৮৯.৯ শতাংশ হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬৯.৭ শতাংশ থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৬৪.১ শতাংশ হয়েছে। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ ধারাবাহিকভাবে ৫২ থেকে ৫৪ শতাংশের মধ্যে রয়েছে।

৪.৮.২ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ উভয়ের ক্ষেত্রে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দে কিছুটা হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষণীয়। এই দুটো বিভাগের বরাদ্দ প্রাপ্তি ৪৭ থেকে ৫০ শতাংশের মধ্যে রয়েছে। তবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বরাদ্দ ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩৫.২ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬.৬ শতাংশ হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের বরাদ্দ প্রায় ৪৫ শতাংশ থেকে ৪৮ শতাংশে স্থিতিশীল রয়েছে।

৪.৮.৩ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩৫.৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪২.০ শতাংশ হয়েছে। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ প্রায় ৪১ শতাংশ বরাদ্দের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। কৃষি মন্ত্রণালয় ২০২১-২২ অর্থবছরের ৩৮.৭ শতাংশ থেকে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩৯.৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সর্বোপরি, এই লেখচিত্র বিশ্লেষণে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলোর বরাদ্দের একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়।

লেখচিত্র-৪.৩ : জেন্ডার বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দের ভিত্তিতে নির্বাচিত দশটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ

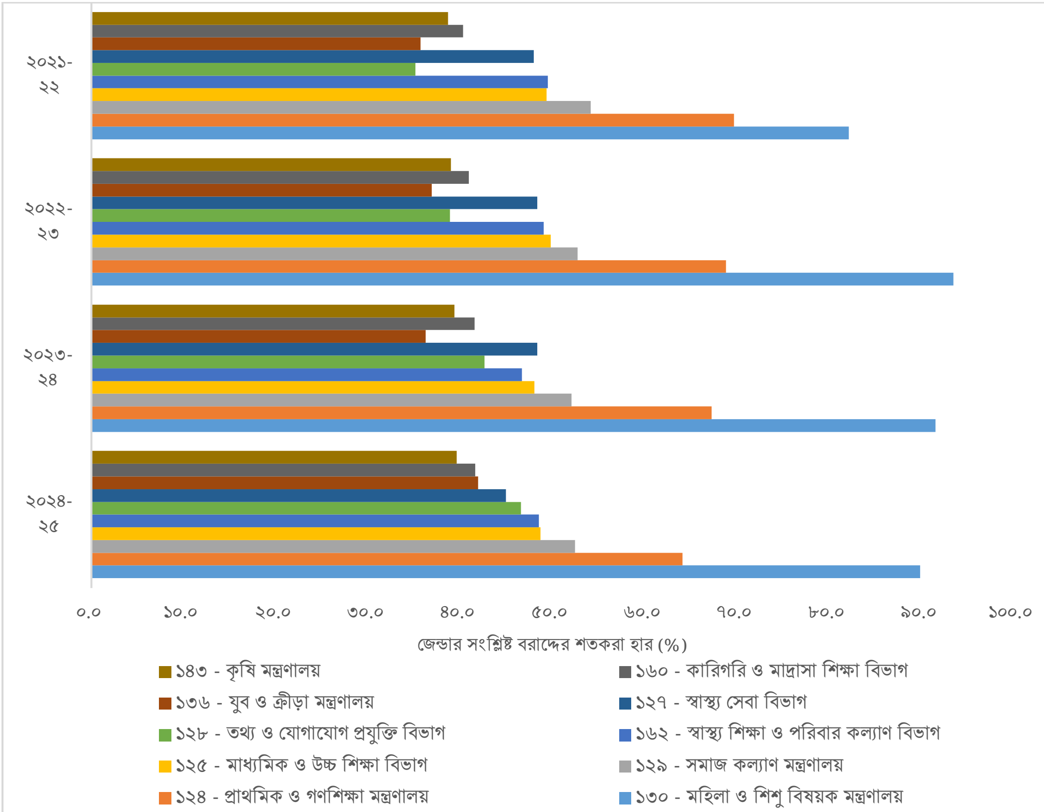

৪.৯ নির্বাচিত দশটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ বিশ্লেষণ

৪.৯.১ জেন্ডার বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রাপ্ত নির্বাচিত দশটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ বিভাজনের বিশ্লেষণ এ অংশে আলোকপাত করা হয়েছে। বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জেন্ডারভিত্তিক থিমেটিক ক্ষেত্রের অনুকূলে এক বা একাধিক অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগের জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণে কাজ করা হচ্ছে। উল্লিখিত বরাদ্দ বিভাজন পর্যালোচনায় এই মুখ্য ক্ষেত্রগুলোতে সরকারের জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট, কার্যকারিতা ও প্রভাব ভালোভাবে মূল্যায়ন করা যায়।

৪.৯.২ নির্বাচিত দশটি মন্ত্রণালয়ের মোট জেন্ডার বাজেট বরাদ্দের মধ্য হতে চারটি নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক থিমেটিক এরিয়ায় জেন্ডার বাজেটের অংশ লেখচিত্র-৪.৪-এ সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। দেখা যায়, নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুবিধা এবং নারী কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে বাজেটের সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যার পরিমাণ ৭১ শতাংশ থেকে ৭৫ শতাংশ। নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বরাদ্দ ১৯ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশে স্থিতিশীল রয়েছে, যা নারীর সামাজিক ক্ষমতায়নের প্রতি ধারাবাহিক প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং সমতার জন্য নির্ধারিত বরাদ্দ ৫ থেকে ৬ শতাংশের মধ্যে স্থিতিশীল রয়েছে, যা এই ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দের সীমিত প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও সরকার কর্তৃক গুরুত্ব প্রদানের বিষয়টি তুলে ধরে। সরকারি সেবায় নারীদের কার্যকর অংশগ্রহণে ধারাবাহিকভাবে বাজেটের ২ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে যা প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত হলেও তা সরকারের

নীতি-নির্ধারকদের অব্যাহত অঙ্গীকারের বহিঃপ্রকাশ। সামগ্রিকভাবে এই লেখচিত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্রের উদ্যোগসমূহ প্রাধান্য পেয়েছে। নারীর সামাজিক ক্ষমতায়ন এবং অর্থনৈতিক সমতায় বাজেট বরাদ্দে স্থিতাবস্থা রয়েছে এবং কার্যকর সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধিতেও গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

লেখচিত্র-৪.৪ : নির্বাচিত দশটি মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ বিশ্লেষণ

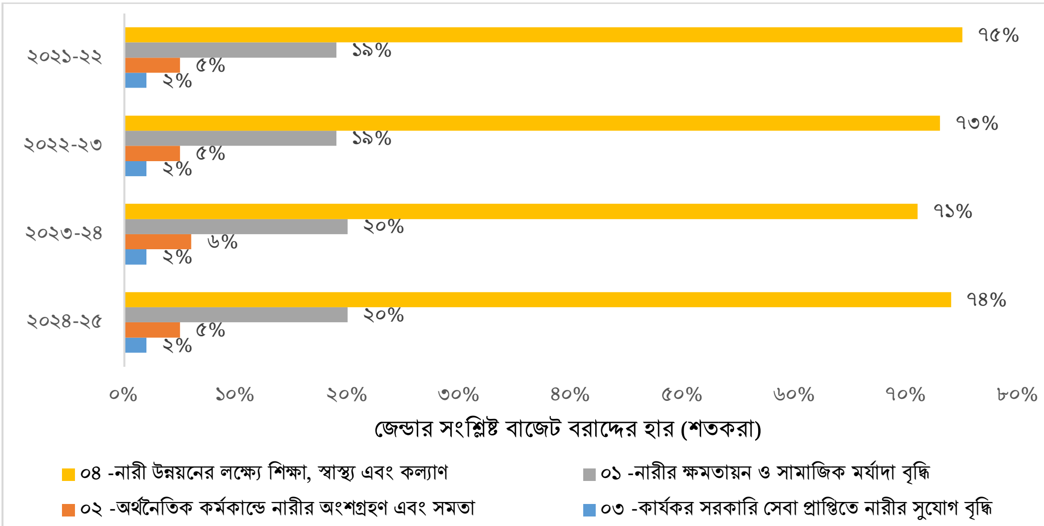

৪.১০ মোট ৬২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয় পরিশিষ্ট-২-এ প্রদর্শিত হয়েছে।

অধ্যায়-৫ :
নির্বাচিত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ পর্যালোচনা

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

নারী উন্নয়নে বাংলাদেশের সাফল্য ঈর্ষণীয়। নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাদের সামগ্রিক উন্নয়নের মূল স্রোতোধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০৪১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারীর দারিদ্র্য বিমোচন, নারীশিক্ষা বিস্তার ও নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করছে। নারীর প্রতি বৈষম্য রোধ এবং নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশংসিত হয়েছে। জেন্ডার সংবেদনশীল নীতি-কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে World Economic Forum-এর Gender Gap Index প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০৬ সালে বিশ্বের ১১৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৯১তম এবং ২০২৩ সালে তা উন্নীত হয়ে ১৫৬টি দেশের মধ্যে ৫৯তম অবস্থানে এসেছে। এ অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে শীর্ষে। একই প্রতিবেদন অনুযায়ী নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান সারা বিশ্বের মধ্যে সপ্তম।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭, ২৮, ২৯ এবং ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে নারীর অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে রাষ্ট্রের অঙ্গীকার প্রতিফলিত। বিশেষত ২৮(৪) অনুচ্ছেদে সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশ হিসেবে নারীর অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়নের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।

Allocation of Business অনুযায়ী মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী ও শিশুসংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধানসহ নারীর সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা এ মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ। নারী উন্নয়নে ফোকাল পয়েন্ট (Women in Development-WID) ও শিশুসংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্টের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের নারী ও শিশু উন্নয়নসংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের দায়িত্ব এ মন্ত্রণালয় পালন করে থাকে।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় (২০২১-৪১) নারীসহ এ দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, সর্বাধিক সুবিধাবঞ্চিত, প্রান্তিক এবং জনসংখ্যার বঞ্চিত অংশের জন্য পদক্ষেপ নেয়ার অঙ্গীকার রয়েছে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী ও পুরুষের সমান সুযোগ ও অধিকারের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। এ পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়নমূলক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করা এবং আত্মনির্ভরশীল মানুষ হিসেবে নারীর অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করা।

রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সকলপ্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন-২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। নারী ও শিশুর সামগ্রিক উন্নয়নে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ এবং জাতীয় শিশু নীতি-২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন-২০১৪ এবং বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনার আওতায় দেশের নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা, জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

বাল্যবিবাহ রোধ, প্রতিবন্ধী কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ ও নিরাপত্তা বিধান, কন্যাশিশুর জন্য নিরাপদ ও মানসম্পন্ন বিনোদন–খেলাধুলা, নারীর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ, যৌতুক, ইভটিজিং, এসিড নিক্ষেপসহ নারীর প্রতি সকলপ্রকার সহিংসতা দূরীকরণের বিষয়ে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-

২০১১-এ সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে। এছাড়া জাতীয় শিশু নীতি-২০১১-তে কন্যাশিশুর সুরক্ষা দেয়াকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এতে কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে কাউন্সেলিং, কন্যাশিশু ও কিশোরীদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে আলাদা পয়ঃব্যবস্থা নিশ্চিত করা, দুর্যোগের জরুরি অবস্থায় কন্যাশিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	৭৪	৪০	৩৪	৪৫.৯৪
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	২,৩২৮	৯৫৯	১,৩৬৯	৫৮.৮১
ডিএনএ ল্যাবরেটরি ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	২	১	১	৫০.০০
জাতীয় মহিলা সংস্থা	৪৯৯	৩৩২	১৭৭	৩৫.৪৭
জয়িতা ফাউন্ডেশন	১৮	৮	১০	৫৫.৫৬
মোট :	**২৯২১**	**১৩৪০**	**১৫৯১**	**৫৪.৪৬**

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

কর্মসূচি	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি	১৩,০৪,০০০	০	১৩,০৪,০০০	১০০.০০
ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি)	১০,৪০,০০০	০	১০,৪০,০০০	১০০.০০
মোট :	**২৩,৪৪,০০০**	**০**	**২৩,৪৪,০০০**	**১০০.০০**

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয়ে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বাজেট বর্ণনা	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪		২০২২-২৩			২০২১-২২		
	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত
পরিচালন বাজেট	**৪৩৪৭.৩**	**৩৭৭৮.৭**	**৩৭৯৯.৫**	**৩৫০৭.০**	**৩৬০৮.১**	**৩৩৯১.৭**	**৩৩৩৩.৫**	**৩২৯৯.৬**	**৩১২১.৬**
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	৪২৫০.২	৩৬৯৪.৩	৩৭১৫.৪	৩৪২৯.১	৩৫২৯.৪	৩৩২২.৯	২৮৩৫.৮	২৮০০.৩	২৬৫৩.১
পরিচালন বাজেটের শতকরা হার (%)	৯৭.৮	৯৭.৮	৯৭.৮	৯৭.৮	৯৭.৮	৯৮.০	৮৫.১	৮৪.৯	৮৫.০
উন্নয়ন বাজেট	**৮৭৪.৯**	**৯৭৬.৩**	**৯১৫.৯৭**	**৭৮৩.৪**	**৭৯৪.৫**	**৮৩৬.২**	**৮৫৭.৫**	**৮০৩.২**	**৭৭০.৮**
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	৪৪৭.৫	৬৫৯.৫	৬৬৫.৮২	৫৮৩.৭	৫৭১.০	৫০৮.৮	৬০৭.৫	৫৬৮.৬	৫৪০.৯
উন্নয়ন বাজেটের শতকরা হার (%)	৫১.১	৬৭.৫	৭২.৬৯	৭৪.৫	৭১.৯	৬০.৮	৭০.৮	৭০.৮	৭০.২
মোট বাজেট	**৫২২২.২**	**৪৭৫৫.০**	**৪৭১৫.৪৯**	**৪২৯০.৫**	**৪৪০২.৫**	**৪২২৭.৯**	**৪১৯০.৯**	**৪১০২.৮**	**৩৮৯২.৪**
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	৪৬৯৭.৬	৪৩৫৩.৭	৪৩৮১.১৮	৪০১২.৮	৪১০০.৩	৩৮৩১.৬	৩৪৪৩.৩	৩৩৬৮.৮	৩১৯৪.০
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	৮৯.৯	৯১.৬	৯২.৮৬	৯৩.৫	৯৩.১	৯০.৬	৮২.২	৮২.১	৮২.১

সূত্র : জিএফটি মডেল, অর্থ বিভাগ

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছর হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট সম্পর্কিত বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ সারণি ৪.০ এ উপস্থাপিত হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জেন্ডারকেন্দ্রিক উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয় ধারাবাহিকভাবে এ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে। পরিচালন বাজেটে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩৩৩৪ কোটি টাকা থেকে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪৩৪৭ কোটি টাকা হয়েছে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে পরিচালন বাজেটে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ হিসেবে ৯৮ শতাংশে স্থিতিশীল রয়েছে। উন্নয়ন বাজেটের ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দের ওঠানামা লক্ষ্যণীয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ৭৫ শতাংশে উন্নীত হয়। মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট ২০২১-২২ অর্থবছরে

৪১৯১ কোটি টাকা থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৫২২২ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে। জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেটের এ প্রবৃদ্ধি জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের শক্ত কৌশলগত অবস্থানকে নির্দেশ করে।

৪.১ থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের ধারা

(কোটি টাকায়)

থিমেটিক এরিয়াসমূহ	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪		২০২২-২৩			২০২১-২২		
	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত
০১ -নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	৩৪১৮.১	৩১৪৩.৮	৩১৭১.৯	২৭৯১.১	২৮১৬.৩	২৫৫২.৪	২৩৩৫.৮	২১০২.৪	১৯৯৬.৫
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৭২.৮	৭২.২	৭২.৪	৬৯.৬	৬৮.৭	৬৬.৬	৬৭.৮	৬২.৪	৬২.৫
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	৬৫.৫	৬৬.১	৬৭.৩	৬৫.১	৬৪.০	৬০.৪	৫৫.৭	৫১.২	৫১.৩
০২ -অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ এবং সমতা	২৭২.৯	২৭৫.১	২৭১.৭	৪০০.০	৪১৮.০	৩৭৬.৬	২৪৩.০	৪২০.৯	৩৮৯.৩
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৫.৮	৬.৩	৬.২	১০.০	১০.২	৯.৮	৭.১	১২.৫	১২.২
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	৫.২	৫.৮	৫.৮	৯.৩	৯.৫	৮.৯	৫.৮	১০.৩	১০.০
০৩ -কার্যকর সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি	১৮০.৪	১৬৫.৪	১৬৪.১	১২২.৮	১২৮.৯	১৯০.১	১০৯.৭	১২১.৩	১২৩.৩
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৩.৮	৩.৮	৩.৭	৩.১	৩.১	৫.০	৩.২	৩.৬	৩.৯
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	৩.৫	৩.৫	৩.৫	২.৯	২.৯	৪.৫	২.৬	৩.০	৩.২
০৪ -নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ	৮২৬.৩	৭৬৯.৫	৭৭৩.৫	৬৯৮.৯	৭৩৭.২	৭১২.৫	৭৫৪.৮	৭২৪.৩	৬৮৪.৯
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	১৭.৬	১৭.৭	১৭.৭	১৭.৪	১৮.০	১৮.৬	২১.৯	২১.৫	২১.৪
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	১৫.৮	১৬.২	১৬.৪	১৬.৩	১৬.৭	১৬.৯	১৮.০	১৭.৭	১৭.৬

সূত্র : জিএফটি মডেল, অর্থ বিভাগ

সারণি ৪.১-এ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন থিমেটিক এরিয়া জেন্ডার সম্পর্কিত প্রোগ্রামের বাজেট বরাদ্দ বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে “নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির” জন্য ধারাবাহিকভাবে সবচেয়ে বড় অংশ বরাদ্দ করা হয়েছে। যা ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর সময়কালে জেন্ডার বাজেটের ৬৩ শতাংশ থেকে ৭৩ শতাংশ এবং মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের ৫১ শতাংশ থেকে ৬৭ শতাংশ। এই বৃদ্ধি নারীদের সামাজিক মর্যাদা এবং ক্ষমতায়নের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপকে নির্দেশ করে। দ্বিতীয় বৃহত্তম বরাদ্দটি “নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ”-এর ক্ষেত্রে, যা মন্ত্রণালয়ের বাজেটের ১৬ শতাংশ থেকে ১৮ শতাংশ। এ বরাদ্দ নারীদের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সুবিধা উন্নত করার প্রতিশ্রুতি নির্দেশ করে। “অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ এবং সমতা” এবং “কার্যকর সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি”-এ থিমেটিক এরিয়া তুলনামূলকভাবে কম বরাদ্দ দেখা যায়। এ বরাদ্দ জেন্ডার সম্পর্কিত বাজেটের ৫ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ এবং মোট বাজেটের ৩ শতাংশ থেকে ৪ শতাংশকে প্রতিনিধিত্ব করে। সার্বিকভাবে নারীর ক্ষমতায়নের উপর গুরুত্ব প্রদান প্রশংসনীয়। জেন্ডার সমতা এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক সুবিধা উন্নত করার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থায়ন থেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বিনিয়োগ ব্যাপকতর উপকৃত হতে পারে।

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
দুস্থ মহিলাদের খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি (ভিডব্লিউবি)	ভিডব্লিউবি কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্যপীড়িত এবং দুস্থ গ্রামীণ মহিলাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে। ফলে তাদের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, পুষ্টিহীনতা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা দূর হচ্ছে এবং সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।
মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি	এ কর্মসূচি গর্ভধারিণী মা ও নবজাতক শিশুর পুষ্টি চাহিদা পূরণ করছে। তাই মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি নারী ও শিশুর সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
শিশু বিকাশ কেন্দ্র ও কিশোর-কিশোরীদের ক্ষমতায়ন কর্মসূচি	এ কার্যক্রমের মাধ্যমে দুস্থ ও অসহায় শিশুদের সামাজিক সম্পৃক্ততা, সার্বিক বিকাশ সাধন ও শিশু অধিকার নিশ্চিত হচ্ছে। এছাড়া কিশোর-কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে তাদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
মহিলাদের জন্য কারিগরি, বৃত্তিমূলক, আয়বর্ধক ও উৎপাদনশীল প্রশিক্ষণ প্রদান	মহিলাদের কারিগরি, বৃত্তিমূলক, আয়বর্ধক ও উৎপাদনশীল প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পায়, যা নারী উন্নয়নে সরাসরি প্রভাব ফেলে।
মহিলাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধ ও আইনগত সহায়তা প্রদান	নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে নির্যাতনের শিকার নারীদের অধিকতর উন্নত সেবা (যেমন—আইনি সহায়তা, কাউন্সেলিং, নিরাপদ আশ্রয়, সামাজিক পুনর্বাসন প্রদান এবং সকল ধরনের নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন

ক্র.নং	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	পরিমাপের একক	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
১.	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত উপকারভোগীর কভারেজ				
ক.	ভিডব্লিউবি কভারেজের হার (৮৭,৭১,০০০ জন)	%	৭৮.৬৭	৭৮.৬৭	৯০.২৬
খ.	মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি'র ভাতা প্রদানের কভারেজের হার (৮৫,০০,৭৬৭ জন)	%	৩৩.০৯	৩৫.৭৪	৪২.২৮
২.	সিভিক সংগঠন কর্তৃক মহিলা জনপ্রতিনিধি দলনেতাদের প্রশিক্ষণের কভারেজ (৩১,৮৮৬ জন)	%	১৩.৪৮	১৩.৫০	১৪.৪৮

৭.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী ১০ লক্ষ ৪০ হাজার নারীকে ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কার্যক্রমের আওতায় খাদ্য সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ১৩ লক্ষ ৪ হাজার নারীকে মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ ও ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ৩৮ হাজার ৮২ জন নারীকে ৫৭ কোটি ১০ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়েছে। ৬৬টি ডে-কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে ৫ হাজার ২৪৩ জন শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে ৫ হাজার ৬০৮ জন মহিলার নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল ও সেন্টার হতে ৭১ হাজার ২৯৮ জন নির্যাতিত নারীদের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরির মাধ্যমে ৬৩৭০টি মামলার প্রেক্ষিতে ৯৭৩৩টি নমুনার ডিএনএ পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।

৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোর নিজস্ব ভবন না থাকায় ভাড়াবাড়িতে পরিচালিত হয়, এতে দাপ্তরিক কার্যক্রমে অসুবিধা হয়;
- মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে তদারকি করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের সংকট;
- মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব; এবং
- ধর্মীয় কুসংস্কার, ধর্মের অপব্যবহার, পুরুষশাসিত সমাজের রক্ষণশীল মনোভাব, অধিকার বিষয়ে নারীর অসচেতনতা প্রভৃতি কারণে নারী উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাধা।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১-এর আলোকে প্রস্তুতকৃত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০৩০) বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ;
- নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-৩০)-এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতামুক্ত সমাজ গঠন করা;
- ভিডব্লিউবি কার্যক্রম এবং 'মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির' আওতায় সম্প্রসারণ;
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং শিশু সুরক্ষায় সামগ্রিক সমন্বয়, পরিবীক্ষণ এবং তদারকির জন্য ন্যাশনাল সেন্টার অন জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্সকে Centre of Excellence হিসেবে গড়ে তোলা;
- দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের জন্য সমন্বিত সেবা প্রদানের Referral System তৈরি ও বাস্তবায়ন করা;
- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল ডাটাবেইজ তৈরি করা; এবং
- ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার এবং ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল-এর ডাটাবেইজ তৈরি করা

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যক্তি উন্নয়নের বুনিয়াদ। প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সনে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১,৫৭,৭২৪ জন প্রাথমিক শিক্ষকের চাকুরি জাতীয়করণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালে ২৬,১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন, যা প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাসে একটি মাইলফলক। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন যুগোপযোগী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬৫,৫৬৬টিসহ মোট প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১,১৪,৫৩৯ এবং এতে শিক্ষার্থী সংখ্যা ২,০৫,৪৬,০৯১ জন। সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করছে। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতসহ গুণগত শিক্ষা প্রদান, স্কুল ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা বিশেষ করে নারীদের অংশগ্রহণ এবং উপকারভোগী হিসেবে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান নিশ্চিতকরণে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি (এসএমসি) নীতিমালা, শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা, শিক্ষক বদলি সংক্রান্ত নীতিমালা, উপবৃত্তি নীতিমালা, জাতীয় স্কুল মিল পলিসি ইত্যাদি প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব নীতিমালায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনাসহ শিক্ষক নিয়োগ ও বদলির ক্ষেত্রে নারীদের কার্যকর ও অধিক সংখ্যক অংশগ্রহণের সুযোগ প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে গণশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ। এর সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় পাঠক্রম উন্নয়ন, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং গণশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও এনজিও কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করে থাকে এ মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এবং সিডো (CEDAW) দলিলের ভিত্তিতে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতির বাস্তবায়নকল্পে প্রণীত হয়েছে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২০১৩। উক্ত নীতি ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হচ্ছে- কন্যাশিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কন্যাশিশুরা যেন কোনোরূপ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, নারীর পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং প্রতিবন্ধী কন্যাশিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার ভিন্নতার প্রতি গুরুত্বারোপ করা।

শিক্ষানীতি-২০১০ এ নারী অগ্রগতি এবং অধিকার রক্ষায় যেসব বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সেগুলো হলো- শিক্ষার সকল স্তরে নারী শিক্ষার হার বাড়ানো, ঝরে-পড়া ছাত্রীদের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে পাঠ্যসূচিতে নারীর ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ভাবমূর্তি তুলে ধরা, স্কুলের পরিবেশ আকর্ষণীয় ও আনন্দময় করে তোলা এবং নিচের শ্রেণিতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষকদের প্রাধান্য দেয়া। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচিতে আরও অধিক সংখ্যক মহীয়সী নারীর জীবনী ও নারীদের রচনা অন্তর্ভুক্ত করা। মেয়েশিশুদের মধ্যে ঝরে-পড়ার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে অধিক হওয়ায় তারা যাতে ঝরে না পড়ে সেদিকে বিশেষ নজর দেয়া।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকল্পে মন্ত্রণালয় প্রণীত নিয়োগ নীতিমালার আলোকে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ নারী শিক্ষক নিয়োগের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং নারী শিক্ষকের বদলি বা পদায়নের ক্ষেত্রে পারিবারিক সুবিধা (যেমন- ক্ষেত্রমতে স্বামীর কর্মস্থল/পিতা-মাতার বাসস্থান ইত্যাদি) বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

সারণি-১ : সচিবালয়/দপ্তর/সংস্থার তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	১০৬	৮৩	২৩	২১.৬৯
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	৭০৫০	৫১৯৬	১৮৫৪	২৬.২৯
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট	৩২	২৮	৪	১২.৫০
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	২১৪	১৮৭	২৭	১১.৬২
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি	৫২	৪২	১০	১৯.২৩
শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট	১৬	১৬	০	০
মোট :	**৬৬২০**	**৫৫২৬**	**১০৯৪**	**১৬.৫৩**

সারণি-২ : শিক্ষক-শিক্ষিকার তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৬২৭০৯	১২৭০৩৯	২৩৫৬৭০	৬৪.৯৭
বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭১৬২	১০৭৪২	১৬৪২০	৬০.৪৫
এবতেদায়ি মাদ্রাসা বিদ্যালয়	১৮৯৬৪	১৩১১১	৫৮৫৩	৩০.৮৬
কিন্ডার গার্টেন বিদ্যালয়	১৪৫৬৮০	৫৪৭০৯	৯০৯৭১	৬২.৪৫
এনজিও বিদ্যালয় (গ্রেড ১-৫)	৭০৭২	১৫৬৬	৫৫০৬	৭৭.৮৬
মাদ্রাসায় প্রাথমিক সেকশন বিদ্যালয়	১১১৬৬	৯১০৭	২০৫৯	১৮.৪৪
উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের প্রাথমিক সেকশন	১৬৬৭৯	৭১৭০	৯৫০৯	৫৭.০১
শিশু কল্যাণ প্রাইমারি স্কুল	১১১৬	৩৬৭	৭৪৯	৬৭.১১
অন্যান্য এনজিও শিক্ষা কেন্দ্র	৩১৬৮	৩২৪	২৮৪৪	৮৯.৭৭
অন্যান্য	৩২৩২৬	১২৭৫৪	১৯৫৭২	৬০.৫৫
মোট :	**৬২৬০৪২**	**২৩৬৮৮৯**	**৩৮৯১৫৩**	**৬২.১৬**

সূত্র : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

সারণি-৩ : প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ভর্তির সুবিধাপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীসংখ্যা-২০২২ (প্রাক-প্রাথমিক- ৫ম)

প্রতিষ্ঠান	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্রীর শতকরা হার
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৯৯৫২২২	৫৭৩৭৮৭৯	৬২৫৭৩৪৩	৫২.১৭
বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮৩৩৪৭৬	৪১৮৮৬০	৪১৪৬১৬	৪৯.৭৫
এবতেদায়ি মাদ্রাসা বিদ্যালয়	৬৬৩৬৭০	৩৪১০৩১	৩২২৬৩৯	৪৮.৬১
কিন্ডার গার্টেন বিদ্যালয়	৪৬০৮৬৭৯	৩৬৯৯৭৬	২২৩৮৭০৩	৪৮.৫৮
এনজিও বিদ্যালয় (গ্রেড ১-৫)	৫৩২৬৪২	২৬৩৭৪৮	২৬৮৮৯৪	৫০.৪৮

প্রতিষ্ঠান	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্রীর শতকরা হার
মাদ্রাসায় প্রাথমিক সেকশন বিদ্যালয়	৪৮৬২৭৪	২৪৪৮৩০	২৪১৪৪৪	৪৯.৬৫
উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের প্রাথমিক সেকশন	৮৮৪২৮৬	৩৮১৮৯৩	৫০২৩৯৩	৫৬.৮১
শিশু কল্যাণ প্রাইমারি স্কুল	৩৫৫৭৪	১৭৪৪০	১৮১৩৪	৫০.৯৮
অন্যান্য এনজিও শিক্ষা কেন্দ্র	৩০৫২০৬	১৪৫৫২১	১৫৯৬৮৫	৫২.৩২
অন্যান্য	২০১০৬২	১০৩৭৭৩	৯৭২৮৯	৪৮.৩৯
মোট :	**২০৫৪৬০৯১**	**১০০২৪৯৫১**	**১০৫২১১৪০**	**৫১.২১**

সূত্র : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয়ে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বাজেট বর্ণনা	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪		২০২২-২৩			২০২১-২২		
	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত
পরিচালন বাজেট	**২২৬৮৩.৮**	**২২৭০৩.৮**	**২২৩৬০.৮**	**২০১১৭.০**	**১৯৯১৬.৪**	**১৭৫৬৪.৮**	**১৮২৮৮.১**	**১৯০১৩.৬**	**১৬৪০২.০**
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	১৭৩৭৬.১	১৭২৬৩.৯	১৭০৪৩.৯	১৫৩৪৫.৩	১৫১৯৬.৮	১৩৪১৮.২	১৩৮৯১.৫	১৪৫১৮.০	১২৬৫২.২
পরিচালন বাজেটের শতকরা হার (%)	৭৬.৬	৭৬.০	৭৬.২	৭৬.৩	৭৬.৩	৭৬.৪	৭৬.০	৭৬.৪	৭৭.১
উন্নয়ন বাজেট	**১৬১৩৫.৫**	**১২০১৮.৪**	**৮১২১.১**	**১১৬৪১.৬**	**৭৭৮৪.৭**	**৬২৫০.৪**	**৮০২২.৫**	**৯২০৭.৩**	**৭০৩৮.৪**
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	৭৫২৪.৯	৬১০১.৭	৪৫৮৮.২	৬৫২১.৩	৪৩৯৫.৭	৩৫২৮.৭	৪৪৫০.৪	৫১৯৭.০	৩৯৬৭.০
উন্নয়ন বাজেটের শতকরা হার (%)	৪৬.৬	৫০.৮	৫৬.৫	৫৬.০	৫৬.৫	৫৬.৫	৫৫.৫	৫৬.৪	৫৬.৪
মোট বাজেট	**৩৮৮১৯.৩**	**৩৪৭২২.২**	**৩০৪৮১.৯**	**৩১৭৫৮.৫**	**২৭৭০১.০**	**২৩৮১৫.২**	**২৬৩১০.৬**	**২৮২২০.৯**	**২৩৪৪০.৫**
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	২৪৯০১.০	২৩৩৬৫.৬	২১৬৩২.২	২১৮৬৬.৬	১৯৫৯২.৪	১৬৯৪৬.৯	১৮৩৪১.৯	১৯৭১৫.১	১৬৬১৯.২
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	**৬৪.২**	**৬৭.৩**	**৭১.০**	**৬৮.৯**	**৭০.৭**	**৭১.২**	**৬৯.৭**	**৬৯.৯**	**৭০.৯**

সূত্র : জিএফটি মডেল, অর্থ বিভাগ

সারণি ৪.০-এ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ ও ব্যয়ের গতি-প্রকৃতি বর্ণনা করা হয়েছে যার মাধ্যমে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে মন্ত্রণালয়ের কমিটমেন্ট ফুটে উঠেছে। মন্ত্রণালয়ের পরিচালন বাজেট ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিল ১৮,২৮৮ কোটি টাকা যার মধ্যে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ ছিল ১৩,৮৯১ কোটি টাকা এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে ২২,৬৮৪ কোটি টাকা হয়েছে যার মধ্যে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ হলো ১৭,৩৭৬ কোটি টাকা। এ বরাদ্দ ৭৬ থেকে ৭৮ শতাংশের মধ্যে স্থিতিশীল রয়েছে। একই সময়ে উন্নয়ন বাজেট ছিল ৮,০২২ কোটি টাকা যার মধ্যে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ ছিল ৪,৪৫০ কোটি টাকা এবং বৃদ্ধি পেয়ে ১৬,১৩৫ কোটি টাকা হয়েছে যার মধ্যে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ হলো ৭,৫২৫ কোটি টাকা। এ বরাদ্দ ৪৭ থেকে ৫৬ শতাংশের মধ্যে রয়েছে। বর্ণিত সময়ে মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট ছিল ২৬,৩১০ কোটি টাকা যার মধ্যে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ ছিল ১৮,৩৪১ কোটি টাকা এবং বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮,৮১৯ কোটি টাকা হয়েছে যার মধ্যে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ হলো ২৪,৯০১ কোটি টাকা। এই বৃদ্ধি শুধু সামগ্রিকভাবে ক্রমবর্ধমান বাজেট বৃদ্ধিই নয় বরং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সহায়ক।

৪.১ থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের ধারা

(কোটি টাকায়)

থিমেটিক এরিয়াসমূহ	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪		২০২২-২৩			২০২১-২২		
	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত
০১ -নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	২৮৯.২	১৯৮.৮	১৭৬.৩	১৯১.৮	১৮৪.২	১২৮.০	২০৮.৮	১৭৪.৭	১৩৩.৮
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	১.২	০.৯	০.৮	০.৯	০.৯	০.৮	১.১	০.৯	০.৮
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	০.৭	০.৬	০.৬	০.৬	০.৭	০.৫	০.৮	০.৬	০.৬
০২ -অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ এবং সমতা	৭৭.৩	৭২.৮	৪৫.৪	১০৬.৮	৪৩.৭	৩০.৮	৯২.২	১০৬.২	৮২.৪
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	০.৩	০.৩	০.২	০.৫	০.২	০.২	০.৫	০.৫	০.৫
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	০.২	০.২	০.১	০.৩	০.২	০.১	০.৪	০.৪	০.৪

থিমেটিক এরিয়াসমূহ	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪		২০২২-২৩			২০২১-২২		
	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত
০৩ -কার্যকর সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি	৪৬৪.০	৬৩০.৪	৫৮১.৮	৪৮২.৭	৪৭৮.৩	৪৩০.৩	৫০৯.৬	৪৬৭.৫	২০৩.৯
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	১.৯	২.৭	২.৭	২.২	২.৪	২.৫	২.৮	২.৪	১.২
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	১.২	১.৮	১.৯	১.৫	১.৭	১.৮	১.৯	১.৭	০.৯
০৪ -নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ	২৪০৭০.৫	২২৪৬৩.৬	২০৮২৮.৭	২১০৮৫.৩	১৮৮৮৬.৩	১৬৩৫৭.৮	১৭৫৩১.২	১৮৯৬৬.৭	১৬১৯৯.২
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৯৬.৭	৯৬.১	৯৬.৩	৯৬.৪	৯৬.৪	৯৬.৫	৯৫.৬	৯৬.২	৯৭.৫
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	৬২.০	৬৪.৭	৬৮.৩	৬৬.৪	৬৮.২	৬৮.৭	৬৬.৬	৬৭.২	৬৯.১

সূত্র : জিএফটি মডেল, অর্থ বিভাগ

সারণি ৪.১-এ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০২২ থেকে ২০২৫ অর্থবছরে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট প্রকল্প ও কার্যক্রমে বাজেট বরাদ্দের একটি ধারণা প্রদান করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের মোট বরাদ্দের ৬২ থেকে ৬৭ শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয় নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ সংশ্লিষ্ট থিমেটিক এরিয়ায় যা, মন্ত্রণালয় জেন্ডারসংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে প্রাধান্য দেয়াকে বুঝায়। অপরদিকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ এবং সমতা বিধান এরিয়ায় কম বরাদ্দ রাখা হয়েছে যার প্রতি আরো সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন। তাই মন্ত্রণালয়কে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ এবং সমতা কার্যক্রমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
শিক্ষক-শিক্ষিকার দক্ষতা উন্নয়ন	প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শিক্ষক প্রশিক্ষণ। বছরে গড়ে ১৫,০০০ শিক্ষক ডিপিএড/সিএনএড প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন, যার মধ্যে প্রায় ৬৪% শিক্ষিকা। প্রতিবছর শিক্ষকদের আইসিটিসহ বিষয়ভিত্তিক নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এতে পাঠদানে শিক্ষক বিশেষ করে নারী শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, বিদ্যমান অবকাঠামো সম্প্রসারণ, পুনর্নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার	পিইডিপি-৪-এর মাধ্যমে ৫০,০০০ চাহিদাভিত্তিক নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ ও অন্য ২টি প্রকল্পের আওতায় ৬৫,০০০ অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ এবং প্রতিবছর ৪৫,০০০ বিদ্যালয় সংস্কারের মাধ্যমে প্রায় ২ কোটি ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হচ্ছে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬৪% মহিলা কোটা সংরক্ষণ করা হচ্ছে, যা সরাসরি নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।
স্কুল ফিডিং কর্মসূচি	দরিদ্র প্রান্তিক পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে-পড়ার প্রবণতা রোধ এবং পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্কুল ফিডিং কর্মসূচির ফিজিবিলিটি স্টাডির কাজ বর্তমানে চলমান। উল্লেখ্য যে, ইতঃপূর্বে চালুকৃত স্কুল ফিডিং প্রকল্প গত ৩০শে জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। যার আওতায় প্রতি স্কুল দিবসে প্রায় ৩০ লক্ষ শিক্ষার্থী স্কুল ফিডিংয়ের সুবিধা ভোগ করেছে।
দরিদ্র শিক্ষার্থীদেরকে উপবৃত্তি/শিক্ষা ভাতা প্রদান	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ১ কোটি ৩২ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান করছে। এ উপবৃত্তি প্রদানের ফলে নীট ভর্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি এবং ঝরে-পড়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।
নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যক্রম	সাক্ষরতা শিক্ষা কার্যক্রমের ৪৫ লক্ষ সুফলভোগীর অর্ধেকই মহিলা। ফলে এ কর্মসূচি শিক্ষাবঞ্চিত নারীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধক কর্মে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন

ক্রমিক নং	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	পরিমাপের একক	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
১.	প্রাথমিক শিক্ষায় মহিলা শিক্ষকের হার (GPS)	%	৬৪.১৯	৬৪.৪০	৬৪.৯৭
২.	মেয়েশিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হার		৫১.১৭	৪৯.৫	৫২.১৭

৭.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের মোট প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিংহভাগ পরিচালনা করছে। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট প্রাথমিক শিক্ষার্থীর প্রায় ৭০% শিক্ষা লাভ করছে। প্রাথমিক শিক্ষায় ৫২.১৭% কন্যাশিশু শিক্ষা লাভ করায় কন্যাশিশুদের শিক্ষা লাভের এ সুযোগ তাদেরকে উন্নত ভবিষ্যৎ নির্মাণে তাৎপর্যপূর্ণ সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের কোটা নির্ধারিত থাকায় শিক্ষিত নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে নারীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হচ্ছে।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, শতভাগ ভর্তি এবং শিক্ষাচক্র সম্পন্নের ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বিদ্যালয় পর্যায়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবছর ‘মা দিবস’ আয়োজন করা হচ্ছে। তাছাড়া, স্কুল ফিডিং (মিড ডে মিল) কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মা’দের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ এবং উপবৃত্তির অর্থ শিক্ষার্থীদের মা’দের নিকট প্রদানের সুযোগ রেখে উপবৃত্তি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ৩২ লক্ষ শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পাচ্ছে এবং মোবাইল অ্যাপস নগদ-এর মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। যা সরাসরি মা’দের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রদান করা হয়ে থাকে।

৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- বিদ্যালয়ে কার্যকর স্কুল হেলথ কর্মসূচি না থাকা;
- কিশোরীদের শারীরিক/মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কিত কাউন্সেলিং না থাকায় বিদ্যালয় থেকে ঝরে-পড়ার সম্ভাবনা থাকে;
- ছাত্রীরা ইভটিজিংয়ের কারণে বিদ্যালয়ে আসার আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে; এবং
- পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ সরবরাহে অর্থ ঘাটতি।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- মেয়েশিশুসহ সকল শিশুকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ, পোশাক ও স্কুল ব্যাগ দেয়া;
- সহজ গমনে প্রত্যন্ত এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন রাস্তাঘাটে কন্যাশিশুরা যেন কোনোরূপ যৌন হয়রানি, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার না হয় সে বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কারিকুলাম পরিমার্জন-সংশোধন-সংযোজনের সময় নারীর ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ভাবমূর্তি ও সমান অধিকারের বিষয় তুলে ধরা; এবং
- শিক্ষা ভাতা ও শিক্ষা অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মেয়েশিশুদের অগ্রাধিকার প্রদান করা।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

বাংলাদেশ বিশেষ করে মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধি, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন সক্ষমতার কারণে বিশ্ব দরবারে উন্নয়ন মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাক্কালে অর্থনীতির সহজাত কাঠামোগত পরিবর্তনের কারণে দেশের আয় বণ্টনে বৈষম্য দেখা দেয়। এ বৈষম্যকে দূর করার প্রয়াসে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ইত্যাদিসহ নানাবিধ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী তথা দরিদ্র, ভবঘুরে, আশ্রয়হীন, প্রবীণ, দুস্থ নারী, অনাথ ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এসব কর্মসূচির সেবা ও সুবিধা ভোগ করে আসছে। নারীর ক্ষমতায়নসহ নারীর সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তার সকল কর্মসূচিতে নারীর অংশগ্রহণকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। বর্তমানে বিদ্যমান কর্মসূচিসমূহে নারী উপকারভোগীর সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগের বেশি। নারীদের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে পরিবার ও সমাজ থেকে সকল ধরনের বৈষম্য হ্রাস করা এ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম লক্ষ।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের সংবিধান, প্রচলিত আইন, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-৪১), জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সনদসহ বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে সামাজিক সুরক্ষার বিষয়ে বলা হয়েছে যে, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে দেশের প্রত্যেক নাগরিকের সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার রয়েছে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সকলের জন্য একটি সামাজিক সুরক্ষাবলয় তৈরি করে কার্যকরভাবে দারিদ্র্য ও বৈষম্যকে মোকাবেলা করে বিস্তৃত মানব উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক বিকাশে অবদান রাখার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সামাজিক নিরাপত্তা বলয়কে (১) সামাজিক সহায়তা (২) সামাজিক বিমা (৩) সামাজিক সুরক্ষা সিস্টেমের প্রশাসনিক সংস্কার—এ তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তবে সামাজিক সহায়তা এবং সামাজিক সুরক্ষা সিস্টেমের প্রশাসনিক সংস্কারে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সরাসরি ভূমিকা রয়েছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-৪১) বাস্তবায়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, সর্বাধিক সুবিধাবঞ্চিত, দুর্বল, প্রান্তিক এবং জনসংখ্যার বঞ্চিত অংশের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ফেইজ-২ (২০২১-২৬) বাস্তবায়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে জীবন-চক্রভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করার বিষয়ে বলা হয়েছে।

এছাড়া সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় শিশু আইন-২০১৩, এতিমখানা ও বিধবা সনদ আইন-১৯৪৪, কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা আইন-২০০৬ প্রভৃতি আইনে নির্দেশিত পন্থায় নারীদের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্য দূরীকরণে নিয়মিতভাবে কাজ করছে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	১০৫	৮৪	২১	২০.০
সমাজসেবা অধিদপ্তর	১০৭৫৪,	৭২৭২,	৩,৪৮২	৩২.৪
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	১৮৮৫	১১৮০	৭০৫	৩৭.৪

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ	২১	১৫	০৬	২৮.৬
নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট	৩১	২১	১০	৩২.২৫
শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্ট (মৈত্রী শিল্প)	১৫৮	১৩৮	২০	১২.৭
মোট	**১২,৯৫৪**	**৮,৭১০**	**৪,২৪৪**	**৩২.৭৬**

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

কর্মসূচি	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
বয়স্ক ভাতা	৫৮,০১,০০০	২৮,৫৮,৩৯৬	২৯,৪২,৬০৪	৫০.৭৩
বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা	২৫,৭৫,০০০	০	২৫,৭৫,০০০	১০০.০
প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা	২৯,০০,০০০	১৭,৭১,৫০৮	১১,২৮,৪৯২	৩৯.০
প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	৮৫,৭৮৪	৫০,৩৩৫	৩৫,৪৪৯	৪১.৩২
দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন তহবিল	১,৯১,১৩০	১১৫৩,২৪,	৬৬,৯৭৭	৩৫.০৪
বেদে ও অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন	১,৪৫,০৯২	৭২,৪১০	৭২ ,৬৮২	৫০.০৯
মোট	**১১৬৯৮০০৬**	**৪৮৭৬৮০২**	**৬৮২১২০৪**	**৫৮.৩১**

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয়ে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বাজেট বর্ণনা	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪		২০২২-২৩			২০২১-২২		
	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত
পরিচালন বাজেট	**১১৮৯৩.৮**	**১১০৩৩.১**	**১০৯৪৫.৪**	**৯৩৯৯.১**	**৯৩২৩.৪**	**৮৯৩৬.৯**	**৮৬০৪.৬**	**৮৫৬৮.৪**	**৮৩১৭.০**
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	৬৩৩১.৩	৫৮৯৫.৫	৫৮৫২.৯	৫০৪৫.৬	৫০০৮.০	৪৮৪৮.৭	৪৭৩৩.২	৪৭১৭.৬	৪৬১৪.১
পরিচালন বাজেটের শতকরা হার (%)	৫৩.২	৫৩.৪	৫৩.৫	৫৩.৭	৫৩.৭	৫৪.৩	৫৫.০	৫৫.১	৫৫.৫
উন্নয়ন বাজেট	**৯৭৫.৬**	**১১৮৩.৭**	**৬০৬.৮**	**৭৯৮.৮**	**৬৯৮.৪**	**৫২৬.৫**	**৫১৯.১**	**৪৫২.৫**	**৩৮০.০**
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	৪২০.৪	৪৬৭.৬	২৬৯.৩	৩৩২.৯	৩০৪.১	২৩২.৩	২০৯.২	১৯৪.৫	১৬৫.০
উন্নয়ন বাজেটের শতকরা হার (%)	৪৩.১	৩৯.৫	৪৪.৪	৪১.৭	৪৩.৫	৪৪.১	৪০.৩	৪৩.০	৪৩.৪
মোট বাজেট	**১২৮৬৯.৪**	**১২২১৬.৮**	**১১৫৫২.২**	**১০১৯৭.৯**	**১০০২১.৮**	**৯৪৬৩.৪**	**৯১২৩.৭**	**৯০২১.০**	**৮৬৯৭.১**
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	৬৭৫১.৬	৬৩৬৩.১	৬১২২.২	৫৩৭৮.৬	৫৩১২.০	৫০৮১.০	৪৯৪২.৫	৪৯১২.১	৪৭৭৯.০
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	**৫২.৫**	**৫২.১**	**৫৩.০**	**৫২.৭**	**৫৩.০**	**৫৩.৭**	**৫৪.২**	**৫৪.৫**	**৫৫.০**

সূত্র : জিএফটি মডেল, অর্থ বিভাগ

সারণি ৪.০-এ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছর হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিচালন বাজেট ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮৬০৪ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১১৮৯৪ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। একই ধারা লক্ষ্য করা যায় পরিচালন বাজেটে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের ক্ষেত্রেও, যেখানে ২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৪৭৩৩ কোটি টাকা এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বরাদ্দ ৬৩৩১ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছর হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত পরিচালন বাজেটে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ শতকরা হিসেবে ৫৩-৫৫ ভাগ। অন্যদিকে, একই সময়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দে ওঠানামা লক্ষণীয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বরাদ্দ সর্বোচ্চ ছিল ২০২৩-২৪ অর্থবছরে, ১১৮৪ কোটি টাকা। আর উন্নয়ন বাজেটে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৬৫ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪২০ কোটি টাকায় উন্নীত হয় এবং সে সময়ে শতকরা হিসেবে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ ছিল মোট উন্নয়ন বরাদ্দের ৪০-৪৪ ভাগ। সর্বোপরি, একই সময়ে মন্ত্রণালয়ের মোট বরাদ্দ ৯১২৪ কোটি টাকা থেকে ১২৮৬৯ কোটি টাকায় উন্নীত হয় এবং জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ ৪৯৪৩ কোটি টাকা থেকে ৬৭৫২ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। লক্ষণীয় যে, মন্ত্রণালয়ের জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ মোট বাজেট বরাদ্দের শতকরা ৫২-৫৫ ভাগ। এর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, জেন্ডার-সমতা রক্ষার উদ্যোগসমূহে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করছে।

৪.১ থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের ধারা

(কোটি টাকায়)

থিমেটিক এরিয়াসমূহ	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪		২০২২-২৩			২০২১-২২		
	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত
০১ -নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	৫৯২০.৭	৫৫৪৪.৮	৫৪৯২.৬	৪৭১০.০	৪৬৭৩.৮	৪৫৩৮.৭	৪৪২৩.৫	৪৩৯৯.৩	৪৩৩০.১
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৮৭.৭	৮৭.১	৮৯.৭	৮৭.৬	৮৮.০	৮৯.৩	৮৯.৫	৮৯.৬	৯০.৬
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	৪৬.০	৪৫.৪	৪৭.৫	৪৬.২	৪৬.৬	৪৮.০	৪৮.৫	৪৮.৮	৪৯.৮
০২ -অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ এবং সমতা	১৫০.৩	১২৮.০	১৩১.৯	১৩০.১	১২৫.১	১১৭.৭	১১৪.০	১৩১.৭	১২৩.১
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	২.২	২.০	২.২	২.৪	২.৪	২.৩	২.৩	২.৭	২.৬
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	১.২	১.০	১.১	১.৩	১.২	১.২	১.২	১.৫	১.৪
০৩ -কার্যকর সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি	১৬৫.৮	২০৪.৭	১১১.৮	১৩৮.৬	১২৮.২	১০৫.৯	১১৯.০	৮৩.৪	৬৩.০
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	২.৫	৩.২	১.৮	২.৬	২.৪	২.১	২.৪	১.৭	১.৩
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	১.৩	১.৭	১.০	১.৪	১.৩	১.১	১.৩	০.৯	০.৭
০৪ -নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ	৫১৪.৮	৪৮৫.৬	৩৮৫.৯	৩৯৯.৯	৩৮৪.৯	৩১৮.৮	২৮৬.১	২৯৭.৭	২৬২.৮
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৭.৬	৭.৬	৬.৩	৭.৪	৭.২	৬.৩	৫.৮	৬.১	৫.৫
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	৪.০	৪.০	৩.৩	৩.৯	৩.৮	৩.৪	৩.১	৩.৩	৩.০

সূত্র : জিএফটি মডেল, অর্থ বিভাগ

সারণি ৪.১-তে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছর হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত জেন্ডারসংশ্লিষ্ট থিমেটিক এরিয়াতে বাজেট বরাদ্দ দেখানো হয়েছে। এতে লক্ষ করা যায় যে, মন্ত্রণালয়ের বাজেটের ৪৬-৫০ শতাংশ "নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি" থিমেটিক এরিয়ার জন্য নির্ধারিত, যা জেন্ডারসংশ্লিষ্ট মোট বাজেটের ৮৭-৯১ শতাংশ। অন্যদিকে, "অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ ও সমতা" থিমেটিক এরিয়াতে বরাদ্দকৃত বাজেট জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের ২ শতাংশ হতে ৩ শতাংশ, যা বিভাগের মোট বাজেট বরাদ্দের মাত্র ১ শতাংশ। "কার্যকর সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি" এবং "নারীর উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ" থিমেটিক এরিয়ার বরাদ্দ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট বরাদ্দের যথাক্রমে ১-২ শতাংশ এবং ৩-৪ শতাংশ। নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নজর অধিক থাকলেও জেন্ডার সমতা ও নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং সরকারি সেবায় নারীর অভিগম্যতা বৃদ্ধি করার জন্য অধিকতর অর্থায়ন প্রয়োজন।

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
১. সামাজিক সুরক্ষা	সমাজের অনগ্রসর, বিপন্ন এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদানে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা এবং প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি এবং হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবে নগদ অর্থ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা কার্যক্রমে শতভাগ নারী এবং অন্যান্য কার্যক্রমে ন্যূনতম ৫০ শতাংশ নারী অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক থাকায় মোট ৬৮.২১ লক্ষ নারীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে। ফলে নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হওয়ার সাথে সাথে দারিদ্র্য ঝুঁকি হ্রাস পাচ্ছে।
২. সেবামূলক সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	দেশব্যাপী গ্রাম ও শহর এলাকার দরিদ্র কর্মক্ষম ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠিত করে তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানপূর্বক দক্ষ জনশক্তি হিসেবে সমাজের মূল স্রোতোধারায় সম্পৃক্তকরণ ও দারিদ্র্য হ্রাসে এ কার্যক্রম বিশেষ অবদান রাখছে। এসব কার্যক্রমে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ নারী সুবিধা পাচ্ছে, যা নারী উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা রাখছে।

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
৩. সরকারি ব্যবস্থাপনায় সুবিধাবঞ্চিত শিশু সুরক্ষা	সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষে তাদের আবাসন, খাদ্য, পরিধেয়, শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সমাজে শিশুর অধিকার সুরক্ষিত হচ্ছে।
৪. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সেবা প্রদান	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে আবাসন সুবিধা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সহায়ক উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে তাদেরকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে সমাজের মূল স্রোতোধারায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। এ সকল কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী নারীর অগ্রাধিকার থাকায় তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিত হয়। ফলে তাদের সম্ভাব্য ক্ষতি ও ঝুঁকি হ্রাস পায়।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন

ক্রমিক নং	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	পরিমাপের একক	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
১.	বয়স্ক ভাতা (বেইজ লাইন ১,১০,৯৬,৪০০ জন)	%	৩৯.৭	৪৪.২	৫১.৪
২.	বিধবা ভাতা (বেইজ লাইন ৫১,৩২,০৯৩ জন)	%	৩৩.১	৩৯.৯	৪৮.২

বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমে ৫০ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক থাকায় একে KPI হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৭.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫৮.০১ লক্ষ ব্যক্তিকে বয়স্ক ভাতা, ২৫.৭৫ লক্ষ জন নারীকে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা এবং ২৯ লক্ষ ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের মাধ্যমে একটি কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে শতভাগ এবং বয়স্ক ভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫০ ভাগ নারীর অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়া সমাজসেবা অধিদপ্তরের শহর সমাজসেবা উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে মহিলাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন ট্রেডে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৮০টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ২০,৫৬৮ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ পেয়েছে, যার মধ্যে ৯,৬৬৫ জন অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৪৬.৯৯ ভাগ নারী। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীরা ঘরে বসেই সাংসারিক সকল দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নিজ নিজ পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করছেন।

৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মধ্যে প্রায় ৩৯.০ শতাংশ নারী প্রতিবন্ধী। এছাড়া বর্তমানে ভাতা ও উপবৃত্তিপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধীর মধ্যে ৩৮.৯৮ শতাংশ নারী। সে প্রেক্ষিতে প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণসহ প্রতিবন্ধী নারীদের প্রতিবন্ধী সুরক্ষায় উপস্থিতি কম;
- যে সকল পরিবার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যত্ন নিচ্ছে, সে সকল পরিবারের জন্য একটি বিশেষ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণের বিষয়ে ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হলেও এ বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এখনো প্রক্রিয়াধীন;
- নারীর গড় আয়ু বেশি হলেও বয়স্ক ভাতাভোগীর মধ্যে নারী ভাতাভোগীর হার তুলনামূলকভাবে কম; এবং
- প্রাপ্ত বেসরকারি এতিমখানাসমূহে বছরে ১.১ লক্ষ শিশুকে ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান করা হলেও তন্মধ্যে তুলনামূলক অধিকতর ঝুঁকিতে বালিকা এতিম শিশু সুবিধাভোগীর সংখ্যা শতকরা ১৫ ভাগেরও কম। দেশে পর্যাপ্ত বেসরকারি বালিকা এতিমখানা না থাকা একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সকল সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমে নারীর অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধিতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- প্রতিবন্ধী শিশুদের পরিবারকে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদানসংক্রান্ত বিশেষ সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম চালুর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী শিশু প্রতিপালনকারী নারীদের সহায়তা প্রদান করা;
- বিধবা ভাতা কার্যক্রমের আওতা সম্প্রসারণ করা;
- সুবিধাবঞ্চিত ও সামাজিক অনাচারের শিকার কন্যাশিশুদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের আওতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কন্যাশিশুদের জন্য কমিউনিটিভিত্তিক শিশু-সুরক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করা; এবং
- নারী উন্নয়নে গৃহীত চলমান কার্যক্রম বা প্রকল্পসমূহের ফলাফল বা প্রভাব মূল্যায়নের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত ও মানসম্মত পরিমাপক (indicator) চালু করা।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

১.০ ভূমিকা

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১-এ কর্মক্ষম জনসাধারণকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। পরিকল্পিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ খাতের কৌশল হবে জনমিতিক লভ্যাংশের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা। সৃজনশীল, কর্মমুখী, বিজ্ঞানধর্মী, উৎপাদন সহায়ক শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি করার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। মন্ত্রণালয়ের নিরন্তর প্রচেষ্টায় মাধ্যমিক স্তরে বর্তমানে ভর্তির হার ৬২.০৪ শতাংশ। এছাড়া মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত ৪৫:৫৫। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১-এ নারীশিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনে নারীশিক্ষা বৃদ্ধি, নারী-পুরুষের মধ্যে শিক্ষার হার ও সুযোগের বৈষম্য দূর করা এবং উন্নয়নের মূল ধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে শিক্ষানীতি-২০১০ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পাশাপাশি জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৮-এ নারী উন্নয়নের জন্য নারী শিক্ষার্থীদের আইসিটি-বিষয়ক সম্যক ধারণা দেয়ার নীতিমালা গৃহীত হয়েছে। শিক্ষাখাতের সার্বিক মান উন্নয়নে সরকার ধারাবাহিকভাবে এ বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান অব্যাহত রেখেছে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট জিডিপির শতকরা হারে প্রায় ০.৯ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট বাজেটের শতকরা হারে এ বিভাগের বাজেট প্রায় ৫.৬৩ শতাংশ।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ ও ১৭ অনুচ্ছেদে জনগণের মৌলিক অধিকার হিসেবে শিক্ষা সেবা প্রদানে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার প্রতিপালনে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ প্রাথমিক শিক্ষা-পরবর্তী শিক্ষা হতে শুরু করে শিক্ষার উচ্চ স্তর (tertiary level) পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও নীতিকৌশল প্রণয়ন করে থাকে। Allocation of Business অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ নারীর নিরক্ষরতা দূর করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছে। বিশেষ করে কন্যাশিশু ও নারীসমাজকে কারিগরি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ সকল বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করছে। এছাড়া কন্যাশিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি প্রদান অব্যাহত রাখা এবং মেয়েদের জন্য স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করার মতো বিষয়গুলোকে প্রধান্য দেয়া হচ্ছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নীতিসমূহ দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে শিক্ষাকে 'দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ' গড়ার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। সে লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি যুগোপযোগী জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন করেছে। শিক্ষানীতি-২০১০-এ নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত যে সকল নির্দেশনা রয়েছে তা হলো—নারীর মধ্যে সচেতনতা ও আস্থা সৃষ্টি করা, নারীকে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সচেতন করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে নারীর দক্ষতা বৃদ্ধি করা, দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা, নারীকে আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার লক্ষ্যে আত্মকর্মসংস্থান ও বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত করা, মহিলা শিক্ষকদের চাকুরিতে নিয়োগে বৈষম্য না রাখা এবং সমযোগ্যতাসম্পন্ন মহিলাদের বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থায় কর্মরত মহিলা ও পুরুষ পরিসংখ্যান

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	২২১	১৬৮	৫৩	২৪.০
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	৫,৭৬৫	৩,৪৪৩	২,৩২২	৪০.০
আঞ্চলিক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অফিসসমূহ	১৮০	১২৯	৫১	২৮.৩
জেলা শিক্ষা অফিসসমূহ	৭৪৮	৫৫৩	১৯৫	২৬.০
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসসমূহ	২,৫১১	২,১৫৪	৩৫৭	১৪.০

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়সমূহ	৮৭৫	৬৩৪	২৪১	২৮.০
সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ	১৮,৬১৩	১৩,৭৮৬	৪,৮২৭	২৬.০
সরকারি স্কুল ও কলেজসমূহ	১,৩৭৩	৯৭৬	৩৯৭	২৯.০
সরকারি মহাবিদ্যালয়সমূহ	৪০,০০১	২৯,৭৪৯	১০,২৫২	২৬.০
বেসরকারি মহাবিদ্যালয়সমূহ	৭৬,৩৯১	৫৫,৫৫৯	২০,৮৩২	২৭.০
বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ	২,৭৪,৫০২	১,৮৬,৭৬৬	৮৭,৭৩৬	৩২.০
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহ	১৯৯	১৫১	৪৮	২৪.০
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন	৩২৮	২৮৬	৪২	১২.৮
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	৪৬,৭০৬	৩৭,৭৬৫	৮৯৪১	১৯.১
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	১,৮৬৬	১,৭১৫	১৫১	৮.১
পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর	৮৪	৬৮	১৬	১৯.১
জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)	১৩৫	১১০	২৫	১৮.৫
বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)	৬১০	৫৪২	৬৮	১১.১
বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন	২২	১৪	৮	৩৬.৪
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড	২০৯	১৮০	২৯	১.৩৯
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট	২৭	২৪	৩	১১.০
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)	৬৫	৫২	১৩	২০.০
বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল	৫০	৩৬	১৪	২৮.০
মোট :	**৪,৪৯,৯৫৯**	**৩,১৬,৭২৭**	**১,৩৩,১৭২**	**২৯.৬**

সূত্র : বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
স্কুল পর্যায়ে শিক্ষা (সরকারি)	১৫,৩০৮	১০,৫১৮	৪,৭৯০	৩১.২৯
স্কুল পর্যায়ে শিক্ষা (বেসরকারি)	২,৬৩,২১০	১,৮২,২৪৯	৮০,৯৬১	৩০.৭৬
কলেজ পর্যায়ে শিক্ষা (সরকারি)	২৮,৭৬২	২০,৬৯৪	৮,০৬৮	২৮.০৫
কলেজ পর্যায়ে শিক্ষা (বেসরকারি)	১,০৫,৭২৩	৭৬,৭৭৪	২৮,৯৪৯	২৭.৩৮
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	১৬,৩৯৯	১১,৯৩০	৪,৪৬৯	২৭.২৫
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	১৬,২৪৫	১১,১৭৩	৫,০৭২	৩১.২২
মোট :	**৪,৭১,৪৮১**	**,৩৩৪,৮৬০**	**১,৩৬,৬২১**	**২৯.০০**

সূত্র : বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০২৩ সালে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো :

- স্কুল পর্যায়ে মোট ভর্তিকৃত ৯৪০৫৭৮৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ৫১৫৭৮৭৬ জন (৫৫ শতাংশ);
- কলেজ পর্যায়ে মোট ভর্তিকৃত ৫০,৯৩,৮৯১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ২৫,৮৫,১৭৭ জন (৫১ শতাংশ);

- শিক্ষক প্রশিক্ষণে মোট ৩৩,৭৭৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৪,৭৪৮ জন (৪৪ শতাংশ);
- পেশাগত শিক্ষায় মোট ১,৭৪৯৪৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১,০৭,৬১৪ জন (৬২ শতাংশ) নারী শিক্ষার্থী;
- সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত মোট ১০,৬৫,২৭৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে নারী শিক্ষার্থী ৩,৯৮,৬৮১ (৩৭ শতাংশ)।

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয়ে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বাজেট বর্ণনা	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪		২০২২-২৩			২০২১-২২		
	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত
পরিচালন বাজেট	**২৮৫৬৬.৮**	**২৫৯৩৩.৩**	**২৫১৭৮.৯**	**২৩৩৬০.৯**	**২৩৫৮৬.৭**	**২২৪০৩.৭**	**২২১৬৬.১**	**২১৭৫২.৩**	**২০৫২৫.৯**
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	১২৯৪৬.৯	১১৫২০.৭	১১৩০৯.৫	১০৬৪২.৪	১০৬৯৭.৪	১০০৮৭.৪	১০১৪২.৪	৯৯৫৮.০	৯৩০৯.৩
পরিচালন বাজেটের শতকরা হার (%)	৪৫.৩	৪৪.৪	৪৪.৯	৪৫.৬	৪৫.৪	৪৫.০	৪৫.৮	৪৫.৮	৪৫.৪
উন্নয়ন বাজেট	**১৫৫৪১.৫**	**১৬৯০৫.৭**	**৮৯৫২.৬**	**১৬৬০০.৫**	**১০০৬৪.৬**	**৮০৯২.০**	**১৪৩১৯.৫**	**১০৬৫৯.৭**	**৮৪৪৩.৫**
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	৮৫৩৭.৯	৯০৬৮.১	৪৮৯১.৯	৯২৭৪.৬	৫৪৯৬.২	৪৪৮২.০	৭৮৭৭.৫	৫৭৬০.৪	৪৬৭৭.৭
উন্নয়ন বাজেটের শতকরা হার (%)	৫৪.৯	৫৩.৬	৫৪.৬	৫৫.৯	৫৪.৬	৫৫.৪	৫৫.০	৫৪.০	৫৫.৪
মোট বাজেট	**৪৪১০৮.৩**	**৪২৮৩৯.০**	**৩৪১৩১.৫**	**৩৯৯৬১.৪**	**৩৩৬৫১.৩**	**৩০৪৯৫.৭**	**৩৬৪৮৫.৬**	**৩২৪১২.১**	**২৮৯৬৯.৫**
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	২১৪৮৪.৮	২০৫৮৮.৮	১৬২০১.৪	১৯৯১৭.০	১৬১৯৩.৫	১৪৫৬৯.৩	১৮০১৯.৯	১৫৭১৮.৩	১৩৯৮৭.০
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	**৪৮.৭**	**৪৮.১**	**৪৭.৫**	**৪৯.৮**	**৪৮.১**	**৪৭.৮**	**৪৯.৪**	**৪৮.৫**	**৪৮.৩**

সূত্র : জিএফটি মডেল, অর্থ বিভাগ

সারণি ৪.০-তে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটের চিত্র দেখানো হয়েছে, যা জেন্ডার-বিষয়ক খাতে বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয়ে ধারাবাহিক বৃদ্ধির প্রবণতা তুলে ধরে। পরিচালন বাজেট ২০২১-২২ অর্থবছরে ২২,১৬৬ কোটি টাকা থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২৮,৫৬৭ কোটি টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, যার মধ্যে জেন্ডার-বিষয়ক অংশ ১০,১৪২ কোটি টাকা থেকে ১২,৯৪৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা পুরো সময় জুড়ে শতকরা হিসেবে ৪৪ শতাংশ থেকে ৪৬ শতাংশে বজায় ছিল। উন্নয়ন বাজেট ১৪,৩২০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ১৬,৯০৬ কোটি টাকা হয়েছে, যেখানে জেন্ডার-বিষয়ক বরাদ্দ ২০২২-২৩ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ৯,২৭৫ কোটি টাকা ছিল এবং এটি ধারাবাহিকভাবে বাজেটের প্রায় ৫৪-৫৬ শতাংশ। সামগ্রিকভাবে, মোট বাজেট একই সময়কালে ৩৬,৪৮৬ কোটি টাকা থেকে ৪৪,১০৮ কোটি টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে মোট জেন্ডার-বিষয়ক অর্থায়ন ২১,৪৮৫ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বাজেটের প্রায় ৪৮ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ। পরিচালন এবং উন্নয়ন উভয় ক্ষেত্রেই ধারাবাহিক বাজেট বৃদ্ধি মূলত জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে।

৪.১ থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের ধারা

(কোটি টাকায়)

থিমেটিক এরিয়াসমূহ	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪		২০২২-২৩			২০২১-২২		
	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত
০১ -নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	৩৩০৪.৮	২৯৩১.১	২৫৮২.৯	২৭৩২.১	২৭৫৫.৮	২৫৮৭.০	২৫২৫.৪	২৫৪৮.০	২৪০৯.৭
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	১৫.৪	১৪.২	১৫.৯	১৩.৭	১৭.০	১৭.৮	১৪.০	১৬.২	১৭.২
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	৭.৫	৬.৮	৭.৬	৬.৮	৮.২	৮.৫	৬.৯	৭.৯	৮.৩
০২ -অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ এবং সমতা	১৩৪.০	১৪১.৫	১৪১.৫	১৪০.৬	১১১.৭	৮৯.৮	১১৩.২	৮৮.৭	৭৬.২
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	০.৬	০.৭	০.৯	০.৭	০.৭	০.৬	০.৬	০.৬	০.৫
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	০.৩	০.৩	০.৪	০.৪	০.৩	০.৩	০.৩	০.৩	০.৩

থিমেটিক এরিয়াসমূহ	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪		২০২২-২৩			২০২১-২২		
	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত
০৪ -নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ	১৮০৪৬.০	১৭৫১৬.২	১৩৪৭৭.০	১৭০৪৪.৩	১৩৩২৬.১	১১৮৯২.৫	১৫৩৮১.৪	১৩০৮১.৬	১১৫০১.১
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৮৪.০	৮৫.১	৮৩.২	৮৫.৬	৮২.৩	৮১.৬	৮৫.৪	৮৩.২	৮২.২
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	৪০.৯	৪০.৯	৩৯.৫	৪২.৭	৩৯.৬	৩৯.০	৪২.২	৪০.৪	৩৯.৭

সূত্র : জিএফটি মডেল, অর্থ বিভাগ

সারণি ৪.১-এ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত জেন্ডার-বিষয়ক প্রোগ্রামগুলোর জন্য বাজেট বরাদ্দের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই সময়ে বাজেটের ৩৯ শতাংশ থেকে ৪৩ শতাংশ, “নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ” থিমে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা জেন্ডার-বিষয়ক বরাদ্দের ৮২ শতাংশ থেকে ৮৬ শতাংশ। একই সময় “নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি” থিমেটিক এরিয়াতে বরাদ্দ মন্ত্রণালয়ের বাজেটের ৭ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশ , যা জেন্ডার-বিষয়ক বরাদ্দের ১৪ শতাংশ থেকে ১৮ শতাংশ। “অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ এবং সমতা” এরিয়াতে মোট বাজেটের ১ শতাংশের কম বরাদ্দ ছিল, যা এই সময়ে সর্বাপেক্ষা কম অগ্রাধিকার পেয়েছে।

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে বিভিন্ন স্টাডি পরিচালনা, বেইজলাইন সার্ভে, কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং মডেল বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপন করে থাকে। শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে।
সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন	মানসম্মত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে নতুন ভবন নির্মাণ, বিদ্যমান ভবন মেরামত ও সংস্কার এবং অনগ্রসর এলাকায় নতুন ভবন স্থাপন শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণে বিশেষ অবদান রাখছে। বিগত অর্থবছরের ধারাবাহিকতায় ছাত্রীদের আবাসনের জন্য সরকারি কলেজসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক হোস্টেল নির্মাণ, টয়লেট এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য র‌্যাম্প নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে, যা নারীবান্ধব কর্ম ও শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করছে।
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি, ঝরে-পড়ার হার হ্রাস করাসহ জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন

ক্রমিক নং	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	পরিমাপের একক	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
১.	মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী অনুপাত	অনুপাত	৪৭:৫৩	৪৫:৫৫	৪৫:৫৫
২.	উচ্চ শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির হার	%	২০.৩২	১৮.২০	১৭.১৯

মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০২১ সালে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১,০১,৯০,০২২ জন, যার মধ্যে ছাত্রী ৫৫,৭১,৩৪৮ জন এবং ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত ৪৫:৫৫, যা ২০২২ সালে অপরিবর্তিত ছিল। উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে ২০২১ ছাত্রীর ভর্তির হার ছিল ১৮.২০ শতাংশ, যা ২০২২ সালে সেই হার কিছুটা কমে দাঁড়ায় ১৭.১৯ শতাংশে ।

৭.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

২০২৩ শিক্ষাবর্ষে স্কুলসমূহে ভর্তিকৃত মোট ১,০১,৩৩,১৪৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ৫৫,৪১,৭১২ জন (৫৪.৬ শতাংশ)। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকুরি ২য় শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়েছে। যার প্রত্যক্ষ সুফল নারীশিক্ষকগণ ভোগ করছে। শিক্ষাকে মানসম্মত, সর্বব্যাপী ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক

সকল স্তরে ২০,৯১,৮৩,২৮৩ কপি এবং ব্রেইল বই ৫,৭৫২ কপিসহ মোট ২১,৩৩,০২,০৩১ কপি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে, যার অর্ধেকাংশের বেশি ছাত্রী এ সুবিধা পেয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ৪,৭৫,৪২,১২৭ জন নির্বাচিত শিক্ষার্থীকে ১১,২৯১.৩৪ কোটি টাকা উপবৃত্তি ও অন্যান্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এবং সমমান পর্যায়ের প্রায় ৬০ লক্ষ শিক্ষার্থীদের মাঝে ২১৯৬.৭০ কোটি টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হবে যার মধ্যে প্রায় ৭৫ শতাংশ ছাত্রী। স্নাতক পর্যায়ে মেয়েদের উপবৃত্তি চালু করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে ২০১৩ সাল থেকে ৩০শে মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত ১,৫৫,২৯,৭৯৯ জন স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীর মাঝে ৮৩২,৯৮,৩৮,৮৬০ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ১,৬৫,০০০ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ৯০ কোটি টাকা বিতরণ করা হবে, এর মধ্যে ছাত্রী ৭৫ শতাংশ। নারীদের উচ্চ শিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য চট্টগ্রামে Asian University for Women নামীয় একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন দেশের মেয়েরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছে।

৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- নিয়োগকালে মফস্বল এলাকায় সর্বদা যোগ্যতাসম্পন্ন নারী প্রার্থী না পাওয়া;
- দেশে এবং বিদেশে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও পেশাগত শিক্ষা ক্ষেত্রে সমান সুযোগের অভাবে পুরুষের তুলনায় সংখ্যা ও গুণগত দিক থেকে নারীরা অনেক পিছিয়ে আছে;
- বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার অনেকটা কমে এলেও এখনো পুরোপুরি নির্মূল করা যায়নি; এবং
- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষত সহশিক্ষা (Co-education) প্রতিষ্ঠানসমূহে মেয়েদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ স্যানিটেশন ও পানীয় জল, কমন রুম, আবাসন সুবিধা ইত্যাদি না থাকা।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণে ছাত্রীদের ভর্তির হার বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া;
- উচ্চ শিক্ষায় বিদ্যমান হারে মেয়েদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা;
- বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে অধিকসংখ্যক নারীদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা;
- দেশীয়, বিশ্ববাজার এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দক্ষতার প্রতি লক্ষ রেখে চাহিদাভিত্তিক দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে শিক্ষার সকল স্তরে আইসিটি কারিকুলাম নিয়মিত হালনাগাদকরণ; এবং
- উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে জেন্ডার সমতা আনয়ন করা জরুরি। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মেয়ে শিক্ষার্থীর অনুপাত বাড়ানোর লক্ষ্যে ২০১১ সালে প্রণীত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি অনুসরণ করে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের কোটা বৃদ্ধি, উদার শিক্ষাবৃত্তি ও অন্যান্য অর্থায়ন প্যাকেজের প্রচলন করা।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

১.০ ভূমিকা

চিকিৎসা শিক্ষার উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য খাতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা, যা নিরাপদ ও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করবে। স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভিত্তি ও চালিকাশক্তি। দেশের চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের সূতিকাগার। চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী অবকাঠামো ও বিশেষ সক্ষমতা নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও গবেষণা-এই তিন লক্ষ্যের সমন্বয়ে রোগীদের সর্বাধুনিক চিকিৎসা প্রদান, উচ্চ দক্ষতার চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্যবিষয়ক পেশাজীবী তৈরি করা এবং গবেষক তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। পাশাপাশি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, প্রজনন স্বাস্থ্য, নিরাপদ মাতৃত্ব ও সুস্থ শিশু জন্মদানের মাধ্যমে পরিকল্পিত পরিবার গঠনে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্যসেবা একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে নিশ্চিত করেছে। অনুচ্ছেদ- ১৮(১) এ জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী, ডাক্তার ও নার্স। মেডিকেল কলেজ, নার্সিং কলেজ, মেডিকেল টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ জনবল তৈরি করছে। এছাড়া, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, প্রজনন স্বাস্থ্য, নিরাপদ মাতৃত্ব ও সুস্থ শিশু জন্মদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিকল্পনা বিভাগ নাগরিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে ও ভূমিকা রাখছে।

Allocation of Business-এ স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের জন্য প্রণীত কার্যক্রমের মধ্যে নারী উন্নয়নসংক্রান্ত কার্যক্রম হলো স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান এবং জনগণের প্রত্যাশিত সেবার পরিধি সম্প্রসারণ; জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসা শিক্ষা, নার্সিং শিক্ষা, জাতীয় জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণসংক্রান্ত কার্যাবলি; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণসংক্রান্ত স্থাপনা, সেবা ইনস্টিটিউট ও কলেজ নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণ; শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্যসেবা এবং পুষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, ২০১১-এ বিধৃত নিম্নবর্ণিত লক্ষসমূহের আওতায় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ পুরুষের পাশাপশি নারীর স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নের জন্য মানসম্মত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী তৈরিতে ভূমিকা রাখছে:

- পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্পন্ন ও সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা;
- শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস করা;
- পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন ও স্বাস্থ্যসেবাকে আরো জোরদার ও গতিশীল করা;
- মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও যথাসম্ভব প্রতিটি গ্রামে নিরাপদ প্রসূতি সেবা নিশ্চিত করা;
- অতি দরিদ্র ও অল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণযোগ্য করা এবং পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রীর সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা;
- সকল চিকিৎসা শিক্ষা, নার্সিং শিক্ষা ও মেডিকেল টেকনোলজি ও স্বাস্থ্যসেবা সহায়কদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন ও দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী যুগোপযোগী করা।

বাংলাদেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১-এর লক্ষ্যসমূহের মধ্যে নিম্নবর্ণিত লক্ষ্যসমূহ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ সংশ্লিষ্ট :

১. নারীদের জন্য পুষ্টি সেবা প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং একই সাথে নারীর সর্বকালীন যেমন শিশুকাল, বয়ঃসন্ধিকাল, গর্ভকালীন ও বৃদ্ধাবস্থায়, সর্বোত্তম শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা;

২. নারীদের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাপ্রাপ্তি জোরদার করা;

৩. মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস করা;

৪. প্রাণঘাতী রোগ যেমন- AIDS প্রতিরোধে গবেষণা পরিচালনা করা বিশেষ করে গর্ভকালীন এবং একই সাথে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্য প্রচার করা;

৫. পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

৬. প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নতি করা এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

৭. পরিবার পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জেন্ডার বৈষম্য দূর করে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্যে টেকসই উন্নয়ন অর্জন বিশেষ করে নারী, শিশু ও বৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন সাধনে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। রূপকল্প ২০৪১-এর এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নসংক্রান্ত নিম্নরূপ লক্ষ বিনির্দেশ করা হয়েছে :

১. জীবনচক্রভিত্তিক রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার;

২. পুষ্টি সেবায় সকলের সমান অধিকার;

৩. যুগোপযোগী প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবা;

৪. প্রজনন স্বাস্থ্যে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার প্রতিষ্ঠা;

৫. বাল্যবিবাহ বন্ধ করা।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	১৫৮	১৩৭	২১	১৩.৩
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর (প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের জনবল)	৩৬৯৩৬	১১,২৭৩	২৫,৬৬৩	৬৯.৫
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর (প্রধান কার্যালয় এবং মেডিকেল কলেজসমূহ, ম্যাটস এবং আইএইচটিসমূহ)	৬৫৩৫	৪,৪০৫	২১৩০	৩২.০
জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)	৪৩৮	৩০৬	১৩২	৩১.৪
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর	২৩৫০	১২০০	১১৫০	৪৪.০
মোট	**৪৬,৪১৭**	**১৭,৩২১**	**২৯,০৯৬**	**৬২.৬৮**

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

কর্মসূচি	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রী	১১,১১০	৪,৪১৮	৬,৬৯২	৬০.০
নার্সিং-এ মাস্টার্স, বিএসসি ও ডিপ্লোমা কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	৪১,৩৬০	৯,০৮৬	৩২,২৭৪	৯০.০
মোট	**৫২,৪৭০**	**১৩,৫০৪**	**৩৮,৯৬৬**	**৭৪.২৬**

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয়ে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বাজেট বর্ণনা	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪		২০২২-২৩			২০২১-২২		
	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত
পরিচালন বাজেট	**৪৮৩৩.৬**	**৫৩৬৬.৯**	**৪২৬০.০**	**৪৭৬৮.৪**	**৪৩০৪.৪**	**৩০৯২.৩**	**৪২৫৮.৭**	**৪০২৯.৩**	**৩১৩০.৭**
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	২৫০২.১	২৬৯৩.৮	২২৩৭.৮	২৪১৪.৯	২১৯৪.৯	১৬১০.৭	২১৪৩.০	২০৩০.৫	১৬১২.২
পরিচালন বাজেটের শতকরা হার (%)	৫১.৮	৫০.২	৫২.৫	৫০.৬	৫১.০	৫২.১	৫০.৩	৫০.৪	৫১.৫
উন্নয়ন বাজেট	**৬৪৪৮.৯**	**৩২৫৪.০**	**১৯৯১.৩**	**২৮১৩.৮**	**২৩৯২.৮**	**১৭৬৫.৮**	**২৫৫৮.০**	**২০৮০.৩**	**১৪০৬.৬**
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	২৯৭৬.৬	১৩৩৪.৭	৮৩৭.০	১৩০৬.৬	৯৭১.৬	৬৯৮.৪	১২৩৪.০	৯৫৮.৬	৬৪০.৩
উন্নয়ন বাজেটের শতকরা হার (%)	৪৬.২	৪১.০	৪২.০	৪৬.৪	৪০.৬	৩৯.৬	৪৮.২	৪৬.১	৪৫.৫
মোট বাজেট	**১১২৮২.৪**	**৮৬২০.৯**	**৬২৫১.৩**	**৭৫৮২.২**	**৬৬৯৭.২**	**৪৮৫৮.১**	**৬৮১৬.৭**	**৬১০৯.৬**	**৪৫৩৭.৪**
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	৫৪৭৮.৬	৪০২৮.৫	৩০৭৪.৮	৩৭২১.৫	৩১৬৬.৫	২৩০৯.১	৩৩৭৭.০	২৯৮৯.১	২২৫২.৫
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	**৪৮.৬**	**৪৬.৭**	**৪৯.২**	**৪৯.১**	**৪৭.৩**	**৪৭.৫**	**৪৯.৫**	**৪৮.৯**	**৪৯.৬**

সূত্র : জিএফটি মডেল, অর্থ বিভাগ

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ২০২১-২২ হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিশ্লেষণ সারণি-৪.০-তে দেখানো হয়েছে। যেখানে পরিচালন ও উন্নয়ন উভয় বাজেটে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। পরিচালন বাজেটের আওতায় বরাদ্দ ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪২৫৮.৩৬ কোটি টাকা হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫৩৬৬.৮৯ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে, যা পরবর্তীকালে সামান্য হ্রাস পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪৮৩৩.৫৮ কোটি টাকা হয়েছে। এসময়কালে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ ৫০ শতাংশ হতে ৫২ শতাংশের মধ্যে রয়েছে। একই সময়ে উন্নয়ন বাজেটের বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়ে ২৫৫৮ কোটি টাকা থেকে ৬৪৪৯ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। সেই সাথে, বিগত কয়েক বছরে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ওঠানামা করে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ২৯৭৭ কোটি টাকা হয়। মোট বাজেটে এই প্রবৃদ্ধি প্রতিফলিত হয়েছে, যা ৬৮১৭ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১১২৮২ কোটি টাকা হয়েছে, জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ ৫৪৭৯ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে, একই সাথে, বাজেটে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ ৪৮ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশের মধ্যে রয়েছে। এ ধারার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, টেকসই জেন্ডার সমতা আনয়নের লক্ষ্যে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করে যাচ্ছে।

৪.১ থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের ধারা

(কোটি টাকায়)

থিমেটিক এরিয়াসমূহ	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪		২০২২-২৩			২০২১-২২		
	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত
০১ -নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	১৪.৫	১৬.০	১৩.৩	১৪.১	১৪.৮	৮.৮	১২.৫	১২.৯	৯.৬
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	০.৩	০.৪	০.৪	০.৪	০.৫	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	০.১	০.২	০.২	০.২	০.২	০.২	০.২	০.২	০.২
০২ -অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ এবং সমতা	১৫৯.১	২৫১.৯	৯৯.৪	১১৪.৫	৮৯.৪	৫৬.৮	১২৩.৬	১০৭.১	৫৮.২
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	২.৯	৬.৩	৩.২	৩.১	২.৮	২.৫	৩.৭	৩.৬	২.৬
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	১.৪	২.৯	১.৬	১.৫	১.৩	১.২	১.৮	১.৮	১.৩
০৩ -কার্যকর সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি	০.০	১০৯.৭	৯৩.০	১০৯.৭	৫৪.১	২০.১	৭৫.৩	৬৩.৩	৪৯.৯
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	০.০	২.৭	৩.০	২.৯	১.৭	০.৯	২.২	২.১	২.২
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	০.০	১.৩	১.৫	১.৪	০.৮	০.৪	১.১	১.০	১.১
০৪ -নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ	৫৩০৫.১	৩৬৫১.১	২৮৬৯.২	৩৪৮৩.৩	৩০০৮.৩	২২২৩.৪	৩১৬৫.৭	২৮০৫.৭	২১৩৪.৮
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৯৬.৮	৯০.৬	৯৩.৩	৯৩.৬	৯৫.০	৯৬.৩	৯৩.৭	৯৩.৯	৯৪.৮
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	৪৭.০	৪২.৪	৪৫.৯	৪৫.৯	৪৪.৯	৪৫.৮	৪৬.৪	৪৫.৯	৪৭.০

সূত্র : জিএফটি মডেল, অর্থ বিভাগ

সারণি ৪.১ হতে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতায় ২০২১-২২ হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ দেখা যাচ্ছে। এ বাজেটের অধিকাংশ বরাদ্দ, ৪৬.০ শতাংশ হতে ৪৭.০ শতাংশ "নারীর উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ" খাতের জন্য নির্ধারিত, যা জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের ৯৩.৭ শতাংশ হতে

৯৬.৮ শতাংশ। “অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ ও সমতা” খাতে বিভাগের বাজেটের সামান্য পরিমান বরাদ্দ ১.৮ শতাংশ হতে ১.৪ শতাংশ নির্ধারিত, যা জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের ৩.৭ শতাংশ হতে ২.৯৮ শতাংশ। “নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি” ও “কার্যকর সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি” খাত দুটিতে ০.২ শতাংশের কম বরাদ্দ পেয়ে থাকে। যদিও শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের উপর নজর দেয়া গুরুত্বপূর্ণ, তথাপি জেন্ডার সমতা বৃদ্ধি ও আর্থসামাজিক খাতে ভালো ফলাফল প্রাপ্তির জন্য অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং সরকারি চাকরিতে প্রবেশাধিকার খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্রদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং পরিবার পরিকল্পনা পরিষেবা প্রদান করা	সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা সেবা এবং পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে তৃণমূল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এ পর্যন্ত ১৩,৫০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ৩৯,৫০০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। গ্রামীণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা খাতের উন্নয়নের জন্য এটিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, মাতৃত্ব ও প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা	পরিবার পরিকল্পনা সেবা, মাঠকর্মীদের বাড়ি বাড়ি সেবা, প্রজনন সেবা ইত্যাদি মা ও কিশোরীদের স্বাস্থ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম এক্ষেত্রে বেশ কার্যকর। পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্প্রসারণের ফলে মহিলারা বিশেষ করে গরিব মহিলারা সঠিক সময়ে সন্তান ধারণ সম্পর্কে সচেতন হবেন এবং নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত হবে। সুস্থ ও কর্মক্ষম নারী ও কিশোরীরা অধিক হারে অর্থনৈতিক কর্মে সম্পৃক্ত হবেন।
হাসপাতালভিত্তিক মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম জোরদারকরণ	বিদ্যমান শিশু ও মাতৃকল্যাণ কেন্দ্রসহ মাতৃত্ব ও শিশু স্বাস্থ্য সম্পর্কিত হাসপাতালসমূহের অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। এর ফলে, নারী ও শিশুদের সাধারণ ও জটিল রোগের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।
চিকিৎসা শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা কার্যক্রম	ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক এবং এ ধরনের অন্যান্য কর্মীদের শিক্ষা এবং স্নাতকোত্তর বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একটি সু-প্রশিক্ষিত মহিলা স্বাস্থ্য কর্মী বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন

ক্রমিক নং	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	পরিমাপের একক	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
১.	শিশুমৃত্যু হার (৫ বছরের নিম্নে)	প্রতি হাজারে জীবিত জন্ম	২৮	২৮ (এসভিআরএস ২০২০)	৩১ (বিডিএইচএস ২০২২)
২.	মাতৃমৃত্যু হার	প্রতি হাজারে জীবিত জন্ম	১.৬৩	১.৬৩ (এসভিআরএস ২০২০)	১.৬ (বিএসভি এস ২০২২)
৩.	দক্ষ জন্মদান সহায়তাকারীর মাধ্যমে প্রসব	প্রতি একশত	৫৯	৫৩.০০ (বিডিএইচএস ২০১৭-১৮)	১৭ (এসভিআরএস ২০২২)
৪.	মোট প্রজনন হার (টিএফআর)	প্রতি একশত	২.০৪	২.০৪	২.১৫ (এসভিআরএস ২০২২)
৫.	শিশুদের অপুষ্টি (৫ বছরের নিচে)	প্রতি একশত	২৮	২৮ (বিডিএইচএস ২০১৭-১৮)	২৮ (বিডিএইচএস ২০১৭-১৮)
৬.	সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির আওতা সম্প্রসারণ	শতকরা হার	৮৩.৯	৯৩	৭০ বিডিএইচ এস ২০২২)

প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI) সমূহের প্রত্যেকটিই নারী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত। এর মধ্যে ‘মাতৃমৃত্যু হার’ এবং ‘দক্ষ জন্মদান সহায়তাকারীর মাধ্যমে প্রসব’ এই দুটি কর্মকৃতি সরাসরি এবং শুধু নারী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত।

৭.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

পরিবার পরিকল্পনা সেবা, মাঠকর্মীদের বাড়ি বাড়ি সেবা, প্রজনন সেবা, মা ও কিশোরীদের স্বাস্থ্য উন্নয়নের মাধ্যমে মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস পেয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ১.৫৬ হয়েছে, যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ছিল ১.৬৩। বিগত জুলাই ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ১৭৬.৫৪ মিলিয়ন সাইকেল খাবার বড়ি (সুখী-৩য় প্রজন্ম), ৯.৯৪ মিলিয়ন সাইকেল খাবার বড়ি (আপন), ২৮৯.৩৭ মিলিয়ন পিস কনডম বিতরণ, ২৮.৫০ মিলিয়ন ভায়াল ইনজেকটেবলস, ০.৪৩ মিলিয়ন আইইউডি এবং ০.৪৬ মিলিয়ন মহিলাকে ইমপ্ল্যান্ট পরানো হয়। অন্যদিকে ৭২,৯৯২ হাজার জন পুরুষ ও ২,১৫,২১৮ জন মহিলা অর্থাৎ সর্বমোট ২,৮৮,২১০ জনকে স্থায়ী পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। রক্তক্ষরণজনিত মাতৃমৃত্যু রোধকল্পে প্রসবের পর পরই ৪৯.৯০ লক্ষ ডোজ মিসোপ্রোস্টল (Misoprostol) বিতরণ করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবার আওতায় ৫,৪৩,৭৩৩টি স্বাভাবিক প্রসব ও ১৭,৫০৭টি সিজারিয়ান অপারেশন সম্পাদন করা হয়েছে। ২০০৯ সালে সরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ছিল ১৭টি যা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭টি হয়েছে। ২০০৯ সালে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ছিল ৪০টি যা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৭-টি হয়েছে। সরকারি ডেন্টাল কলেজ ১টি, বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ ১২টি হয়েছে। বর্তমানে সরকারি আইএইচটি ৭টি বৃদ্ধি পেয়ে ২৩টি, সরকারি ম্যাটস ৫টি বৃদ্ধি পেয়ে ১৬টি হয়েছে। এতে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৬০ শতাংশই নারী। স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে নার্সিং সেবার আওতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৫টি নার্সিং কলেজের স্থলে আরও ৫টি নতুন কলেজ নির্মাণপূর্বক চালু করে বর্তমানে ২০টি নার্সিং কলেজ বিদ্যমান এবং ১৬টি নার্সিং ইনস্টিটিউটকে নার্সিং কলেজ উন্নীত করা হয়েছে। প্রতি বছর ৫,০০০ প্রশিক্ষণার্থী তাদের কোর্স সম্পন্ন করে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদানসহ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসক, নার্স ও প্রযুক্তিবিদের ঘাটতি;
- দরিদ্র, প্রান্তিক এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে মহিলাদের পক্ষে সহজে সেবা প্রদানকারীর কাছে পৌঁছাতে না পারা; এবং
- ধর্মীয় প্রভাব, রোগীর প্রতি চিকিৎসা কর্মীদের সংবেদনশীল আচরণের অভাবে নারীর স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নে প্রসবপূর্ব, প্রসবকালীন, প্রসবোত্তর জরুরি সেবা কার্যক্রম এবং দক্ষ ধাত্রী ও মিডওয়াইফারি সেবার পরিমাণ বৃদ্ধি করা;
- পরিবার পরিকল্পনার স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণে সক্ষম দম্পতিদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহ প্রদান আরো জোরদার করা;
- কিশোর-কিশোরী এবং যুব নারী-পুরুষদের মধ্যে প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম বিস্তৃত করা;
- নারী রোগীদের প্রতি চিকিৎসাকর্মীদের সংবেদনশীল আচরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা; এবং
- কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে দক্ষ জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা করা এবং নিয়োজিত জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

১.০ ভূমিকা

তথ্যপ্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষের মধ্য দিয়ে বর্তমান বিশ্ব এখন এমন এক জায়গায় অবস্থান করছে যেখানে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা দুটোই সমান্তরালভাবে আমাদের সামনে রয়েছে। আজকের প্রযুক্তিগত বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশ এখন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে এগিয়ে চলছে। 'রূপকল্প ২০২১ : ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যে ব্যাপক প্রসার ঘটেছে, তা কাজে লাগিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সারাদেশে ইন্টারনেট কানেকটিভিটি স্থাপন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা এবং আইসিটি শিল্পের উন্নয়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে নারীকে সম্পৃক্ত করার উপর গুরুত্ব প্রকাশ করা হয়েছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

ই-গভর্নেন্স কাঠামো শক্তিশালীকরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (সংশোধিত-২০০৯), ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮; সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩, এজেন্সি টু ইনোভেট (এটুআই) আইন ২০২৩ জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮, সরকারি ই-মেইল নীতিমালা ২০১৮, ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা ২০১৯, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA) নির্দেশিকা ২০১৯, National Strategy for Robotics 2020, National Internet of Things Strategy Bangladesh 2020, National Block chain Strategy: Bangladesh 2020, Strategy to Promote Microprocessor Design Capacity in Bangladesh 2020, ডাটা সেন্টার নির্দেশিকা ২০২০, ৩৩৩-সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০২১, মেইড ইন বাংলাদেশ স্ট্রাটেজি ২০২১, ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব গাইডলাইন-২০২৩, স্মার্ট বাংলাদেশ পুরস্কার নীতিমালা-২০২৩ ইত্যাদি আইন, নীতিমালা এবং গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০১৬-৩০ মেয়াদে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত Sustainable Development Goal (SDG) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ দুইটি লক্ষমাত্রায় লিড বিভাগ হিসেবে রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) তে ICT Access-এর স্কোর ২০১৭ সালের ৩০.৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২৫-এ ৫০ এবং ২০৩১-৪১-এ ৮৫, Government's Online Service-এর স্কোর ২০১৭ সালে ৬২.৩ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২৫ সালে ৭৫ এবং ২০৩১-৪১ সালে ৯০ এবং e-Participation-এর স্কোর ২০১৭ সালের ৫২.৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২৫-এ ৭০ এবং ২০৩১-৪১-এ ৮৫ উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তাছাড়া চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল আনয়নে National Strategy for Artificial Intelligence Bangladesh-2020 এবং National Strategy for Robotics-2020 প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইন ও নীতিমালাসমূহ এবং গৃহীত কার্যক্রমসমূহ নিম্নোক্তভাবে নারী উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

ই-গভর্নেন্স কাঠামো শক্তিশালীকরণ : ই-গভর্নেন্স কাঠামো শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের মাধ্যমে সকল দপ্তর/সংস্থায় নেটওয়ার্ক ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ই-সেন্টার স্থাপন, সহায়তা প্রদান ও তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। এ সকল কর্মকান্ডের মাধ্যমে নারীরা সহজেই তথ্যজগতে প্রবেশ করতে পারছেন এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছেন।

মানবসম্পদ উন্নয়নে তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তিবিষয়ক শিক্ষার প্রসার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি : মানবসম্পদ উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক শিক্ষার প্রসার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি, জেলা ও উপজেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে আইসিটি বিষয়ে দক্ষ জনবল তৈরি করা হচ্ছে। ১১ হাজারেরও অধিক নারী উদ্যোক্তা 'একশপ প্লাটফর্ম'-এ যুক্ত হয়ে ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নারীদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা এবং নারীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে 'সাথী নেটওয়ার্ক' গঠন করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তির অবকাঠামোগত উন্নয়ন : তথ্য প্রযুক্তির বাণিজ্যিক ব্যবহারের সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধাদি যেমন–হাই-টেক পার্ক, আইটি ভিলেজ, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ইত্যাদি স্থাপনা তৈরি করা হচ্ছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে, ফলে নারীর কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হচ্ছে।

আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন : আইসিটি শিল্পের উন্নয়নে হাই-টেক পার্ক, আইটি ভিলেজ ও সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে নারী উদ্যোক্তাগণ স্পেস বরাদ্দ পাচ্ছেন এবং বিনিয়োগ করছেন। উদ্ভাবন পরিকল্পনা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমির আওতায় স্টার্ট আপ আইডিয়াকে অর্থায়ন, কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং ওয়ার্কিং স্পেস সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	১১৯	৮৩	৩৬	৪২.৮৪
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর	৬৪৩	৫৫৬	৮৭	১৩.৫
বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	৯৩	৮৬	০৭	৭.৫২
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	৯০	৮১	০৯	১০.০
ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ)-এর কার্যালয়	২৮	১৯	৯	৩২.১৪
মোট	**৯৭৩**	**৮২৫**	**১৪৮**	**১৭.৯৩**

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

- এজেন্ট ব্যাংকিং কর্মসূচির মাধ্যমে ২১ লক্ষেরও অধিক নারী উপকারভোগী সেবা লাভ করছেন;
- ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে ৫,৩৭৪ জন নারী উদ্যোক্তার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে; এবং
- জাতীয় হেল্প লাইনে ৩৩৩-এর মাধ্যমে ৯,১৫,৮৯৮টি মহিলা ও শিশু সহায়তা কল গৃহীত হয়েছে।

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয়ে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বাজেট বর্ণনা	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪		২০২২-২৩			২০২১-২২		
	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত
পরিচালন বাজেট	**৪২৩.৬**	**৩৫২.৫**	**৩১৬.৯**	**৩৮৫.৬**	**৩৩৫.৫**	**২৮৭.৪**	**৩৫৮.২**	**৩৬৬.৬**	**৩৩৮.৪**
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	১২০.০	৯৪.২	৮৩.৮	১০৬.৩	৮৯.৬	৭১.৭	৮৭.৭	৮৬.০	৭৬.৪
পরিচালন বাজেটের শতকরা হার (%)	২৮.৩	২৬.৭	২৬.৪	২৭.৬	২৬.৭	২৫.০	২৪.৫	২৩.৫	২২.৬
উন্নয়ন বাজেট	**২৪৪৮.৭**	**২০১৫.৯**	**১৯১২.১**	**১৫২৯.৯**	**১৫০৭.২**	**১৪৩৯.৮**	**১৩৬২.৫**	**১২৭৫.৫**	**১২৮৩.৮**
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	১০৩১.৩	৮৭৩.৬	৮০২.৩	৬০১.৭	৫৭৬.৫	৫৫৭.৩	৪৪৩.৯	৫১২.১	৫২৫.০
উন্নয়ন বাজেটের শতকরা হার (%)	৪২.১	৪৩.৩	৪২.০	৩৯.৩	৩৮.৩	৩৮.৭	৩২.৬	৪০.২	৪০.৯
মোট বাজেট	**২৮৭২.৩**	**২৩৬৮.৪**	**২২২৯.০**	**১৯১৫.৬**	**১৮৪২.৭**	**১৭২৭.২**	**১৭২০.৭**	**১৬৪২.০**	**১৬২২.১**
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	১১৫১.৪	৯৬৭.৮	৮৮৬.১	৭০৮.০	৬৬৬.২	৬২৯.০	৫৩১.৭	৫৯৮.১	৬০১.৪
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	**৪৬.৬**	**৪২.৬**	**৪১.৯**	**৩৮.৯**	**৩৯.৩**	**৩৯.২**	**৩৫.২**	**৩৯.৮**	**৪০.৫**

সূত্র : জিএফটি মডেল, অর্থ বিভাগ

সারণি ৪.০-এ ২০২১-২২ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বাজেটের জেন্ডার-প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ এবং ব্যয়ের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। পরিচালন বাজেট ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১-২২

অর্থবছরে পরিচালন বাজেট বরাদ্দ ছিল ৩৫৮ কোটি টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৪২৪ কোটি টাকা হয়েছে। যার মধ্যে জেন্ডার বাজেট বরাদ্দ ৮৮ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১২০ কোটি টাকা হয়েছে, যা এ খাতে বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। কারণ পরিচালন বাজেটে জেন্ডার উদ্যোগের বিষয়গুলোর জন্য বরাদ্দ ২৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে৷ উন্নয়ন বাজেট বৃদ্ধি আরও লক্ষণীয়। যা ১৩৬২ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে এখন দাঁড়িয়েছে ২৪৪৯ কোটি টাকা, যার মধ্যে জেন্ডার বরাদ্দ ৪৪৪ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০৩১ কোটি টাকা হয়েছে। যা পূর্বের তুলনায় পাঁচগুণ বেশি। এ বিভাগের বাজেটে জেন্ডারসংশ্লিষ্টতা গুরুত্বপূর্ণ প্রাধান্য পেয়েছে। জেন্ডার বরাদ্দের অনুপাত বর্তমানে ৩৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। পরিচালন এবং উন্নয়ন উভয় বাজেট ১৭২১ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৮৭২ কোটি টাকা হয়েছে। যেখানে মোট জেন্ডার বরাদ্দ ৫৩২ কোটি টাকা থেকে ১১৫১ কোটি টাকায় বৃদ্ধি হয়েছে। যা শতকরা হিসেবে ৩৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এ বৃদ্ধি জেন্ডার বৈষম্য মোকাবেলায় যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে দৃশ্যমান।

৪.১ থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের ধারা

(কোটি টাকায়)

থিমেটিক এরিয়াসমূহ	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪		২০২২-২৩			২০২১-২২		
	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত
০১ -নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	২৩২.৩	১২৭.৭	১১৯.৯	১২৬.১	১৪৩.৫	১২২.৪	১২৫.৯	৯৬.৯	৮৯.৫
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	২০.২	১৩.২	১৩.৫	১৭.৮	২১.৫	১৯.৫	২৩.৭	১৬.২	১৪.৯
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	৮.১	৫.৪	৫.৪	৬.৬	৭.৮	৭.১	৭.৩	৫.৯	৫.৫
০২ -অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ এবং সমতা	১৭৮.২	১০৪.৭	১৪৬.৫	৩৯.৯	৮৬.৫	৮৩.৪	৮৫.৫	৫২.৩	৬৯.৬
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	১৫.৫	১০.৮	১৬.৫	৫.৬	১৩.০	১৩.৩	১৬.১	৮.৭	১১.৬
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	৬.২	৪.৪	৬.৬	২.১	৪.৭	৪.৮	৫.০	৩.২	৪.৩
০৩ -কার্যকর সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি	৫০.৩	৩০.১	৫১.৩	৩৯.৯	৩৩.০	৩২.৭	২৫.১	২২.১	২১.৭
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৪.৪	৩.১	৫.৮	৫.৬	৫.০	৫.২	৪.৭	৩.৭	৩.৬
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	১.৮	১.৩	২.৩	২.১	১.৮	১.৯	১.৫	১.৩	১.৩
০৪ -নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ	৬৯০.৬	৭০৫.৪	৫৬৮.৫	৫০২.২	৪০৩.২	৩৯০.৫	২৯৫.২	৪২৬.৮	৪২০.৭
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৬০.০	৭২.৯	৬৪.২	৭০.৯	৬০.৫	৬২.১	৫৫.৫	৭১.৪	৭০.০
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	২৪.০	২৯.৮	২৫.৫	২৬.২	২১.৯	২২.৬	১৭.২	২৬.০	২৫.৯

সূত্র : জিএফটি মডেল, অর্থ বিভাগ

সারণি ৪.১-এ দেখা যায় যে, তথ্য-উপাত্ত ৪টি থিমেটিক এরিয়া অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে। “নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি” থিমেটিক এরিয়ার ক্ষেত্রে বাজেটে মোট বরাদ্দ ২০২১-২২ অর্থবছরে ১২৫.৯ কোটি থেকে টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২৩২.৩ কোটি টাকা হয়েছে। মোট জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ১৩.২ শতাংশ থেকে ২৩.৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এই থিমেটিক এরিয়া বাজেটের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রয়েছে, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি লক্ষ করা যায়। যদিও এই অংশে কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় তথাপি বাজেট বরাদ্দে এই থিমেটিক এরিয়ার অংশ বেশি। এছাড়া থিমেটিক এরিয়া “অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ এবং সমতা”র ক্ষেত্রে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮৫.৫ কোটি টাকা থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৮.২ কোটি টাকা হয়েছে যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অংশ ৫.৬ শতাংশ থেকে ১৫.৫ শতাংশ পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়েছে। এই ওঠানামা সত্ত্বেও এই থিমেটিক এরিয়াতে সাম্প্রতিক বছরে বৃদ্ধি লক্ষ করা যায় । থিমেটিক এরিয়া ‘কার্যকর সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি’, এখানে মোট বাজেটে ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ ২৫.১ কোটি টাকা থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৫০.৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। শতাংশ হিসেবে যা ৩.১ শতাংশ থেকে ৪.৭ শতাংশ পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়েছে। এই থিমেটিক অংশে বাজেটের অপেক্ষাকৃত কম বরাদ্দ হলেও এটি স্থিতিশীল এবং ধারাবাহিক রয়েছে। সর্বশেষ, ‘নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য

এবং কল্যাণ' থিমে মোট বাজেট ২০২১-২২ অর্থবছরে ২৯৫.২ কোটি টাকা থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৬৯০.৬ কোটি টাকা হয়েছে। যা শতাংশ হিসেবে ৫৫.৫ শতাংশ থেকে ৭২.৯ শতাংশে বিরাজমান। এই থিমেটিক এরিয়া ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রাপ্ত, যা এই থিমেটিক এরিয়ার গুরুত্ব/প্রাধান্যকে নির্দেশ করে।

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন	মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সরকারি সংস্থাসমূহ অধিকতর আইসিটি ব্যবহার করে জনগণকে দ্রুততর সময়ে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে অবকাঠামো উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। এ সব অবকাঠামোর উন্নয়নের ফলে আইসিটি-বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা	স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার জন্য তথ্য প্রযুক্তির প্রসার এবং এজন্য এ খাতে দক্ষ জনবল ও উদ্যোক্তা তৈরি করার জন্য নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বর্তমানে আইসিটি শিল্পের উন্নয়নে নারীরা অসামান্য অবদান রাখছে। ফলে আইসিটি শিল্পের প্রসার হচ্ছে, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নারীদের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন

ক্রমিক নং	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	পরিমাপের একক	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
১.	ই-সেবার ব্যবহার বৃদ্ধি	সুবিধাভোগীর সংখ্যা (কোটি)	২.৮৫	৩.৭৫	১৭.০০
২.	আইটি স্কিল/ফ্রিল্যান্সার প্রশিক্ষণের	সংখ্যা (হাজার)	১৫০০	২০০০	৮০০০
৩.	ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি সম্প্রসারণ	ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা (মিলিয়ন)	৩১.৫	৩২.১	১২৯.৪০

৭.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

প্রতিবছর সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে আইটি-বিষয়ক উদ্ভাবনীসমূহের প্রচারের জন্য বিভাগ, জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন মেলা/অনুষ্ঠান আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ে আয়োজন করা হচ্ছে বিপিও সামিট, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড, ডিজিটাল ডিভাইস এন্ড ইনোভেশন এক্সপো যার মাধ্যমে সম্ভাব্য নারী উদ্যোক্তাগণ উপকৃত হচ্ছে। ডিজিটাল অপরাধ বিষয়ে মেয়েদের সচেতন করার লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে শুরু করে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত ১,৩২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ৮৯,০৮৫ জন নারী শিক্ষার্থীকে 'ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিসিসি 'Office Applications & Unicode Bangla under WID' কোর্স পরিচালনা করছে। এছাড়াও 'Women IT Frontier Initiative (WIFI)' নামে একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ২০১৭ সাল হতে চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৭১১ জন নারীকে উদ্যোক্তা হিসেবে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- নারীর ডিজিটাল এক্সপোজারের অভাব এবং ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসে নারীদের উপস্থিতি কম;
- ইন্টারনেটের ব্যবহার বৃদ্ধি পেলেও ধীরগতি ব্রডব্যান্ড স্পিড নারীদের পক্ষে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা কঠিন হবে;
- সাইবার দুনিয়ায় নারীর জন্য অবমাননাকর বিষয়সমূহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে; এবং
- নারীদের জন্য আইসিটি সেক্টরে বিনিয়োগে Venture Capital-এর অভাব।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রকল্পসমূহের বিভিন্ন কমিটিতে নারী সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত রাখা;
- আইসিটি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া;
- আইসিটি ব্যবহার-শিক্ষার প্রসারে আইসিটিবিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং আইসিটি শিল্পে নারীদের আকৃষ্ট করতে সুনির্দিষ্টভাবে প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখা;
- সাইবার দুনিয়ায় নারীর জন্য অবমাননাকর বিষয়সমূহ দূরীকরণ, বিজ্ঞ আদালতে প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদন প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাকরণ এবং ডিজিটাল অপরাধ বিষয়ে মেয়েদেরকে সচেতন করার ব্যবস্থা করা;
- প্রশিক্ষিত ও দক্ষ নারী উদ্যোক্তা ও কর্মকর্তা কর্তৃক ডিজিটাল স্বাক্ষর সঠিক ব্যবহারে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসে নারীদের টেকসই অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা; এবং
- নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে Venture Capital-এর ব্যবস্থা করা।

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ

১.০ ভূমিকা

টেকসই মানব উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে গুণগত স্বাস্থ্যসেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ সাধারণভাবে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ ও তাদের শ্রম উৎপাদনশীলতা ও দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে এগুলোর বিশাল ইতিবাচক প্রভাব বিদ্যমান। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের নারী-পুরুষ সকলের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে কাজ করছে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ। নারী-পুরুষ সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা খাতে উন্নতির জন্য স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ যাবতীয় পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন করছে এবং অধীন সংস্থা ও বিভাগসমূহের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করছে। নারী-পুরুষ সকলের জন্য সমরূপী ও সমপরিমাণ সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি চিকিৎসাক্ষেত্রে চিকিৎসক হিসেবে, সেবিকা হিসেবে এমনকি অস্ত্রোপচারকারীর ভূমিকায়ও নারীর স্বাচ্ছন্দ্য অংশগ্রহণের প্রতি স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে। নারী সেবাদানকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে অধিকমাত্রায় নারীদের সেবা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ (ক) এবং ১৮ (ক) অনুচ্ছেদে সকলের জন্য ন্যূনতম স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার বিধান করা হয়েছে। এর আলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি-২০১১ প্রণয়ন করেছে যার মাধ্যমে সকলের জন্য প্রাথমিক ও জরুরি স্বাস্থ্যসেবা সমভাবে নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়াও মন্ত্রণালয় অন্যান্য যে নীতিসমূহ প্রণয়ন করেছে সেগুলো হলো–National Population Policy-2012, Healthcare Financing Strategy 2012-2032, Gender Equity Strategy-2014, National Nutrition Policy-2015, National Drug Policy-2016, Bangladesh National Strategy for Maternal Health 2015-30, National Strategy for Adolescent Health-2017।

জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি-২০১১-এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবায় জেন্ডার সমতা এবং বিশেষ করে মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় নারীর অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

National Population Policy-2012 নারীর অগ্রযাত্রায় নিম্নের লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করেছে :

১. শিশু ও মাতৃমৃত্যু হ্রাস এবং নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করে মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নততর করা;

২. জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে জেন্ডার বৈষম্য নিরোধে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ জোরদার করা;

৩. সকল সরকারি এবং বেসরকারি কর্মসূচিতে জেন্ডার সংবেদনশীল কর্মকৌশল প্রণয়ন করা;

৪. নারীর প্রতি সকলপ্রকার সহিংসতা রোধ করা এবং একই সাথে নারী ও শিশু পাচার এবং তাদের যৌন হয়রানি প্রতিরোধ করা; এবং

৫. পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে নারী এবং পুরুষের সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সিভিল সার্জন	৫৭	৫৪	৩	৫.৩
ডেপুটি সিভিল সার্জন	২১	২০	১	৪.৮
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	৪৬৭	৪৩৭	৩০	৬.৪
আবাসিক মেডিকেল অফিসার	১৬৫	১৫৩	১২	৭.৩

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
ডেন্টাল সার্জন	৩৩৬	২০৪	১৩২	৩৯.৩
মেডিকেল অফিসার	১৭	১৪	৩	১৭.৭
নার্স	১,৫৪৫	২৮	১,৫১৭	৯৮.২
মোট	**২,৬০৮**	**৯১০**	**১,৬৯৮**	**৬৫.১**

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

চলমান অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১০,৫৮৬ জন। তন্মধ্যে ৬,২৩৬ জন নারী অর্থাৎ মোট ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৫৫ শতাংশ নারী। নার্সিং-এ মাস্টার্স, বিএসসি ও ডিপ্লোমা কোর্সে সরকারি-বেসরকারি কলেজ ও ইনস্টিটিউটে মোট ৪০,৮৬০টি আসনের মধ্যে ৩৬,৭৭৪টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত, যা মোট আসনের ৯০ শতাংশ।

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয়ে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বাজেট বর্ণনা	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪		২০২২-২৩			২০২১-২২		
	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত
পরিচালন বাজেট	**১৬৩৮৩.৯**	**১৭২২০.৫**	**১৪১৮৬.৫**	**১৩৪৩০.২**	**১৩২৬০.৭**	**১১০০৮.৯**	**১২৯১৩.৬**	**১৩১৫১.০**	**১০৪৬০.০**
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	৮২৯১.৩	৮৯২২.৪	৭২১২.৯	৬৮৩৩.৩	৬৭১৩.৯	৫৬২৮.২	৬৪৫৬.১	৬৭০৭.৮	৫৩১২.৬
পরিচালন বাজেটের শতকরা হার (%)	৫০.৬	৫১.৮	৫০.৮	৫০.৯	৫০.৬	৫১.১	৫০.০	৫১.০	৫০.৮
উন্নয়ন বাজেট	**১৩৭৪১.৩**	**১২২০৯.১**	**৯৩৪৫.৫**	**১৫৮৫১.৫**	**৯৭৯১.০**	**৬৬৫৯.৭**	**১৩০০০.২**	**১৩০১৩.৬**	**১০১২৭.১**
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	৫২৫৫.৩	৫৩১৭.৬	৪২৮৬.১	৭৩৩৭.৩	৪৫১৭.২	৩০৬৮.৬	৫৯৮০.৮	৬১২৭.৫	৪৮২১.৫
উন্নয়ন বাজেটের শতকরা হার (%)	৩৮.২	৪৩.৬	৪৫.৯	৪৬.৩	৪৬.১	৪৬.১	৪৬.০	৪৭.১	৪৭.৬
মোট বাজেট	**৩০১২৫.২**	**২৯৪২৯.৬**	**২৩৫৩২.০**	**২৯২৮১.৭**	**২৩০৫১.৭**	**১৭৬৬৮.৬**	**২৫৯১৩.৮**	**২৬১৬৪.৭**	**২০৫৮৭.১**
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	১৩৫৪৬.৫	১৪২৪০.০	১১৪৯৯.০	১৪১৭০.৭	১১২৩১.১	৮৬৯৬.৯	১২৪৩৬.৯	১২৮৩৫.৩	১০১৩৪.১
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	**৪৫.০**	**৪৮.৪**	**৪৮.৯**	**৪৮.৪**	**৪৮.৭**	**৪৯.২**	**৪৮.০**	**৪৯.১**	**৪৯.২**

সূত্র : জিএফটি মডেল, অর্থ বিভাগ

সারণি-৪.০ হতে দেখা যায় যে, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের ২০২১-২২ হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিশ্লেষণ যেখানে পরিচালন ও উন্নয়ন উভয় বাজেটে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। পরিচালন বাজেটের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ ১২৯১৩.৬২ কোটি টাকা হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দ ১৭২২০.৫০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে, যা পরবর্তীকালে সামান্য হ্রাস পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৬৩৮৪ কোটি টাকা হয়েছে। এ সময়কালে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ ৫০ শতাংশ হতে ৫১ শতাংশের মধ্যে রয়েছে। এ সময়ে উন্নয়ন বাজেটের বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৫৮৫১ কোটি টাকা হয়েছে, যেখানে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেটে সর্বোচ্চ ৭৩৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জেন্ডারসংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পে বরাদ্দ বৃদ্ধির ফলে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ ৪৬.০১ শতাংশ হতে ৪৬.২৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। মোট বাজেটে এই ঊর্ধ্বমুখী ধারা প্রতিফলিত হয়েছে, এ বরাদ্দ ২৫,৯১৩ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩০,১২৫ কোটি টাকা হয়েছে, যা টেকসই জেন্ডার-সমতা আনয়নের ক্ষেত্রে এ বিভাগের আর্থিক পরিকল্পনা এবং নীতি বাস্তবায়নের প্রমাণক।

৪.১ থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের ধারা

(কোটি টাকায়)

থিমেটিক এরিয়াসমূহ	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪		২০২২-২৩			২০২১-২২		
	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত
০১ -নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	৫৫৬.১	১২৩৭.৭	৭৮৮.৩	৮২৪.১	৬৬৬.০	৫৬১.৫	৭০৮.৬	৬৯৩.৪	৫১৫.৩
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৪.১	৮.৭	৬.৯	৫.৮	৫.৯	৬.৫	৫.৭	৫.৪	৫.১
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	১.৮	৪.২	৩.৩	২.৮	২.৯	৩.২	২.৭	২.৭	২.৫

থিমেটিক এরিয়াসমূহ	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪		২০২২-২৩			২০২১-২২		
	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত
০২ -অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ এবং সমতা	৪৯.৪	১২৩৩.৭	৬৫৪.১	৭৪২.৯	৪৪৯.৬	৩৯৪.৮	৬৫০.৪	৫৩৪.১	৩৭৬.৯
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	০.৪	৮.৭	৫.৭	৫.২	৪.০	৪.৫	৫.২	৪.২	৩.৭
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	০.২	৪.২	২.৮	২.৫	২.০	২.২	২.৫	২.০	১.৮
০৩ -কার্যকর সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি	৮৫৮.১	৯৭৩.১	৭১৩.৫	৬৯৫.৬	৬৮৬.৯	৮৪৭.৩	৬০৯.৫	৬৯৪.০	৭২৬.৯
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৬.৩	৬.৮	৬.২	৪.৯	৬.১	৯.৭	৪.৯	৫.৪	৭.২
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	২.৮	৩.৩	৩.০	২.৪	৩.০	৪.৮	২.৪	২.৭	৩.৫
০৪ -নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ	১২০৮২.৯	১০৭৯৫.৫	৯৩৪৩.২	১১৯০৮.১	৯৪২৮.৭	৬৮৯৩.৪	১০৪৬৮.৩	১০৯১৩.৮	৮৫১৫.১
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৮৯.২	৭৫.৮	৮১.৩	৮৪.০	৮৪.০	৭৯.৩	৮৪.২	৮৫.০	৮৪.০
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	৪০.১	৩৬.৭	৩৯.৭	৪০.৭	৪০.৯	৩৯.০	৪০.৪	৪১.৭	৪১.৪

সূত্র : জিএফটি মডেল, অর্থ বিভাগ

সারণি ৪.১ হতে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছর হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন থিমেটিক এরিয়াতে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ দেখা যাচ্ছে। এ বাজেটের অধিকাংশ বরাদ্দ, "নারী উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ" খাতের জন্য নির্ধারিত। এটি জেন্ডারসংশ্লিষ্ট মোট বরাদ্দের ৮৪.২ শতাংশ হতে ৮৯.২ শতাংশ এবং স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের মোট বাজেটের ৩৬.৭ শতাংশ হতে ৪১.৭ শতাংশ। "নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি" থিমেটিক এরিয়াতে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ ৪.১ শতাংশ হতে ৮.৭ শতাংশ, যা এ বিভাগের মোট বাজেটের ১.৮ শতাংশ হতে ৪.২ শতাংশের মধ্যে রয়েছে। "অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ ও সমতা" থিমেটিক এরিয়াতে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের ০.৩৬ শতাংশ হতে ৮.৬৬ শতাংশ, যা এ বিভাগের মোট বাজেট বরাদ্দের ০.১৬ শতাংশ হতে ৪.১৯ শতাংশ। "কার্যকর সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি"-তে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের ৪.৯ শতাংশ হতে ৯.৭ শতাংশ, যা বিভাগের মোট বাজেট বরাদ্দের ২.৪ শতাংশ হতে ৪.৮ শতাংশ। যদিও শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণের উপর নজর দেয়া গুরুত্বপূর্ণ, তথাপি জেন্ডার-সমতায় ভারসাম্য আনয়নের জন্য অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং সরকারি চাকরিতে প্রবেশাধিকার খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
১. কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা প্রদান	কমিউনিটি ক্লিনিককেন্দ্রিক কমিউনিটি গ্রুপ, কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ কার্যকর করায় নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে।
২. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালসমূহের অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও প্রয়োজনীয় জনবল পদায়নের মাধ্যমে সাধারণ ও জটিল রোগের চিকিৎসার সুযোগ নিশ্চিত করা	সাধারণ জনগণের পাশাপাশি নারীদেরও সাধারণ ও জটিল রোগের চিকিৎসা সেবা গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩. বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান সাধারণ ও রেফারেল পদ্ধতির মাধ্যমে জনগণের জটিল ও গুরুতর রোগের অত্যাধুনিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষায়িত হাসপাতালের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা	সাধারণ জনগণের পাশপাশি নারীদেরও উন্নত ও বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে নারীরা শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতি হতে রক্ষা পাচ্ছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন

ক্রমিক নং	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	পরিমাপের একক	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
১.	শিশুমৃত্যুর হার (৫ বছরের নিম্নে)	প্রতি হাজার জীবিত জন্মে	২৮	২৮	২৮
২.	মাতৃমৃত্যুর হার	প্রতি হাজার জীবিত জন্মে	১.৬৫	১.৬৩	১.৬৭
৩.	দক্ষ জন্মদান সহায়তাকারীর মাধ্যমে প্রসব	প্রতি একশত	৫৯	৫৯	৫০

ক্রমিক নং	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	পরিমাপের একক	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
৪.	মোট প্রজনন হার (টিএফআর)	প্রতি মহিলা	২.০৪	২.০৪	২.০২
৫.	শিশুদের অপুষ্টি (৫ বছরের নিচে)	প্রতি একশত	২৮	২৮	২৮
৬.	সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির আওতা সম্প্রসারণ	শতকরা হার	৮৩.৯	৮৩.৯	৯৯.৮

৭.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে সরকার প্রতি ৬,০০০ লোকের জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করে চলছে। এ পর্যন্ত ১৪,৮৭৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে যেখানে শতকরা ৮০ ভাগ সেবাগ্রহীতা নারী ও শিশু। ১,১২৬টি ক্লিনিকে নরমাল ডেলিভারি হচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত এর হার বাড়ছে। নার্সিং পেশার গুরুত্ব বিবেচনায় নার্সদের গ্রেড এক ধাপ উন্নত করে ২য় শ্রেণি করা হয়েছে। ৩২টি সরকারি হাসপাতালে ‘নারীবান্ধব হাসপাতাল কর্মসূচি’ চালু করা হয়েছে যেখানে মহিলাদের জন্য দ্রুত মানসম্মত সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ একটি রায়ের প্রেক্ষিতে Health Care Protocol প্রস্তুত করা হয়েছে যা Health Sector Response to Gender Based Violence-Protocol নামে অভিহিত। এ প্রটোকলটি মৌলভীবাজার ও জামালপুর জেলার ১৩টি উপজেলায় পাইলটিং সম্পন্ন করা হয়েছে। এই প্রটোকলের মাধ্যমে Gender Based Violence সম্পর্কিত সেবার বিষয়ে ‘Encouragement’ থেকে ‘Enforcement’-এর প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে। এতে স্বাস্থ্য সেক্টরে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হবে, পাশাপাশি Medico-legal পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আসবে সময়োপযোগী পরিবর্তন।

৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস করা একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ যা অতি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন;
- ২৪ ঘণ্টা সেবা প্রদানকারী কেন্দ্রের অপ্রতুলতা, বেসরকারি কেন্দ্রে C-Section-এর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়া, বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্মত সেবার অনিশ্চয়তা এবং কার্যকর রেফারেলের অভাব;
- বয়ঃসন্ধিকালে প্রজনন অত্যন্ত উদ্বেগজনক। মাতৃমৃত্যু হ্রাসের ক্ষেত্রে এটি একটি মারাত্মক ঝুঁকি। উপরন্তু এটি প্রজনন স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ যা কি না মৃত্যুঝুঁকিও বাড়ায়;
- জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা খাতের সক্ষমতা আশানুরূপ নয় যা কি না HNP সেবা উন্নতির বাধাস্বরূপ; এবং
- কমিউনিটি গ্রুপ এবং কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপে নারীর অংশগ্রহণ থাকা সত্ত্বেও সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারীর সংশ্লিষ্টতা কম।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরে আরও অর্থের সরবরাহ বাড়িয়ে মানুষের অনাকাঙ্ক্ষিত অর্থ ব্যয় কমিয়ে আনা;
- নারী ও সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য নিরাপদ স্বাস্থ্যসেবা জোরদার করা;
- কিশোরী স্বাস্থ্যসেবাসহ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের হার বৃদ্ধি করা, দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা;
- নীতি নির্ধারকদের সুবিধার্থে জেন্ডারভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ নিয়মিত করা এবং এর ব্যবহার পরিধি বাড়ানো;
- নারীদের জন্য যৌন হয়রানিমুক্ত কর্মস্থল ও কর্ম পরিবেশ; এবং
- দুর্গম এলাকায় মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত ও চলমান রাখার জন্য পুরস্কার/প্রণোদনা ব্যবস্থা চালু করা।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

দেশের উন্নয়নে অন্যতম চালিকাশক্তি যুবসমাজ। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যুব সমাজ। সর্বাপেক্ষা সৃজনশীল ও উৎপাদনক্ষম শক্তি হওয়ায় যুব সমাজের কর্মস্পৃহা দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব। যুব সমাজের অমিত শক্তি ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে যুবদের প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন ও কল্যাণমুখী যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দক্ষ যুবশক্তি বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অন্যদিকে, আধুনিক বিশ্বে 'ক্রীড়া' দেশের সার্বিক উন্নয়নের বার্তা বহন, সুনাম অর্জন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নে ক্রীড়ার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। জেন্ডার সমতা আনয়নের ক্ষেত্রেও ক্রীড়ার ভূমিকা অপরিসীম। সুপরিকল্পিত ক্রীড়া কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নারীদের পরিপূর্ণ শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সম্ভব। ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়, যার ফলে নারীর মাঝে নেতৃত্বের গুণাবলি সঞ্চার হয়। এভাবে নারী ক্ষমতায়নের পথ প্রসারিত হয়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশের সকল সক্ষম নাগরিক যেন ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে সে লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের ম্যান্ডেট

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, জাতীয় যুব নীতি-২০১৭ এবং জাতীয় ক্রীড়া নীতি-১৯৯৮ সহ সরকারের বিভিন্ন নীতিসমূহে যুব সমাজকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব নীতি কৌশলে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় যুবদের শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে তাদের পূর্ণ শক্তিকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ক্রীড়াঙ্গনে নারীদের অংশগ্রহণকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে নারীর জন্য ক্রীড়া অবকাঠামোগত সুবিধার উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। যুবমহিলাদের বিরুদ্ধে সকল ধরনের বৈষম্য দূর করার নিমিত্ত সরকারের নারীর ক্ষমতায়ন কৌশল ও নীতি বাস্তবায়নসহ জাতীয় জীবনের সকল পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ অংশগ্রহণের জন্য যুবনারীকে সক্ষম করে গড়ে তোলায় এ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সকল বিভাগীয় শহরে ক্রীড়া কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। সকল ধরনের খেলায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণপূর্বক তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জাতীয় যুব নীতিতে যুব শ্রেণিসহ সমগ্র জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ নীতি অনুযায়ী ১৮-৩৫ বছরের বয়সসীমার মধ্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশি নাগরিক যুব বলে গণ্য। এছাড়াও জাতীয় যুব নীতি-২০১৭-এর ৮.৩.২১ নম্বর অনুচ্ছেদে যুবনারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ১০.৪.৫ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সমাজের সর্বত্র যুবনারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ১০.৪.৬ নম্বর অনুচ্ছেদে সব ধরনের পরিবহণে যুবনারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় যুব ও ক্রীড়া নীতিকে নারীবান্ধব নীতি হিসেবে প্রণয়নের প্রয়াস নিয়েছে। জাতীয় ক্রীড়া নীতিমালা-১৯৯৮ এর ২.৩ ও ২.১০ নম্বর অনুচ্ছেদে ক্রীড়া ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সর্বস্তরের ক্রীড়া সংগঠন এবং ক্রীড়া নেতৃত্বে মহিলাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৯০	৬৯	১৬	১৭.৭
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	৫২০৪	৪৪৯৯	৭০৫	১৩.৫
ক্রীড়া পরিদপ্তর	৪১২	৩৫৫	৫৭	১৩.৮

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	৪৮৭	৪২৮	৫৯	১২.১
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)	৩২০	২৯১	২৯	৯.০
শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	৬৬	৪৮	১৮	২৭.২
বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন	২	২	০	০
মোট	**৬৫৮১**	**৫,৬৯২**	**৮৮৪**	**১৩.৪**

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয়ে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বাজেট বর্ণনা	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪		২০২২-২৩			২০২১-২২		
	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত
পরিচালন বাজেট	**৯৭৭.৭**	**৯২০.৮**	**৯১৫.১**	**৮৬৯.৭**	**৮৪১.৬**	**৬৮৩.৫**	**৮৩৫.৫**	**৭৯৮.৮**	**৬৯৭.৪**
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	৩০৬.২	২৮৯.১	২৮৫.৫	২৭৭.১	২৬৪.০	২১২.৭	২৫৬.৮	২৪৭.১	২১৪.৫
পরিচালন বাজেটের শতকরা হার (%)	৩১.৩	৩১.৪	৩১.২	৩১.৯	৩১.৪	৩১.১	৩০.৭	৩০.৯	৩০.৮
উন্নয়ন বাজেট	**১২৩৪.১**	**৩৮২.৫**	**৬০১.৭**	**৪০৫.৭**	**৭৮৬.৫**	**৬০৪.২**	**২৭৯.৯**	**৪৫৯.২**	**৪৪৩.৪**
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	৬২২.০	১৮৩.৬	২৫৫.৩	১৯৪.১	৩৮৪.১	২৯৪.৪	১৪১.৫	২২২.৭	২১৬.০
উন্নয়ন বাজেটের শতকরা হার (%)	৫০.৪	৪৮.০	৪২.৪	৪৭.৮	৪৮.৮	৪৮.৭	৫০.৫	৪৮.৫	৪৮.৭
মোট বাজেট	**২২১১.৮**	**১৩০৩.৩**	**১৫১৬.৮**	**১২৭৫.৪**	**১৬২৮.১**	**১২৮৭.৭**	**১১১৫.৪**	**১২৫৭.৯**	**১১৪০.৮**
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	৯২৮.২	৪৭২.৭	৫৪০.৮	৪৭১.২	৬৪৮.১	৫০৭.১	৩৯৮.৩	৪৬৯.৮	৪৩০.৪
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	**৪২.০**	**৩৬.৩**	**৩৫.৭**	**৩৭.০**	**৩৯.৮**	**৩৯.৪**	**৩৫.৭**	**৩৭.৩**	**৩৭.৭**

সূত্র : জিএফটি মডেল, অর্থ বিভাগ

সারণি ৪.০ প্রকাশ করে যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বাজেট এবং ব্যয়ের প্রবণতা জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের উপর উল্লেখযোগ্য প্রাধান্য দিয়ে পরিচালন এবং উন্নয়ন অংশে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিচালন বাজেট ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮৩৫ কোটি টাকা থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৯৭৮ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ ২৫৭ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০৬ কোটি টাকায় হয়েছে। একইভাবে উন্নয়ন বাজেট একই সময়ে ২৮০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১২৩৪ কোটি টাকা হয়েছে। জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ ১৪১ কোটি টাকা থেকে ৬২২ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট বাজেট বৃদ্ধি পেয়ে ১১১৫ কোটি টাকা থেকে ২২১২ কোটি টাকা হয়েছে যেখানে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ ৩৯৮ কোটি টাকা থেকে ৯২৮ কোটি টাকায় অর্থাৎ দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। এটা জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর শক্তিশালী গুরুত্ব নির্দেশ করে। মোট বাজেটের অনুপাতে প্রায় ৩৬ শতাংশের ধারাবাহিক ভিত্তিরেখা থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪২ শতাংশে পৌঁছেছে।

৪.১ থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের ধারা

(কোটি টাকায়)

থিমেটিক এরিয়াসমূহ	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪		২০২২-২৩			২০২১-২২		
	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত
০১ -নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	৪৩৯.৭	৩০২.৪	৩৩৮.০	৩২৯.০	৫১৯.২	৩৯৬.৪	২৯৮.৪	৩৪৮.৮	৩২৪.১
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৪৭.৪	৬৪.০	৬২.৫	৬৯.৮	৮০.১	৭৮.২	৭৪.৯	৭৪.৩	৭৫.৩
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	১৯.৯	২৩.২	২২.৩	২৫.৮	৩১.৯	৩০.৮	২৬.৮	২৭.৭	২৮.৪
০২ -অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ এবং সমতা	১৬১.৪	৬৮.৬	৮২.৫	৩৭.৭	২৬.৯	২১.২	৭.১	৩৩.৪	২৬.৯
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	১৭.৪	১৪.৫	১৫.৩	৮.০	৪.২	৪.২	১.৮	৭.১	৬.২
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	৭.৩	৫.৩	৫.৪	৩.০	১.৭	১.৬	০.৬	২.৭	২.৪
০৩ -কার্যকর সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি	০.৪	০.৪	০.৪	১০.৪	৯.৯	৯.৯	০.২	৮.৬	৭.৮
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	০.০	০.১	০.১	২.২	১.৫	২.০	০.১	১.৮	১.৮
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	০.০	০.০	০.০	০.৮	০.৬	০.৮	০.০	০.৭	০.৭

থিমেটিক এরিয়াসমূহ	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪		২০২২-২৩			২০২১-২২		
	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত
০৪ -নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ	৩২৬.৭	১০১.৩	১১৯.৯	৯৪.২	৯২.১	৭৯.৬	৯২.৫	৭৮.৯	৭১.৭
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৩৫.২	২১.৪	২২.২	২০.০	১৪.২	১৫.৭	২৩.২	১৬.৮	১৬.৭
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	১৪.৮	৭.৮	৭.৯	৭.৪	৫.৭	৬.২	৮.৩	৬.৩	৬.৩

সূত্র : জিএফটি মডেল, অর্থ বিভাগ

সারণি ৪.১ ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক জেন্ডারসংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলোর জন্য বাজেট বরাদ্দের রূপরেখা নির্দেশ করে। বাজেট বরাদ্দের সবচেয়ে বড়ো অংশ ধারাবাহিকভাবে "নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে" রাখা হয়েছে, যা মোট জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের ৬৪.০ শতাংশ থেকে ৭৮.২ শতাংশ এবং মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের ১৯.৯ শতাংশ থেকে ৩০.৮ শতাংশ। " "অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ এবং সমতা" থিমে এ সময়কালে বরাদ্দ তুলনামূলক কম। এ বরাদ্দ জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের ১.৮ শতাংশ থেকে ১৭.৪ শতাংশ এবং মোট বাজেটের ০.৬ শতাংশ থেকে ৭.৩ শতাংশ। "কার্যকর সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি" এর জন্য বরাদ্দ ন্যূনতম। জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের ১ শতাংশের নিচে এবং মন্ত্রণালয়ের বাজেটের ১ শতাংশেরও কম। নারী উন্নয়নের জন্য "নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ" জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের ২৩.২ শতাংশ থেকে ৩৫.২ শতাংশ এবং মোট বাজেটের ৮.৩ শতাংশ থেকে ১৪.৮ শতাংশ দেয়া হয়েছে। যদিও উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ নারীর ক্ষমতায়নের জন্য ব্যয় হয় তথাপি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং সরকারি সেবায় নারীর কার্যকর প্রবেশাধিকারে বিনিয়োগ বাড়ানো জেন্ডার সমতাকে আরও সহায়তা করতে পারে এবং যুব ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য আরও ব্যাপক উন্নয়নের সুযোগ প্রদান করতে পারে।

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ, ঋণ ও কর্মসংস্থান	মধ্যমেয়াদে প্রশিক্ষিত যুব মহিলাদেরকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের ফলে কমপক্ষে ৪৮,১৫০ জন যুব মহিলার আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া ৫,১০,০০০ জন যুব মহিলার হাউজ কিপিং, সেলাই, গবাদি পশু পালন, নার্সারি, ব্লক-বাটিক ও প্রিন্টিং, বাঁশ-বেতের কাজ, নকশিকাঁথা, ফ্যাশনেবল কম্বল তৈরি, ফ্যাশন ডিজাইনিং, সু-মেকিং ও হাঁস-মুরগি পালনসহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ নারীদের দারিদ্র্য বিমোচনে ও ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে এবং সমাজে স্থিতিশীলতা ও বৈষম্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
বয়সভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও অসচ্ছল ক্রীড়াবিদদের অনুদান প্রদান	তৃণমূল পর্যায় হতে নারী ক্রীড়া প্রতিভা চিহ্নিত করে বয়সভিত্তিক বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষ ক্রীড়াবিদ হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫০০ জন বয়স্ক ও দুস্থ নারী ক্রীড়াবিদকে ভাতা প্রদান করা হবে। ক্রীড়া অনুদান ও খেলার সরঞ্জাম বিতরণ ক্রীড়া ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করছে এবং তাদের আয় বৃদ্ধির পথ সুগম করছে।
স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন ও অংশগ্রহণ	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মহিলা দলের অংশগ্রহণ যুব মহিলাদের মাঝে দেশব্যাপী ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। মহিলা ফুটবল দল, মহিলা ক্রিকেট দল এবং অন্যান্য ইভেন্টে নারীরা অংশগ্রহণ করে বিদেশ ভ্রমণ করছে। যা নারীর নিজের এবং তার পরিমণ্ডলে নারী মুক্তি ও জাগরণে ধনাত্মক প্রভাব ফেলছে।
যুব ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন	যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণের মাধ্যমে নারীদের ক্রীড়ায় অংশগ্রহণের পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সকল কেন্দ্র দক্ষ মহিলা ক্রীড়াবিদ তৈরিতে ভূমিকা রাখছে। সমাজে নারীদের সর্বস্তরে অংশগ্রহণের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন

ক্রমিক নং	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	পরিমাপের একক	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
১.	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচিতে নারীর অংশগ্রহণ	%	৫০	৪৭	০০
২.	স্নাতক পর্যায়ে শারীরিক শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ	%	২১.০০	২৪.০০	৩২.০০

৭.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

২০১৮-১৯, ২০১৯-২০, ২০২০-২১, ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে ন্যাশনাল সার্ভিসের আওতায় ৪৫,৫৫১ জন যুব মহিলাদের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া হাউজ কিপিং বিষয়ে ৩৯৭ জন যুব নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যারা সকলেই বিদেশে কর্মরত আছে। পাশাপাশি ৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক তালিকাভুক্ত ২২,৬৩৭টি যুব সংগঠনের মধ্যে ১,২১০টি ও নিবন্ধন/স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ৬,১৭৪টি যুব সংগঠনের মধ্যে ৬২০টি যুব সংগঠন নারী দ্বারা পরিচালিত এবং এসব সংগঠন নারী অধিকার বিষয়ে কাজ করছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের 'ঢাকাস্থ ধানমন্ডি সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের অধিকতর উন্নয়ন' এবং 'বিকেএসপি'র প্রমিলা প্রশিক্ষণার্থীদের ক্রীড়ার মান উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের ফলে মহিলা ফুটবল দল, মহিলা ক্রিকেট দল এবং অন্যান্য ইভেন্টে নারীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পদক অর্জনে সফলতার স্বাক্ষর রাখছে।

৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- সামাজিক ও ধর্মীয় রক্ষণশীলতার কারণে আমাদের সমাজের নারীদের বড়ো একটি অংশ গৃহকর্মের বাইরে অন্য কোনো কাজে সম্পৃক্ত হতে অনাগ্রহী;
- সমাজে বিদ্যমান বাল্যবিবাহের প্রবণতা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নারীসংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে অন্যতম চ্যালেঞ্জ; এবং
- শিক্ষার অভাব, পুরুষ সহকর্মী বা ব্যবসায়িক অংশীদারদের আস্থাহীনতা, অসহযোগিতা বা সংকোচ নারী উন্নয়নে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী যুবনারীদের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃজনে আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধিকরণ;
- বাল্যবিবাহ রোধ, যৌতুক প্রথা বিরোধী কার্যক্রম, ইভটিজিং, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদবিরোধী জনসচেতনতামূলক কর্মসূচিসহ মাদকদ্রব্যের কুফল ও এর অপব্যবহার সংক্রান্ত সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজনে যুবনারী সংগঠনকে প্রণোদনা প্রদান এবং আর্থিক অনুদান বৃদ্ধিকরণ;
- ক্রীড়া ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটিতে নারীর সমতাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা;
- ক্রীড়াঙ্গনে নারীর জন্য পর্যাপ্ত খেলাধুলার সামগ্রী প্রদান এবং বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন করত ক্রীড়া ক্ষেত্রে নারীর অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ সনদ ও পুরস্কার প্রদান করা; এবং
- প্রত্যেক ক্রীড়া কমপ্লেক্সে নারীবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ নিশ্চিতকরণ (ড্রেসিং রুম, ওয়াশ রুম, ডে-কেয়ার প্রভৃতি)।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

১.০ ভূমিকা

২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার জন্য প্রয়োজন আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ। দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী বিশ্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ সময়োপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে প্রশিক্ষিত, দক্ষ এবং উন্নত নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানবসম্পদ সৃষ্টি করা কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অন্যতম প্রধান লক্ষ। বহুমুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে কারিগরি শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়া, ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, ৮ম-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা (২১০০) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার (TVET) প্রসার ও মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কারিগরি শিক্ষায় ২০২২ সালে নারী শিক্ষার্থীর হার ২৭.৬৮%। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত সরকারি-বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রমে ভর্তির জন্য নারী শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার ২০২৩ সালে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ জাতীয় দক্ষতা নীতি-২০২২ এবং Bangladesh National Qualification Framework (BNQF) বাস্তবায়নের মাধ্যমে Technical and Vocational Education & Training (TVET) উন্নত করার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। মানসম্মত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এই নীতিমালার প্রধান উদ্দেশ্য। Bangladesh National Qualification Framework (BNQF) বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২২ শিক্ষাবর্ষ হতে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমে National Technical Vocational Framework (NTVQF) অ্যালাইনকৃত সিলেবাসের আলোকে ১৩টি ট্রেড চূড়ান্ত করা হয়েছে; ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের মূল টেকনোলজি এবং মূল টেকনোলজির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইমার্জিং টেকনোলজিসমূহে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের সুযোগ বিবেচনায় টেকনোলজিসমূহ পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ ও ১৭ অনুচ্ছেদে জনগণের মৌলিক অধিকার হিসেবে শিক্ষা সেবা প্রদানে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার প্রতিপালনে সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০-এ মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্দেশ্য ও কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্ধারিত লক্ষ বাস্তবায়নে মাদ্রাসা শিক্ষা ক্ষেত্রে অবকাঠামো সংস্কার এবং উন্নয়নের প্রতি সরকার যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেছে। মাদ্রাসা শিক্ষার কামিল ও ফাজিল স্তরে একাডেমিক সুপারভিশন, পরীক্ষা গ্রহণ, সনদপত্র প্রদান তথা সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য "ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৩" পাশ হয়েছে।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি (এনএসডিপি-২০২২) এর ৪.২.২-এর আলোকে করণীয় : দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জেন্ডার সমতা অর্জনে দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ, যার মাধ্যমে নারীর কর্মসংস্থান সুযোগের উন্নতি ঘটবে। বিভিন্ন সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে নারীদের ভর্তি/অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য আবাসন সুবিধা, দরিদ্র পরিবারের জন্য উপবৃত্তি, ভর্তির সক্ষমতা শিথিল এবং নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি। নারী ও পুরুষ প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পৃথক শৌচাগারের ব্যবস্থা। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে নারী প্রশিক্ষক এবং মূল্যায়নকারী (Assessor) অন্তর্ভুক্ত করা। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে উত্যক্তকরণ নিরোধী নীতির বাস্তবায়ন। সকল প্রশিক্ষক ও ব্যবস্থাপক যাতে জেন্ডার সচেতনতা ও কর্মক্ষেত্রে হয়রানি নিরোধ ব্যবস্থা বিষয়ে অবগত হতে পারেন এবং কর্মসংস্থানে সমসুযোগ পেতে পারেন তার নিশ্চয়তা বিধান। পরামর্শ সেবাপ্রাপ্তিতে সকল প্রশিক্ষণার্থীর প্রবেশগম্যতার ব্যবস্থা।

২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য দূর করা। সব ধরনের শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অসহায়, অক্ষম ব্যক্তি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং অরক্ষিত পরিস্থিতিতে থাকা শিশুদের সমান অধিকার নিশ্চিত করা। টেকসই উন্নয়নে সব শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন নিশ্চিত করা।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	১১৯	৯৬	২৩	১৯.৩
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	৭৯	৬৬	১৩	১৬.৫
বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ	২০,৬৭৬	১৭,৪৯৬	৩,১৮০	১৫.৪
কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়	১০১	৮৭	১৪	১৩.৯
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট	৫,১৮৬	৪,৯৫১	২৩৫	৪.৫
কারিগরি স্কুল ও কলেজ	২,৪৭৩	২,০৬৩	৪১০	১৬.৬
অন্যান্য কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহ	১২৪	১০১	২৩	১৮.৫
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর	৩০	২০	১০	৩৩.৩
সরকারি মাদ্রাসাসমূহ	১২৫	৮৪	৪১	৩২.৮
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	২৯	২৬	৩	১০.৩
বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ	১,৬৫,০৫৬	১,৪৩,১৯৯	২১,৮৫৭	১৩.২
জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার)	৮৫	৮১	৪	৪.৭
মোট	**১,৯৪,০৮৩**	**১,৬৮,২৭০**	**২৫,৮১৩**	**১৩.৩**

সূত্র : ব্যানবেইস

৩.২ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষায় নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা (সরকারি)	১০,৬৮৩	৮,৯৩০	১,৭৫৩	১৬.৪
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা (বেসরকারি)	৪৪,৬২১	৩৫,০২৮	৯,৫৯৩	২১.৫
মাদ্রাসা শিক্ষা (সরকারি)	৮১	৭১	১০	১২.৪
মাদ্রাসা শিক্ষা (বেসরকারি)	১,১৮,৯২৭	৯৫,৯৩০	২২,৯৯৭	১৯.৩
মোট	**১,৭৪,৩১২**	**১,৩৯,৯৫৯**	**৩৪,৩৫৩**	**১৯.৭**

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীন বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে ১,৭৫৩ জন নারীশিক্ষক কর্মরত রয়েছেন, যেখানে নারী শিক্ষকের হার ১৬.৪ শতাংশ। এছাড়াও বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষকের হার ২১.৫ শতাংশ এবং সরকারি ও বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীশিক্ষকের হার যথাক্রমে ১২.৪ শতাংশ ও ১৯.৩ শতাংশ।

৩.৩ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

কর্মসূচি	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	নারীর শতকরা হার
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা (স্কুল)	৩,৪৭,৩০৮	২,৩৪,২৮৮	১,১৩,০২০	৩২.৫
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা (কলেজ) (ডিপ্লোমাসহ)	৮,৮১,৮৯৫	৬,৬১,৫০৬	২,২০,৩৮৯	২৫০.
মাদ্রাসা	২৭,৬২,২৭৭	১২,৮৪,৩০৭	১৪,৭৭,৯৭০	৫৩.৫
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা (ভর্তিকৃত)	১২,২৯,২০৩	৮,৯৫,৭৯৪	৩,৩৩,৪০৯	২৭.১
শিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিটিটিসি ও ভিটিটিআই)	২,৮৭৪	২,৬২৯	২৪৫	৮.৫
মোট	**৫২,২৩,৫৫৭**	**৩০,৭৮,৫২৪**	**২১,৪৫,০৩৩**	**৪১.১**

সূত্র : ব্যানবেইস

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয়ে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বাজেট বর্ণনা	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪		২০২২-২৩			২০২১-২২		
	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত
পরিচালন বাজেট	**৮২১৫.০**	**৭৭৭৯.২**	**৭৩৬৩.৯**	**৭১৭০.৮**	**৭০৬৫.৬**	**৬৩৪০.৯**	**৬৮৪৩.৮**	**৬৬৩৬.৫**	**৫৯২৮.৪**
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	৩৫৯৫.৮	৩৪১৭.৮	৩২৯১.৮	৩১২৯.৫	৩০৮৬.০	২৮০৮.৮	২৯৮৩.১	২৮৯৫.০	২৬১০.৬
পরিচালন বাজেটের শতকরা হার (%)	৪৩.৮	৪৩.৯	৪৪.৭	৪৩.৬	৪৩.৭	৪৪.৩	৪৩.৬	৪৩.৬	৪৪.০
উন্নয়ন বাজেট	**৩৫৬৮.৫**	**২৮২২.৮**	**২৬১৯.৮**	**২৫৫৭.০**	**২০৮৬.০**	**১৪২৪.৬**	**২৩১০.৫**	**২৩৭৩.২**	**২০৬৮.৭**
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	১৩১০.৭	৯৯০.৭	৯১৯.৪	৮৫৬.০	৬৫১.৪	২৯৯.০	৭০৭.৬	৬৮৩.৩	৩৪৯.৭
উন্নয়ন বাজেটের শতকরা হার (%)	৩৬.৭	৩৫.১	৩৫.১	৩৩.৫	৩১.২	২১.০	৩০.৬	২৮.৮	১৬.৯
মোট বাজেট	**১১৭৮৩.৪**	**১০৬০২.০**	**৯৯৮৩.৭**	**৯৭২৭.৮**	**৯১৫১.৬**	**৭৭৬৫.৫**	**৯১৫৪.৩**	**৯০০৯.৬**	**৭৯৯৭.১**
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	৪৯০৬.৫	৪৪০৮.৫	৪২১১.১	৩৯৮৫.৫	৩৭৩৭.৪	৩১০৭.৮	৩৬৯০.৭	৩৫৭৮.৩	২৯৬০.২
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	**৪১.৬**	**৪১.৬**	**৪২.২**	**৪১.০**	**৪০.৮**	**৪০.০**	**৪০.৩**	**৩৯.৭**	**৩৭.০**

সূত্র : জিএফটি মডেল, অর্থ বিভাগ

সারণি ৪.০-তে কারিগরি এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটের চিত্র দেখানো হয়েছে, যেখানে উক্ত সময় জেন্ডার-বিষয়ক বরাদ্দ এবং ব্যয়ের ধারাবাহিক বৃদ্ধির চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। পরিচালন বাজেট ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬৮৪৩.৭৯ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৮২১৪.৯৭ কোটি টাকা হয়েছে এবং জেন্ডার-বিষয়ক অংশ ২৯৮৩.১২ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫৯৫.৮৩ কোটি টাকা হয়েছে, যা উক্ত সময়ে ৪৩ শতাংশ থেকে ৪৪ শতাংশের মধ্যে ছিল। নতুন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত উন্নয়ন বাজেট ২০২১-২২ অর্থবছরে ২৩১০.৪৬ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩৫৬৮.৪৭ কোটি টাকা হয়েছে, যার জেন্ডার-বিষয়ক বরাদ্দ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৩১০.৬৯ কোটি টাকা হয়েছে, যা এই বাজেটের প্রায় ৩৭ শতাংশ। মোট বাজেট ২০২১-২২ অর্থবছরে ৯১৫৪.২৫ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১১৭৮৩.৪৪ কোটি টাকা হয়েছে, যার মোট জেন্ডার-বিষয়ক বরাদ্দ ৪৯০৬.৫২ কোটি টাকা হয়েছে, যা বাজেটের প্রায় ৪২ শতাংশ। পরিচালন এবং উন্নয়ন বাজেট উভয়ের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি জেন্ডার সমতার উন্নতির প্রতি একটি দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নির্দেশ করে।

৪.১ থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের ধারা

(কোটি টাকায়)

থিমেটিক এরিয়াসমূহ	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪		২০২২-২৩			২০২১-২২		
	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত
০১ -নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	১৩.১	১৩.০	১২.৬	২০.৪	১২.২	২.৯	১৯.৬	১১.৩	২.১
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	০.৩	০.৩	০.৩	০.৫	০.৩	০.১	০.৫	০.৩	০.১
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	০.১	০.১	০.১	০.২	০.১	০.০	০.২	০.১	০.০
০২ -অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ এবং সমতা	২২.৫	১৯.৬	৯.৪	১১.৬	১০.১	৩.২	১০.৬	৫.২	১.৫
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	০.৫	০.৪	০.২	০.৩	০.৩	০.১	০.৩	০.১	০.১
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	০.২	০.২	০.১	০.১	০.১	০.০	০.১	০.১	০.০
০৩ -কার্যকর সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি	৫.৪	২.৪	০.১	২.৩	০.৩	০.০	১.০	০.০	০.০
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	০.১	০.১	০.০	০.১	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০
০৪ -নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ	৪৮৬৫.৬	৪৩৭৩.৫	৪১৮৯.১	৩৯৫১.২	৩৭১৪.৮	৩১০১.৭	৩৬৫৯.৬	৩৫৬১.৭	২৯৫৬.৬
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৯৯.২	৯৯.২	৯৯.৫	৯৯.১	৯৯.৪	৯৯.৮	৯৯.২	৯৯.৫	৯৯.৯
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	৪১.৩	৪১.৩	৪২.০	৪০.৬	৪০.৬	৩৯.৯	৪০.০	৩৯.৫	৩৭.০

সূত্র : জিএফটি মডেল, অর্থ বিভাগ

সারণি ৪-১-এ কারিগরি এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে জেন্ডার-বিষয়ক প্রোগ্রামগুলোর জন্য ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ চিত্রিত করা হয়েছে। বাজেটের উল্লেখযোগ্য অংশ, ৩৯ শতাংশ থেকে ৪১ শতাংশ, "নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ" এরিয়াতে জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে, যা মোট জেন্ডার-বিষয়ক বরাদ্দের ৯৯ শতাংশের বেশি। অন্যদিকে "নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি" এবং "অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ এবং সমতা" এরিয়া সমূহতে বাজেট বরাদ্দ ১ শতাংশের কম, অর্থাৎ উক্ত সময়ে এই এরিয়াসমূহতে ন্যূনতম প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। "কার্যকর সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি" এরিয়াতে শূন্যের কাছাকাছি বরাদ্দ ছিল। জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে উক্ত এরিয়াসমূহে ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য অর্থের সংস্থান দরকার।

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
অবকাঠামো উন্নয়ন	কারিগরি শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যেমন : ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি)-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ চলমান রয়েছে, ১০০টি উপজেলায় ১টি করে টিএসসি স্থাপন কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া সিলেট, বরিশাল, রংপুর এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও রংপুর বিভাগে ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে এবং ২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এসব কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীরা শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে এবং জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।
এনরোলমেন্ট বৃদ্ধি	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সরকারি ও বেসরকারি মোট ১০,৮৫৬টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তন্মধ্যে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন ২০৫টি সরকারি প্রতিষ্ঠান আছে। এসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী ভর্তির হার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪,১৫৩ জন এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১,০২৮ জন শিক্ষক-কর্মচারীদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ASSET শীর্ষক চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে ৬,৫১,০০০ জন যুবক ও যুব মহিলার দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
শিল্পকারখানার সাথে সংযোগ স্থাপন	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা ও চট্টগ্রাম মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ দেশের সকল সরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়মিতভাবে জব ফেয়ারের আয়োজন করা হয়। জব ফেয়ারের মাধ্যমে নারী শিক্ষার্থীরা দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন

ক্রমিক নং	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	পরিমাপের একক	২০২২২-১	২০২২২-১	২০২২৩-২
১.	মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত (৯ম-১০ম)	অনুপাত	৬৭.৫:৩২.৫	৬৭:৩৩	৬৭.৫:৩২.৫
২.	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত (১১শ-১২শ)	অনুপাত	৭১:২৯	৭১:২৯	৭১:২৯
৩.	কারিগরি শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত	অনুপাত	৭৩:২৭	৭৩:২৭	৭৩:২৭
৪.	দাখিল পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত (৬ষ্ঠ-১০ম)	অনুপাত	৪৩.৪:৫৬.৬	৪২:৫৮	৪৩.৪:৫৬.৬
৫.	আলিম পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত (১১শ-১২শ)	অনুপাত	৫০:৫০	৫০:৫০	৫০:৫০
৬.	মাদ্রাসা শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত	অনুপাত	৪৫.৭:৫৪.৩	৪৫:৫৫	৪৫.৭:৫৪.৩

সূত্র : ব্যানবেইস

৭.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

বিদ্যমান পলিটেকনিকসমূহে নারী শিক্ষার্থী ভর্তির কোটা ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২০ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া ডিপ্লোমা ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার্থীদের ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা শিথিল করে "বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ভর্তি নীতিমালা-২০২২" অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে কারিগরি শিক্ষায় নারীর এনরোলমেন্ট এ বছর বৃদ্ধি পেয়েছে। কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত নারীর কর্মসংস্থানের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীবান্ধব মানসম্মত ও আধুনিক প্রযুক্তি সহায়ক সমৃদ্ধ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও ঢাকা মহিলা পলিটেকনিকে বিভিন্ন টেকনোলজিতে নারী শিক্ষার্থীরা ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে অধ্যয়ন করছে। এছাড়াও, প্রতিটি বিভাগীয় শহরে ১টি করে মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের লক্ষ্যে অবশিষ্ট সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে নতুন ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। দেশে প্রতিটি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপনের প্রকল্প চলমান। যেখানে ছেলে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি মেয়ে শিক্ষার্থীরাও অধ্যয়নের সুযোগ পাবে। উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম : কারিগরি শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করতে শতভাগ নারী কারিগরি শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান ও বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। G2P Payment System-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সরকারি-বেসরকারি সকল কারিগরি প্রতিষ্ঠানের শতভাগ নারী শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পাচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ১২,৩৩,৪৮২ জন শিক্ষার্থীকে ৪২৫.০০ কোটি টাকা বিতরণের প্রক্ষেপণ নির্ধারণ করা হয়। ইতোমধ্যে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৩ মেয়াদে ৪,৩৯,০৩২ জন শিক্ষার্থীর অনুকূলে উপবৃত্তি বাবদ মোট ১২৭,৩০,২৪,২৮০/- (একশত ছাব্বিশ কোটি চার লক্ষ তেইশ হাজার সাতশত চল্লিশ) টাকা EFT-এর মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপবৃত্তি বিতরণ ও শিক্ষা উপকরণ ক্রয় সহায়তা প্রদানের চলমান কার্যক্রমে (২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরে) নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- প্রথাগত পশ্চাৎপদ ধারণাগত কারণে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীর অনাগ্রহ;
- আর্থিক বিনিয়োগ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুলতা;
- বিরাজমান সামাজিক ও রক্ষণশীল মানসিকতা এবং বিদ্যমান আর্থসামাজিক অবস্থা; এবং
- নারী-পুরুষ বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক জীবনধারায় অভিন্ন মানসিকতার অভাব।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের অংশগ্রহণ ৫০% এ উন্নীত করা;
- মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগোপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন এবং প্রযুক্তি-নির্ভর মানসম্পন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- বেশি বেশি করে Awareness Campaign করা;
- Gender Sensitive Curriculum তৈরি করা;
- নারীশিক্ষার সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা;
- আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- প্রতিটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং-এর ব্যবস্থা রাখা;
- অভিভাবক ও কমিউনিটি এনগেজমেন্ট করা; এবং
- Corporate Social Responsibility (CSR) বাস্তবায়ন করা।

কৃষি মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে কৃষিখাত। জাতীয় মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪০.৬২% কৃষি ও কৃষি কাজে নিয়োজিত বিধায় এ খাতের যথাযথ উন্নয়ন ব্যতীত দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এবং জাতীয় কৃষি নীতির আলোকে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রযুক্তি আহরণ, উদ্ভাবন ও হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষি খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিপণন ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও টেকসই আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। টেকসই কৃষি ব্যবস্থা বিনির্মাণে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অবদান রাখছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় দেশের কৃষক পরিবারের পূর্ণ বয়স্ক নারীদের প্রায় ৫০% প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষিকাজে সম্পৃক্ত। এ মন্ত্রণালয়ের নীতি-দলিলসমূহে এবং অগ্রাধিকারভিত্তিক সকল কার্যক্রমে নারীর ক্ষমতায়ন, পারিবারিক খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা বিধান, নারীর দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান এবং কৃষি-ব্যবসা কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। ফলে নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন পূর্বের চেয়ে আরও সুদৃঢ় হচ্ছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

Allocation of business অনুযায়ী কৃষি সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ ও খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি সচেতনতা সৃষ্টি, বীজ উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ, প্রত্যয়ন, সংরক্ষণ ও বিতরণ, কৃষিতে সহায়তা ও পুনর্বাসন, কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, বিতরণ, উদ্ভাবন ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কৃষি মন্ত্রণালয়ের ম্যান্ডেট।

জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮-এ নারীর উন্নয়ন ও অধিকারসমূহ সুনিশ্চিত করার বিষয়টি সুস্পষ্ট বর্ণিত আছে। কৃষিনীতিতে কৃষি উপকরণ প্রাপ্তি ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নারীর সম অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে প্রচেষ্টা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। বিশেষত কৃষি প্রক্রিয়াকরণ এবং কৃষি-ব্যবসা কর্মকাণ্ডে গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা, যাতে তারা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে পারে। পাশাপাশি, কৃষি প্রযুক্তি প্রাপ্তিতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণকে সহজতর করা এবং বিভিন্ন প্রকার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড যেমন: প্রশিক্ষণ, কৃষক সমাবেশ ও কর্মশালায় নারীর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা নীতিমালায় রয়েছে। কৃষিবিষয়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, যেমন: বসতবাড়িতে বাগান, ফসল কর্তনোত্তর কর্মকাণ্ড, বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, নার্সারি, মৌমাছি পালন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদিতে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার অন্যান্য কৃষকের সাথে নারীকেও ঋণ সহায়তা প্রদান করবে মর্মে নীতিমালায় উল্লেখ আছে। ক্ষুদ্র আকারের কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণে মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদান এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে মজুরি বৈষম্য দূরীকরণ নিশ্চিত করা জাতীয় কৃষি নীতিমালার অন্যতম দর্শন।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষিবিষয়ক ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে মহিলাদের উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করার নিমিত্ত মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, সমন্বিত কার্যক্রম এবং বাজার সংযোগ, গৃহস্থালি কৃষিতে মূল্য সংযোজনের সহায়ক কৌশল, কৃষি ক্ষেত্রে মহিলাদের অধিক নিয়োগ এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবনে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং কৃষি কাজের সময় মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে নিরাপদ রাখার কথা বলা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনের লক্ষ্যে সকল মানুষ বিশেষ করে দরিদ্র ও ক্ষুধার ঝুঁকিতে থাকা মানুষের জন্য সারা বছর নিরাপদ, পুষ্টিকর এবং পর্যাপ্ত খাদ্য নিশ্চিত করা, ২০২৫ সালের মধ্যে বয়ঃসন্ধিকালের মেয়েদের, গর্ভবতী এবং দুগ্ধদানকারী মায়েদের পুষ্টির প্রয়োজনীয়তাকে সঠিকভাবে তুলে ধরার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলপ্রকার অপুষ্টি দূরীকরণ, ২০৩০ সালের মধ্যে স্বল্প পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারী বিশেষ করে নারী, আদিবাসী, পশু ও মৎস্য চাষিদের কৃষিজ উৎপাদন ও আয় দ্বিগুণ করা এবং অকৃষি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির লক্ষ নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	২৪৪	১৮৩	৬১	২৫.০০
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	২১৭২৯	১৮১৩৩	৩৫৯৬	১৯.০৫
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি	৩০৩	২৩১	৭২	২৩.৭৬
তুলা উন্নয়ন বোর্ড	৫০১	৪৩২	৬৯	১৩.৭৭
কৃষি তথ্য সার্ভিস	২১৮	১৭৮	৪০	১৮.৩৫
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	৫৪২	৪৬৬	৭৬	১৪.০২
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	৫৮৪	৪৬২	১২২	২০.৮৯
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি	১১৬	৮৪	৩২	২৭.৫৯
স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ	৮১১৮	৬৯৬১	১১৫৭	১৪.২৫
মোট	**৩২,৩৫৫**	**২৭,১৩০**	**৫,২২৫**	**১৬.১৫**

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক আধুনিক প্রযুক্তির উপর প্রদত্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কৃষকের সংখ্যা ২৭,৮৮,৬৯২ জন যার মধ্যে ৮,৬৪,৪৯৪ জন নারী (৩১%);
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ৩,২৬,৬২০ জন কিষান-কিষানিকে ফসল কর্তনোত্তর ক্ষতি হ্রাস, ভ্যালু চেইন, সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে যার মধ্যে ৯৭,৯৮৬ জন (৩০%) নারী; এবং
- বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৬৯,৮৪২ জন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা হয়েছে যার মধ্যে ২৯,৩৩৩ জন নারী (৪২%)।

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয়ে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বাজেট বর্ণনা	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪		২০২২-২৩			২০২১-২২		
	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত
পরিচালন বাজেট	**২০৭৯০.৪**	**২০৭৭৪.৫**	**২৮৬৮৫.৯**	**১৯৮৮৫.৩**	**২৯৭০৯.২**	**২৯১১১.৯**	**১৩১৭১.৮**	**১৫৭৪৬.২**	**১৮২০৯.৯**
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	৮২২২.২	৮২১৫.৩	১১৩৮৭.৪	৭৮৩২.১	১১৭৮২.৫	১১৬১২.২	৫১৬২.৯	৬১৭৮.২	৭২৩১.১
পরিচালন বাজেটের শতকরা হার (%)	৩৯.৬	৩৯.৫	৩৯.৭	৩৯.৪	৩৯.৭	৩৯.৯	৩৯.২	৩৯.২	৩৯.৭
উন্নয়ন বাজেট	**৬৪২৩.৯**	**৪৩৪৮.০**	**৪৫৯৪.৪**	**৪৩৩৮.৮**	**৪১০০.৪**	**৩৪২৯.১**	**৩০২৯.৬**	**৩১৯৭.৬**	**৩১২৭.৬**
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	২৫৮৩.৩	১৬৯০.২	১৭৫৬.১	১৬২৭.৩	১৫১৫.৯	১২৭০.২	১১১২.৪	১১৫৬.৬	১১৩৮.৮
উন্নয়ন বাজেটের শতকরা হার (%)	৪০.২	৩৮.৯	৩৮.২	৩৭.৫	৩৭.০	৩৭.০	৩৬.৭	৩৬.২	৩৬.৪
মোট বাজেট	**২৭২১৪.৩**	**২৫১২২.৫**	**৩৩২৮০.২**	**২৪২২৪.১**	**৩৩৮০৯.৬**	**৩২৫৪১.১**	**১৬২০১.৪**	**১৮৯৪৩.৮**	**২১৩৩৭.৫**
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	১০৮০৫.৫	৯৯০৫.৫	১৩১৪৩.৪	৯৪৫৯.৩	১৩২৯৮.৪	১২৮৮২.৪	৬২৭৫.৪	৭৩৩৪.৮	৮৩৬৯.৯
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	**৩৯.৭**	**৩৯.৪**	**৩৯.৫**	**৩৯.১**	**৩৯.৩**	**৩৯.৬**	**৩৮.৭**	**৩৮.৭**	**৩৯.২**

সূত্র : জিএফটি মডেল, অর্থ বিভাগ

সারণি-৪.০-এ প্রদর্শিত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জেন্ডারসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাজেট এবং ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের পরিচালন বাজেটে ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ১৩,১৭২ কোটি টাকা যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২০,৭৯০ কোটি টাকা এবং জেন্ডারসংশ্লিষ্ট অংশে বরাদ্দ বেড়ে ৫১৬৩ কোটি টাকা থেকে ৮,২২২ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।

তৎপ্রেক্ষিতে, পরিচালন বাজেটের প্রায় ৩৯ শতাংশ হতে ৪০ শতাংশ জেন্ডারসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়। অনুরূপভাবে, উন্নয়ন বাজেটের প্রায় ৩৬ শতাংশ হতে ৪০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি বজায় রেখে একই সময়ে বরাদ্দ বেড়েছে ৩০৩০ কোটি টাকা থেকে ৬৪২৪ কোটি টাকা এবং জেন্ডারসংশ্লিষ্ট অংশে বরাদ্দ বেড়েছে ১১১২ কোটি টাকা থেকে ২৫৮৩ কোটি টাকা। এছাড়া, মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২৭,২১৪ কোটি টাকায় উন্নীত হয় যেখানে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট অংশে বরাদ্দ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬২৭৫ কোটি টাকা থেকে ১০৮০৫ কোটি টাকা। জেন্ডার সমস্যা নিরসনসংক্রান্ত বিষয়াবলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে উক্ত মোট বরাদ্দের প্রায় ৩৯ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশ ক্রমান্বয়ে ব্যয় করা হয়ে থাকে।

৪.১ থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের ধারা

(কোটি টাকায়)

থিমেটিক এরিয়াসমূহ	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪		২০২২-২৩			২০২১-২২		
	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত
০১ -নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	৪৭১১.১	৪৬৫৫.৩	৬৩৫২.২	৪৪১৭.২	৬৫৪৬.৭	৬৩৬২.৫	২৮৮৯.৩	৩৪৪৮.১	৩৯৫০.৮
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৪৩.৬	৪৭.০	৪৮.৩	৪৬.৭	৪৯.২	৪৯.৪	৪৬.০	৪৭.০	৪৭.২
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	১৭.৩	১৮.৫	১৯.১	১৮.২	১৯.৪	১৯.৬	১৭.৮	১৮.২	১৮.৫
০২ -অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ এবং সমতা	৩১০২.০	৩০৬৪.৬	৩৭৬৭.৫	২৭৩১.২	৩৮৪৬.৫	৩৭৫৩.৭	১৭৯৮.০	২০৭১.৩	২৪১৬.৩
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	২৮.৭	৩০.৯	২৮.৭	২৮.৯	২৮.৯	২৯.১	২৮.৭	২৮.২	২৮.৯
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	১১.৪	১২.২	১১.৩	১১.৩	১১.৪	১১.৫	১১.১	১০.৯	১১.৩
০৩ -কার্যকর সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি	১৯.২	৩৭.২	২৮.৬	৩৫.৪	২৭.৮	১৬.৬	২২.৭	২০.৮	১৭.০
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	০.২	০.৪	০.২	০.৪	০.২	০.১	০.৪	০.৩	০.২
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	০.১	০.১	০.১	০.১	০.১	০.১	০.১	০.১	০.১
০৪ -নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ	২৯৭৩.২	২১৪৮.৫	২৯৯৫.১	২২৭৫.৬	২৮৭৭.৫	২৭৪৯.৫	১৫৬৫.৩	১৭৯৪.৭	১৯৮৫.৯
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	২৭.৫	২১.৭	২২.৮	২৪.১	২১.৬	২১.৩	২৪.৯	২৪.৫	২৩.৭
মোট বাজেটের শতকরা হার (%)	১০.৯	৮.৬	৯.০	৯.৪	৮.৫	৮.৪	৯.৭	৯.৫	৯.৩

সূত্র : জিএফটি মডেল, অর্থ বিভাগ

সারণি- ৪.১-এ কৃষি মন্ত্রণালয়ের থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক জেন্ডারসংশ্লিষ্ট প্রোগ্রামের ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত বরাদ্দকৃত বাজেটের বিস্তারিত বিভাজন প্রদর্শন করা হয়েছে। এ সময়ে থিমেটিক এরিয়াসমূহের মধ্যে বরাদ্দের দিক দিয়ে “নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি” সর্বোচ্চ অবস্থানে যার জেন্ডারসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে হিস্যা ছিল যথাক্রমে ৪৩.৬ শতাংশ থেকে ৪৯.৪ শতাংশ এবং মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে হিস্যা ১৭.৩ শতাংশ থেকে ১৯.৬ শতাংশ । এরপরেই রয়েছে “অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ এবং সমতা” যার জেন্ডারসংশ্লিষ্ট অংশে হিস্যা ২৮.৭ শতাংশ থেকে ৩০.৯ শতাংশ এবং মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে হিস্যা ১১.১ শতাংশ থেকে ১২.২ শতাংশ। বিপরীতভাবে, “কার্যকর সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি” এরিয়াতে ন্যূনতম শেয়ার বরাদ্দ রাখা হয়েছে যার জেন্ডারসংশ্লিষ্ট অংশে হিস্যা ০.৩৮ শতাংশ এবং মোট বাজেটে হিস্যা ০.১৫ শতাংশের কম। নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ এরিয়াতে জেন্ডারসংশ্লিষ্ট অংশে হিস্যা ২১.৭ শতাংশ থেকে ২৭.৫ শতাংশ এবং মোট বাজেটে হিস্যা ৮.৪ শতাংশ থেকে ১০.৯ শতাংশ। যদিও মন্ত্রণালয়ের নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের বিশেষ উদ্যোগ প্রশংসনীয়, তথাপি সরকারি পরিষেবায় ও মহিলাদের শিক্ষায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হলে জেন্ডারের সমতা এবং কৃষি উন্নয়নে আরো সুফল আসবে।

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন এবং বীজের সঠিক মান নির্ধারণ	অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য মানসম্পন্ন বীজ অপরিহার্য। কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন এবং সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন ও পারিবারিক পুষ্টি বাগান কার্যক্রমে প্রায় ৩০% নারী শ্রমিককে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
উন্নত শস্য উৎপাদন প্রযুক্তি কৃষকদের মাঝে সম্প্রসারণ কার্যক্রম (প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, মাঠদিবস, র‍্যালি, মেলা, গণমাধ্যমে প্রচার)	উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি চাষি পর্যায়ে পৌঁছানো, খাদ্যমান ও পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রদর্শনী-মেলা-র‍্যালি-সেমিনার-কর্মশালায় ৫০% নারীদের সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। ফলে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং নারী ও শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের সুযোগ আরো সম্প্রসারিত হচ্ছে।
ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার	ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে ক্ষুদ্র সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা ও জলমগ্নতা দূরীকরণের মাধ্যমে আবাদি জমির আওতা বৃদ্ধি কার্যক্রমে নারী শ্রমিককে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত নীতি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়ায় নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে নারীদের পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও আয়বর্ধন নিশ্চিত করা যাচ্ছে। মাশরুম প্রকল্পে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরি, দলভুক্ত চাষি তৈরি এবং প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে মাশরুম পল্লি গড়ে তোলা হয়েছে যেখানে নারীর অংশগ্রহণ বেশি। এছাড়া নর্থ-ওয়েস্টক্রপ ডাইভারসিফিকেশন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত Growers Market এবং Wholesale Market–এ নারীদের জন্য পৃথকভাবে women’s corner সংরক্ষণের মাধ্যমে নারীদের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৭.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- কৃষি কাজে সম্পৃক্ত নারীদের কৃষি উপকরণ সরবরাহ, প্রশিক্ষণ ও স্বল্প সুদে কৃষি ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির স্বল্পতা;
- বাজার ব্যবস্থা সর্ম্পকে বাস্তবিক জ্ঞান কম থাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণে সমস্যা;
- কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণে বাজারসমূহে নারীবান্ধব পরিবেশের অভাব;
- কৃষি পণ্যের উৎপাদনে কৃষি যন্ত্রপাতি কম দামে প্রাপ্তি, প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা ও বিভিন্ন প্রকার কৃষি সহায়তা সেবা প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা; এবং
- কৃষি কাজে সম্পৃক্ত নারীদের পারিবারিক ও সামাজিক বাধা।

৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ রূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কৃষি কার্যক্রমের উপর বহুমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান;
- নারীসমাজকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় নারীর অংশগ্রহণ এবং নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক খামার, শিল্প ইত্যাদি গড়ে তুলতে সহায়তা প্রদান;
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করার ক্ষেত্রে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে পুরুষের পাশাপাশি নারীকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরস্কৃত করা;
- পরিবারে ও উৎপাদনশীল কাজে নারী ও পুরুষ যাতে সমানভাবে দায়িত্ব পায় সেদিকে গুরুত্বারোপ করে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করার কার্যক্রম পরিচালনা; এবং
- কৃষিক্ষেত্রে নারীদের অবদান, তাঁদের উদ্যোগী ও প্রশংসিত কাজ নিয়ে প্রচারণা চালানো এবং কৃষিবিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এগুলো প্রদর্শন করা।

বি.দ্র. : অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য অনুরূপ জেন্ডারসংক্রান্ত বিশ্লেষণ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইটে (www.mof.gov.bd) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অধ্যায় - ৬ : উপসংহার ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সকল নাগরিকের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার মূল ধারণা হতে বাংলাদেশে জেন্ডার বাজেটের সূচনা হয়। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন হিসেবে সংবিধানের ১৯ (১) অনুচ্ছেদ সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ। একই সাথে সংবিধানের ২৮ (১) অনুচ্ছেদে কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না মর্মে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী হিসেবে নারীদের বিশেষ সুবিধা প্রদানের বিষয়টি সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ছাড়াও বাংলাদেশ 'বেইজিং প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশন' এবং 'কনভেনশন অন দ্যা ইলিমিনেশন অফ অল ফর্মস্ অব ডিসক্রিমিনেশন এ্যাগেইনস্ট উইমেন' সহ আরো অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহে স্বাক্ষর করেছে। নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫), প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) সহ দেশের সকল নীতি পরিকল্পনা এবং কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা বাংলাদেশ সরকারের নারীর অধিকার এবং নারীর অগ্রগতির বিষয়টিকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতির বহিঃপ্রকাশ।

বাংলাদেশ সরকারের জেন্ডার বাজেট প্রণয়নের উদ্যোগটি নারী উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির প্রতি বদ্ধপরিকর থাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসূচক। অর্থ বিভাগ ২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত অর্থাৎ দীর্ঘ ১৫ বছর বাজেট প্রণয়নের সাথে সাথে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগভিত্তিক নারীর জন্য বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয়ের বিশ্লেষণ প্রকাশ করে আসছে। পর্যালোচনায় দেখা যায়, নারীর সমতা লাভের উদ্দেশ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ক্রমবর্ধমান হারে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করে আসছে, যা এ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি এবং প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, মা ও শিশুদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ এবং নারীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপের স্বাক্ষর বহন করে। তবে, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আরো প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন। এছাড়া, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নারী শিক্ষার উন্নয়নে বিগত বছরগুলোতে বাজেটে স্থিতিশীল বরাদ্দ বজায় রেখেছে। কিন্তু শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আরো গুরুত্ব দেয়ার সুযোগ রয়েছে। অধিকন্তু, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি, সরকারি ব্যবস্থাপনায় সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সুরক্ষার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি দেশে এবং বিদেশে অংশীজনদের কাছে উল্লেখযোগ্যভাবে সমাদৃত হয়েছে।

বিগত বছরগুলোতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের নারীবিষয়ক কর্মসূচির জন্য ধারাবাহিকভাবে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বৃদ্ধি নারীর সমতা নিশ্চিতকল্পে একটি কৌশলগত অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা যায় এবং এটি নারী ও কিশোরীদের সার্বিক ক্ষমতায়নে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে পূর্ণ অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা যায়। লক্ষণীয় যে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষার তুলনায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ের শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণের হার কম। উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। একইভাবে, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, এই বিভাগগুলো মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি, মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস, দক্ষ ধাত্রী দ্বারা প্রসবের হার বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে, তবুও, এই বিভাগগুলোর প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আরো অগ্রগতি অর্জন করা আবশ্যক। বিশেষত নারী ও কন্যাশিশুদের প্রতি পারিবারিক সহিংসতা হ্রাসে আরো অধিক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

জেন্ডার বৈষম্য হ্রাসে সরকারের সকল থিমেটিক বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব প্রদান করা অপরিহার্য। জেন্ডার বৈষম্যকে সামগ্রিকভাবে মোকাবেলা করার জন্য নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার এবং সরকারি সেবা থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা আবশ্যক। অধিকন্তু, সহজলভ্য ঋণসুবিধা প্রদান ও অর্থনৈতিক সম্পদের সহজলভ্যতা বৃদ্ধি, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি সরকারি সেবাসমূহ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারীর চাহিদা ও উপযোগিতা অনুযায়ী কর্মকৌশল উদ্ভাবন ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা জরুরি। লক্ষণীয় যে, যেসব মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বাজেটে নারীর হিস্যার

শতকরা হারের পরিমাণ অধিক, তাদের প্রায়শ স্বল্প বাজেট বরাদ্দ এবং সীমিত বাস্তবায়ন ক্ষমতা দেয়া হয়ে থাকে। তথাপি, এ বরাদ্দের সফল বাস্তবায়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের মূল উদ্দেশ্যগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বাজেট বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলো তদারকি করার জন্য পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধিকন্তু, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং ২০১১ সালের জাতীয় মহিলা নীতির সাথে সমন্বয় সাধন করে নারীর অনুকূলে বাজেট বরাদ্দ দেয়া সমীচীন হবে।

এই প্রতিবেদনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণের জন্য একটি জেন্ডার গ্যাপ ম্যাট্রিক্স প্রস্তাব করা হয়েছে। উক্ত ম্যাট্রিক্স-এ বাংলাদেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য হ্রাসে প্রয়োজনীয় রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, জেন্ডার গ্যাপ-এর উপসূচকগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ জেন্ডার গ্যাপ ম্যাট্রিক্সকে অন্যান্য থিমেটিক বিষয়গুলোতে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। ফলে আশা করা যায়, এ পদ্ধতি সকল থিমেটিক বিষয়ে বদ্যমান জেন্ডার বৈষম্য চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে চাহিদভিত্তিক সম্পদ বরাদ্দে সহায়তা করবে। এ পদ্ধতি আর্থিক সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য শনাক্ত করতে সহায়তা করবে। পাশাপাশি অংশীজন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়/বিভাগ, জেন্ডার বিশেষজ্ঞগণ এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আলোচনাক্রমে জেন্ডার বৈষম্য মোকাবেলায় সুস্পষ্ট কার্যক্রম গ্রহণসহ আগামী অর্থবছরগুলোর জন্য সম্পদ বরাদ্দের কৌশল নির্ধারণ করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের পরিবর্তিত বিশ্বের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং চ্যালেঞ্জগুলোর সাথে অভিযোজন করার জন্য একটি স্থায়ী পর্যালোচনা কৌশল উদ্ভাবন করা প্রয়োজন।

পরিশিষ্টসমূহ

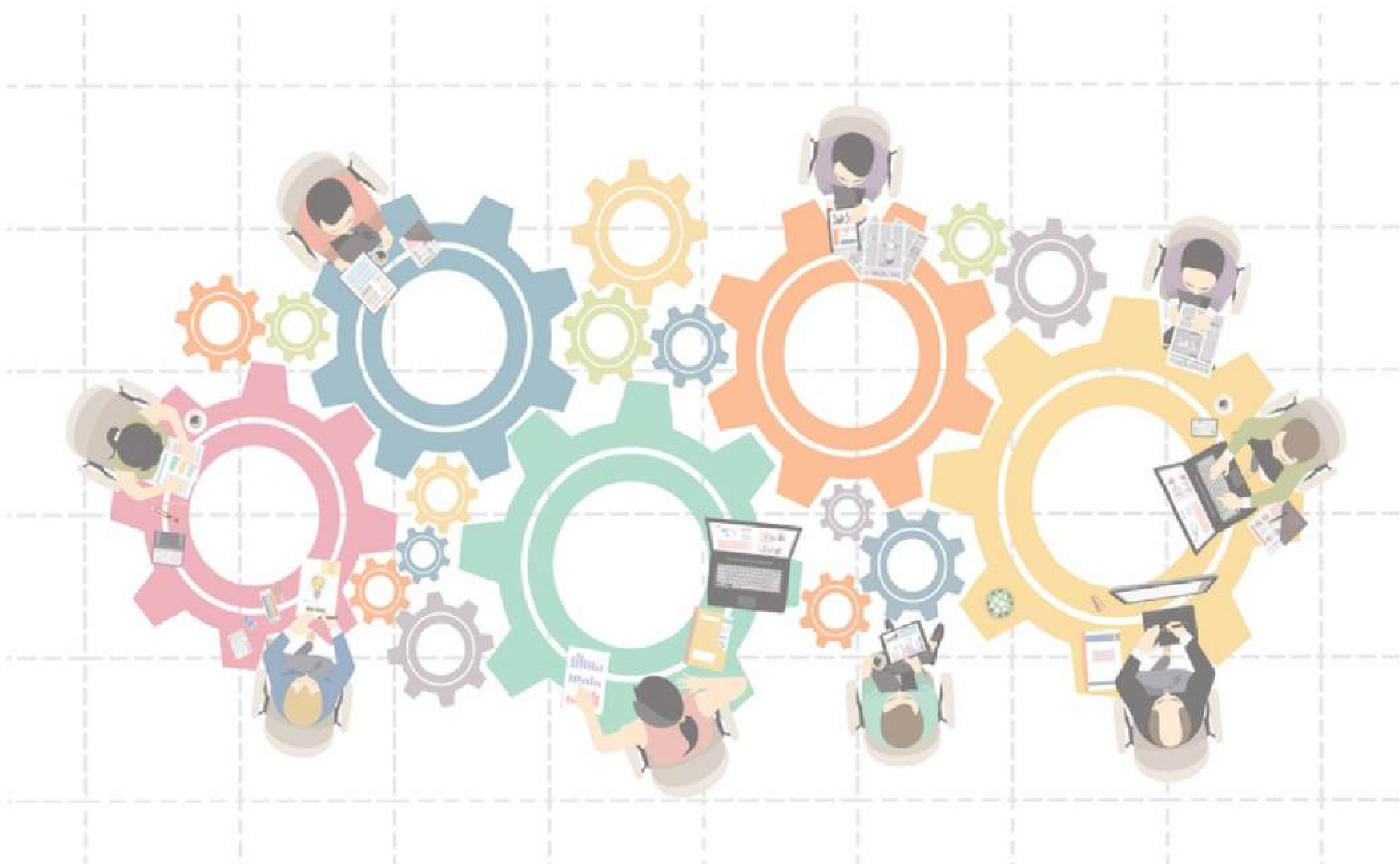

পরিশিষ্ট-১ : জেন্ডার প্রাসঙ্গিকতা নির্ণয়ের পদ্ধতি

মন্ত্রণালয়/বিভাগের উন্নয়ন ও পরিচালন বাজেটে নারী উন্নয়ন বা জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট নির্ণয় করার পদ্ধতি নিম্নে আলোচনা করা হলো :

ক) উন্নয়ন বাজেট : মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সংস্থার উন্নয়ন ব্যয়ের জেন্ডার প্রাসঙ্গিকতার ভার নিরূপণ

ধাপ ১ : থিমেটিক গ্রুপভিত্তিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভাজন

জেন্ডার বাজেট প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মবণ্টন (Allocation of Business), জাতীয়, আন্তর্জাতিক এবং মন্ত্রণালয় পর্যায়ের নীতি নির্ধারণী দলিলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রম বিবেচনায় ৪টি থিমেটিক গ্রুপে বিভাজন করা হয়েছে। মূল বাজেট থেকে জেন্ডার সম্পৃক্ত বাজেট আলাদা করার জন্য 'জেন্ডার ফাইন্যান্স ট্র্যাকিং (GFT)' মডেল ব্যবহার করা হয়েছে। এ মডেল iBAS++ এর সাথে ইন্টিগ্রেটেড। জেন্ডার বাজেটের জন্য iBAS++ এ একটি আলাদা মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, সব প্রকল্প জেন্ডার সম্পৃক্ত বরাদ্দ নাও থাকতে পারে। ফলে চারটি থিমেটিক এরিয়ার সঙ্গে 'জেন্ডার প্রাসঙ্গিক নয়' নামে আরেকটি থিমেটিক এরিয়া গ্রহণ করা হয়েছে।

সারণি-১.১ : থিমেটিক এরিয়া/গ্রুপ

থিমেটিক কোড	থিমেটিক এরিয়া/গ্রুপ
০১	নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি
০২	অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ এবং সমতা
০৩	কার্যকর সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি
০৪	নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ
০৫	জেন্ডার প্রাসঙ্গিক নয়

ধাপ ২ : নারী উন্নয়নের প্রভাব যাচাইয়ের জন্য মানদণ্ড নির্ধারণ

মন্ত্রণালয়/বিভাগের গৃহীত প্রকল্প ও কর্মসূচি কতটা জেন্ডার সংবেদনশীল বা নারী উন্নয়নে কতটা প্রাসঙ্গিক তা যাচাইয়ের জন্য ২২টি মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সকল মানদণ্ডের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ নারী উন্নয়নে কীরূপ ভূমিকা রাখছে তা নির্ণয় করা সম্ভব হবে। মানদণ্ড নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক কৌশলগত দিক পর্যালোচনাসহ বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং নারী উন্নয়নসংক্রান্ত নীতি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া, জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন প্রণয়নের সময় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা এবং বাজেট ফোকাল কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। মানদণ্ড নির্ণয় এবং জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনের মানোন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, সুশীল সমাজ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এ কর্মশালায় জেন্ডার অর্থায়ন চিহ্নিত করার পদ্ধতি নিয়ে ঐকমত্য তৈরি এবং সেগুলোর সঠিকত্ব যাচাই এর চেষ্টাও করা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনার পর ২২টি কার্যক্রম কোন থিমেটিক এরিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

সারণি-১.২ : থিমেটিক এরিয়া/গ্রুপ এর আওতাধীন মানদণ্ড/কার্যক্রম

প্রোগ্রাম কোড	মানদণ্ড/কার্যক্রম
০১	**নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি**
০১০১	জেন্ডার সুনির্দিষ্ট নীতি-কৌশল অথবা নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন
০১০২	রাজনৈতিক কাঠামো এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন
০১০৩	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফোরামে নারীদের অংশগ্রহণ
০১০৪	নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি
০১০৫	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাধ্যমে নারীর অসহায়ত্ব এবং দারিদ্র্যের ঝুঁকি হ্রাস করা
০১০৬	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অভিযোজন ও প্রশমনে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি

প্রোগ্রাম কোড	মানদণ্ড/কার্যক্রম
০২	**অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ এবং সমতা**
০২০১	উৎপাদন, শ্রমবাজার এবং আয়বর্ধক কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে জেন্ডার সুনির্দিষ্ট নীতি-কৌশল অথবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন
০২০২	পরিশীলিত কাজের পরিবেশ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
০২০৩	শ্রমবাজার এবং আয়বর্ধক কাজে নারীর অংশগ্রহণ
০২০৪	নারী উদ্যোক্তা বৃদ্ধি
০২০৫	নারীর জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবকাঠামো নির্মাণ
০৩	**কার্যকর সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি**
০৩০১	সরকারি চাকরিতে নারীর প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেন্ডার সুনির্দিষ্ট নীতি-কৌশল অথবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন
০৩০২	নারীর সরকারি সম্পত্তি এবং সেবা লাভের সুযোগ বৃদ্ধি
০৩০৩	নারীর নিরাপদ চলাচল নিশ্চিতকরণ
০৩০৪	আইন ও ন্যায় বিচার প্রাপ্তিতে নারীর প্রবেশাধিকার
০৩০৫	সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা এবং নিপীড়ন হ্রাস
০৪	**নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ**
০৪০১	নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট জেন্ডার নীতি-কৌশল অথবা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন
০৪০২	নারী শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন
০৪০৩	নারীর জন্য অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ও এর ব্যবহারসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ
০৪০৪	প্রজনন, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা এবং পুষ্টি প্রাপ্তিতে নারীর প্রবেশাধিকার
০৪০৫	গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ
০৫	**জেন্ডার প্রাসঙ্গিক নয়**
০৫০১	জেন্ডার প্রাসঙ্গিক নয়

ধাপ ৩ : মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রমের জেন্ডার সংবেদনশীলতা যাচাইয়ের মানদণ্ড

অর্থ বিভাগ জেন্ডার বরাদ্দের অংশ নির্ধারণ করতে জেন্ডার ফাইন্যান্স ট্র্যাকিং মডেল (GFTM) তৈরি করেছে যা iBAS++ সিস্টেমের সাথে সম্পূর্ণরূপে সমন্বিত। মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত জেন্ডার সংবেদনশীল বা প্রাসঙ্গিক প্রকল্প/প্রোগ্রামগুলো কতটা নারী উন্নয়নের জন্য তা পরীক্ষা করার জন্য ২২টি মানদণ্ড ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগ নারী উন্নয়নে কতটা ভূমিকা পালন করছে তা বের করা সম্ভব। ২২টি মানদণ্ডের পৃথক ব্যাখ্যা নিচের সারণি-১.৩-এ দেয়া হয়েছে।

সারণি-১.৩: মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রমের জেন্ডার সংবেদনশীলতা যাচাইয়ে ২২টি মানদণ্ড-এর ব্যাখ্যা

	প্রোগ্রাম এরিয়া	ব্যাখ্যা	জেন্ডার প্রাসঙ্গিকতা	কার্যক্রম
		থিমেটিক এরিয়া-১ : নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি		
০১০১	জেন্ডার সুনির্দিষ্ট নীতি-কৌশল অথবা নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিসংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন	জেন্ডার সুনির্দিষ্ট নীতি-কৌশল অথবা নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোনো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং হয়ে থাকলে কীভাবে তা নেয়া হয়েছে?	জেন্ডার সুনির্দিষ্ট নীতি কৌশল এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে যাতে নারী তার জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাধীন ও মর্যাদাকর অবস্থায় উন্নীত হতে পারে।	• নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন • চাকরির জন্য আবেদন করার সুযোগ • চাকরি পাবার অধিকার নিশ্চিতকরণ

	প্রোগ্রাম এরিয়া	ব্যাখ্যা	জেন্ডার প্রাসঙ্গিকতা	কার্যক্রম
০১০২	রাজনৈতিক কাঠামো এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন	পরিবার, সমাজ এবং কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং রাজনৈতিক কাঠামোতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া উন্নয়ন কিংবা উৎসাহিত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে কি না, নেয়া হলে কীভাবে নেয়া হয়েছে?	রাজনৈতিক কাঠামোসহ সামাজিক ও পারিবারিক পরিমন্ডলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গেলে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি আরো ত্বরান্বিত হবে। তাছাড়া সামাজিক ও পারিবারিক পরিমন্ডলেও নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।	• মহান জাতীয় সংসদ ও তৃণমূল পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ; • নারীর মতামত প্রকাশের অধিকার নিশ্চিতকরণ; • নারী সংগঠনের সংখ্যা বৃদ্ধি; • মহিলা জনপ্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ; • নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা; • সিভিক সংগঠন কর্তৃক মহিলা জনপ্রতিনিধি দল নেতাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ইত্যাদি।
০১০৩	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফোরামে নারীদের অংশগ্রহণ	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফোরামসমূহে নারী সম্পর্কিত বিষয়সমূহ উত্থাপন বা অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ/কার্যক্রম নেয়া হয়েছে কি না অথবা নেয়া হয়ে থাকলে কীভাবে তা নেয়া হয়েছে?	সকল পর্যায়ে লিঙ্গ সমতা, নারীর উন্নয়ন সাধন ও সামাজিক, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফোরামে নারীদের প্রতিনিধিত্ব শতভাগ নিশ্চিতকরণ	• নারীর প্রতি সকলপ্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW)-এর প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ; • জাতীয় ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারে নারীর অংশগ্রহণ; • আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা মিশনে নারী প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তকরণ ইত্যাদি।
০১০৪	নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ/কার্যক্রম নেয়া হয়েছে কি না? হলে তা কি ধরনের এবং কীভাবে তা নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে?	প্রশাসনিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণে নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। অর্থনীতিতে নারীর অবদান নারীর জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্র তৈরি করেছে এবং তার স্বাধীনতা বৃদ্ধি করেছে। শ্রমজীবী নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন পরিবারে তাদের অবস্থানের পরিবর্তন সাধন করেছে। আর্থিক সক্ষমতা অর্জনের কারণে এইসব নারী শ্রমিকদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। চাকরির সুবিধা ভোগকারী বাবা, ভাই এবং স্বামীর ঐতিহ্যগত পিতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন সাধন করেছে।	• কর্মসংস্থানের সুযোগ, • উচ্চতর ডিগ্রি লাভের সুযোগ; • নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ; • মহিলা সমিতি গঠন; • মহিলা ক্লাব গঠন; • জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ইত্যাদি।
০১০৫	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাধ্যমে নারীর অসহায়ত্ব এবং দরিদ্রতার ঝুঁকি হ্রাস করা	নারীর সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ এবং সম্ভাব্য অসহায়ত্ব ও ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে কি না অথবা কী কী পদক্ষেপ নেয়ার ফলে	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাধ্যমে সমাজের অসহায় ও পিছিয়ে পড়া নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়। এটা দেশের সার্বিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বা	• বিধবা ভাতা; • মাতৃত্বকালীন ভাতা; • দুস্থ ও দরিদ্র মহিলা ভাতা; • ভিজিডি কার্যক্রমের আওতায় দুস্থ মহিলাদেরকে খাদ্য

	প্রোগ্রাম এরিয়া	ব্যাখ্যা	জেন্ডার প্রাসঙ্গিকতা	কার্যক্রম
		নারীর সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে এবং বিশেষত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তাদের সম্ভাব্য অসহায়ত্ব ও ঝুঁকি হ্রাস পাবে।	কর্মসূচির একটা অংশমাত্র। সরকার নিজ জনগণের প্রয়োজন অনুসারে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলার বিষয়ে সদা সচেষ্ট।	সহায়তা ও উৎপাদনশীল উপকরণ প্রদান ইত্যাদি।
০১০৬	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অভিযোজন ও প্রশমনে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবিলায় নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ কিংবা কার্যক্রম নেয়া হয়েছে কি না অথবা নেয়া হয়ে থাকলে কীভাবে তা নেয়া হয়েছে?	উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পুরুষদের চেয়ে নারীর ওপর বেশি পড়ে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আর্থসামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নারীরা পুরুষের তুলনায় কম সুযোগ-সুবিধা পায়। সেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট যে কোনো দুর্যোগ নারীকে আরো বেশি বিপদে ফেলে দেয়। এর ফলে নারীদের কর্মসংস্থানহীনতা বেড়েছে, পরিবর্তন করতে হচ্ছে তাদের জীবন-জীবিকা ও পেশার ধরন।	• জীবনমান উন্নয়নে জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট দুর্যোগ প্রশমন এবং করণীয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান; • স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠনের নিবন্ধন কার্যক্রম গ্রহণ; • প্রতিবন্ধী, অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নারীর জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ ইত্যাদি।
থিমেটিক এরিয়া-২ : অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ এবং সমতা				
০২০১	উৎপাদন, শ্রমবাজার এবং আয়বর্ধক কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে জেন্ডার সুনির্দিষ্ট নীতি-কৌশল অথবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন	উৎপাদন, শ্রমবাজার এবং আয়বর্ধক কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে জেন্ডার সুনির্দিষ্ট নীতি-কৌশল অথবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোনো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কি না এবং হয়ে থাকলে কীভাবে তা নেয়া হয়েছে?	জেন্ডার সুনির্দিষ্ট নীতি-কৌশল ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নয়ন ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।	• আইন প্রণয়ন; • কৌশলগত দলিলাদি প্রণয়ন; • ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান; • সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন।
০২০২	পরিশীলিত কাজের পরিবেশ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা	কর্মক্ষেত্রে নারীর জন্য পরিশীলিত কাজের পরিবেশ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে কি না বা নেয়া হয়ে থাকলে কীভাবে তা নেয়া হয়েছে?	সকলের জন্য কর্মক্ষেত্রে পরিশীলিত কর্ম পরিবেশ প্রাপ্তি একটি অধিকার। বিশেষত নারীর জন্যে এটি অত্যাবশ্যক। অতএব, সুন্দর স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করা গেলে তা নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করতে অধিকতর সহায়ক হবে।	• স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বসার স্থান; • সুপেয় পানির ব্যবস্থা; • শৌচাগারের ব্যবস্থা; • সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্মক্ষেত্রে সিসি টিভি ক্যামেরা স্থাপন;
০২০৩	শ্রমবাজার এবং আয়বর্ধক কাজে নারীর অংশগ্রহণ	শ্রমবাজার এবং আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও প্রবেশ সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কি না এবং হয়ে থাকলে কীভাবে তা নেয়া হয়েছে?	উন্নয়ন ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে শ্রমবাজারে তাদের উভয়ের অংশগ্রহণ সমান হারে হতে হবে। বাংলাদেশের উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণ আগের দশকগুলোর তুলনায় বাড়ছে। এ অংশগ্রহণ শুধু সনাতন খাত, যেমন : কৃষি বা গৃহস্থালি কাজের মধ্যেই নয় কিংবা শুধু তৈরি পোশাক শিল্পেই নয়, বরং অনেক নতুন উদীয়মান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীরা কাজ করছেন।	• ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ; • সেলাই প্রশিক্ষণ; • মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি, গাভি ও ছাগল পালন; • কৃষিকাজ প্রশিক্ষণ; • স্থানীয় বাজার এবং বিসিক শিল্পনগরীতে নারী কর্নার স্থাপন; • রান্না প্রশিক্ষণ; • শাকসবজি, ফল ও পান চাষ; • বিউটি পার্লার প্রশিক্ষণ; • আনসার-ভিডিপি প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

	প্রোগ্রাম এরিয়া	ব্যাখ্যা	জেন্ডার প্রাসঙ্গিকতা	কার্যক্রম
০২০৪	নারী উদ্যোক্তা বৃদ্ধি	নারী উদ্যোক্তা বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অথবা পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে কি না? নেয়া হলে কীভাবে এবং কোন প্রক্রিয়ায় নেয়া হয়েছে?	শিক্ষাক্ষেত্র, চাকরি, গৃহস্থালি ইত্যাদি একাধিক ভূমিকায় দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। নারী উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে দেশি ঐতিহ্যের প্রকাশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহককে নারীরা দিয়েছে ভিন্ন পরিচয়। একজন নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করছে শত শত নারী ও পুরুষের কর্মসংস্থান।	• জয়িতা ফাউন্ডেশন স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম; • স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণ প্রদান; • এসএমই পরিচালনার জন্য ঋণ প্রদান; • নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান ও আবাসিক সুবিধা সৃষ্টি ইত্যাদি।
০২০৫	নারীর জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবকাঠামো নির্মাণ	নারীর জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ কিংবা কার্যক্রম নেয়া হয়েছে কি না বা নেয়া হয়ে থাকলে কীভাবে তা নেয়া হয়েছে?	সরকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামীণ পর্যায়ে ব্যবসার পরিবেশ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে নারীবান্ধব গ্রামীণ বাজার ও অবকাঠামো নির্মাণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।	• প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাস্তা নির্মাণ; • স্থানীয় বাজারে নারী ব্যবসায়ীদের জন্য পৃথক কর্নার স্থাপনসহ অন্যান্য সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি।
থিমেটিক এরিয়া-৩ : কার্যকর সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি				
০৩০১	সরকারি চাকরিতে নারীর প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেন্ডার সুনির্দিষ্ট নীতি-কৌশল অথবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন	সরকারি চাকরিতে নারীর প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেন্ডার সুনির্দিষ্ট নীতি-কৌশল অথবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা কিংবা পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে কি না? নেয়া হলে কীভাবে এবং কোন প্রক্রিয়ায় নেয়া হয়েছে?	দেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানে সরকারি চাকরি লাভের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। তাছাড়া সরকারি চাকরিতে নারীর প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেন্ডার সুনির্দিষ্ট নীতি-কৌশল অথবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সরকারি পর্যায়ে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।	• আইন প্রণয়ন; • কৌশলগত দলিলাদি প্রণয়ন; • সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন।
০৩০২	নারীর সরকারি সম্পত্তি এবং সেবা লাভের সুযোগ বৃদ্ধি	নারীর অনুকূলে সরকারি সম্পদ (যেমন : খাসজমি বরাদ্দ, জলাশয় ও সামাজিক বনায়ন) ও সেবা (যেমন : শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ বিশুদ্ধ পানি ইত্যাদি) প্রাপ্তির সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে কি না?	নারীর অনুকূলে সরকারি সম্পদ প্রাপ্তির অধিকার একটি সংবিধান স্বীকৃত অধিকার। অপরদিকে জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেবাখাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সেবাপ্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য সরকারি প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।	• শহরাঞ্চলে দুস্থ ও দরিদ্র সিঙ্গেল মায়েদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা; • সম্পদ লাভের সুযোগ সৃষ্টি; • বিনোদনের ব্যবস্থা; • নারী ও শিশুকে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রদান; • ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল ও সেন্টার ইত্যাদি।
০৩০৩	নারীর নিরাপদ চলাচল নিশ্চিতকরণ	পাবলিক স্পেসসমূহে নারীর অবাধ চলাফেরা নিশ্চিত করা এবং পরিবারে ও সমাজে নারীর নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে কি না বা নেয়া হয়ে থাকলে কীভাবে তা নেয়া হয়েছে?	সরকার দেশের নারী সমাজের সার্বিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। সরকার নারী শিক্ষার বিস্তার ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কর্মক্ষেত্রে অবাধ প্রবেশ ও নীতি নির্ধারণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।	• বাস এবং রেলগাড়িতে নারীর সিট সংরক্ষণ; • স্বতন্ত্র নারী বাস চালুকরণ; • বাস টার্মিনাল ও রেলস্টেশনে নারীদের আলাদা অপেক্ষমাণ কক্ষ তৈরি ইত্যাদি।

	প্রোগ্রাম এরিয়া	ব্যাখ্যা	জেন্ডার প্রাসঙ্গিকতা	কার্যক্রম
০৩০৪	আইন ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে নারীর প্রবেশাধিকার	আইনি সহায়তা ও বিচার প্রাপ্তিতে নারীর অনুকূলে সুযোগ সৃষ্টি বা সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে কি না?	বাংলাদেশের নারীরা পুরুষের সঙ্গে নির্মাণ করছে সমতার সমাজ। তাই সরকার বিশেষত গ্রামীণ জনপদে দরিদ্র নারী ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আইন তথা বিচারিক সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।	• ইভটিজিং এর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থাগ্রহণ; • বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন-২০১৭; • যৌতুক নিরোধ আইন- ২০১৮; • ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) বিধিমালা-২০১৮; • আদালতে বিচারকালে মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতিদের নিরাপদ আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি।
০৩০৫	সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা এবং নিপীড়ন হ্রাস	নারীর অনুকূলে সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা এবং নিপীড়ন কমানোর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে কি না?	বর্তমানে সাইবার অপরাধ একটি আতঙ্কের নাম এবং সাইবার অপরাধের মূল ভুক্তভোগী হলো নারীরা। তাই সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা এবং নিপীড়ন কমানোর লক্ষ্যে সরকার অত্যন্ত তৎপর।	• সাইবার অপরাধ ট্যাকিং সিস্টেম চালু করা; • পৃথক গোয়েন্দা ইউনিট স্থাপন করা।
থিমেটিক এরিয়া-৪: নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ				
০৪০১	নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট জেন্ডার নীতি-কৌশল অথবা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন	নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট জেন্ডার নীতি-কৌশল অথবা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে কি না? নেয়া হলে কীভাবে এবং কোন প্রক্রিয়ায় নেয়া হয়েছে?	জেন্ডার সুনির্দিষ্ট নীতি কৌশল এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীর জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে। যাতে নারী তার জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিটি ক্ষেত্রে অধিকতর মর্যাদার আসনে আসীন হতে পারে।	• আইন প্রণয়ন; • কৌশলগত দলিলাদি প্রণয়ন; • সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন।
০৪০২	নারী শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন	নারী এবং বালিকাদের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে কি না বা এ সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে কি না?	শিক্ষা একটি সর্বজনীন অধিকার। শিক্ষার মাধ্যমে নারী আলোকিত জীবনের সন্ধান পাবে। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হয়ে উঠবে দক্ষ কর্মী। তাই নারীর শিক্ষা অর্জন এবং দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ।	• পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন; • প্রশিক্ষণ সেন্টার স্থাপন; • দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ; • বিনামূল্যে বই সরবরাহ; • উপবৃত্তি প্রদান ইত্যাদি।
০৪০৩	নারীর জন্য অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি এবং এর ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	নারীর জন্য অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ও এর ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কি না?	চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মোকাবিলায় বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাত দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নসহ বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়নে জোর দিয়েছে। এ লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি খাত এ পর্যন্ত প্রায় তিন লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে।	• বেসিক তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ; • কম্পিউটার প্রশিক্ষণ; • বিভিন্ন অ্যাপস তৈরি বিষয়ক সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন; • ছাত্রীদের ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতামূলক সেমিনার/ ওয়ার্কশপের আয়োজন; • ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি সম্প্রসারণ ইত্যাদি।

	প্রোগ্রাম এরিয়া	ব্যাখ্যা	জেন্ডার প্রাসঙ্গিকতা	কার্যক্রম
০৪০৪	প্রজনন, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা এবং পুষ্টি প্রাপ্তিতে নারীর প্রবেশাধিকার	নারীর প্রজনন এবং সাধারণ স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সুনির্দিষ্ট এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কি না? এছাড়াও গৃহীত ব্যবস্থাদির দ্বারা মহিলাদের বিশেষত গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের পুষ্টির উন্নতিসাধন হবে কি না?	গর্ভকালীন প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য প্রসবের যাবতীয় সেবা এবং প্রসব-পরবর্তী সেবা পাওয়া গর্ভবতী নারীর সাংবিধানিক ও মৌলিক অধিকার। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের যথাযথ পরিপুষ্টি প্রয়োজন। ভ্রূণের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তাও বাড়ে। তাই গর্ভবতী মায়ের সুষম খাদ্য ও পুষ্টিমানের বাড়তি খাবারের সংস্থানের লক্ষ্যে সরকারি প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।	• স্বাস্থ্য উন্নয়নে শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচি; • প্রাথমিক স্বাস্থ্য, প্রজনন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান; • নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ইত্যাদি
০৪০৫	গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ	গবেষণা এবং উদ্ভাবনী কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবং কার্যক্রম নেয়া হয়েছে কি না বা নেয়া হয়ে থাকলে কীভাবে তা নেয়া হয়েছে?	নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীভূত করে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে অনুসন্ধান এবং যথোপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও বিদ্যমান অবস্থার পরিবর্তন আনয়নের প্রক্রিয়ায় নারীরা অংশগ্রহণ করছে।	• শিক্ষামূলক গবেষণা; • মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান সংশ্লিষ্ট গবেষণা; • পারিবারিক সহিংসতা রোধে করণীয় সংশ্লিষ্ট গবেষণা; • নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল ডাটা বেইজ তৈরি ইত্যাদি।
থিমেটিক এরিয়া-৫: জেন্ডার প্রাসঙ্গিক নয়				
০৫০১	জেন্ডার প্রাসঙ্গিক নয়	জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বিষয় এর সাথে সংগতি নেই।	যে সকল কর্মসূচি/উন্নয়ন প্রকল্প জেন্ডার সংবেদনশীল নয় এবং নারী উন্নয়নে এর কোনো ভূমিকা নেই।	• কোনোরূপ জেন্ডারসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণের সুযোগ নেই।

ধাপ ৪ : জেন্ডার বাজেটের প্রাসঙ্গিকতার ক্যাটাগরি ও ব্যাপ্তি

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহ প্রতিটি নতুন প্রকল্প/কর্মসূচিতে নারী উন্নয়নে (বর্ণিত ২২টি মানদণ্ডের ভিত্তিতে) প্রকল্প ব্যয়ের মোট কত শতাংশ হবে তা সরাসরি উল্লেখ করা হয়। নারী উন্নয়নে কোনো প্রকল্প/কমর্সূচির যদি সরাসরি কোনো প্রভাব না থাকে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলামে '০' প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু যদি তা সম্পূর্ণরূপে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যভিত্তিক হয়ে থাকে তবে সংশ্লিষ্ট কলামে '১০০' প্রদান করা হয়েছে। যেমন : 'জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ' প্রকল্পটি সম্পূর্ণরূপে নারী উন্নয়নে লক্ষ্যভিত্তিক হওয়ায় ১০০ শতাংশ বরাদ্দই জেন্ডার বাজেট হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। অন্যান্য প্রকল্প/কর্মসূচির ক্ষেত্রে নারী উন্নয়নে বরাদ্দের ভিত্তিতে ১-৯৯ শতাংশ এর মধ্যে যেটি যুক্তিযুক্ত তা প্রদান করা হয়েছে। নারী উন্নয়নের ওপর প্রকল্প/কর্মসূচির প্রভাবের মাত্রা (Degree) নির্দেশ করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ (Factors) বিবেচনা করা হয়েছে যা সারণি-১.৪-এ উপস্থাপন করা হলো :

সারণি-১.৪ : নারী উন্নয়নের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প/কর্মসূচির প্রভাবের মাত্রা (Degree)

ক্র. নং	প্রাসঙ্গিকতার ক্যাটাগরি	নারী উন্নয়নের উপর মোট ব্যয়ের কত শতাংশ (%) ব্যবহার হবে	মাত্রা (Degree) নির্দেশ করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ
১.	প্রাসঙ্গিক নয়	'০'	নারী উন্নয়নের ২২টি মানদণ্ডের (সারণি-১.২) ভিত্তিতে যে সকল প্রকল্প/কর্মসূচি নারীর সামগ্রিক কল্যাণে প্রত্যক্ষ কোনো প্রভাব ফেলবে না।
২.	কিছুটা প্রাসঙ্গিক	'১-৩৩'	উপরে বর্ণিত নারী উন্নয়নের মানদন্ডসমূহের ভিত্তিতে যে সকল প্রকল্প/কর্মসূচি নারীর সামগ্রিক কল্যাণে প্রত্যক্ষভাবে ন্যূনতম/স্বল্প প্রভাব ফেলে সে সব প্রকল্প ১-৩৩ শতাংশের মধ্যে থাকবে।
৩.	মধ্যম পর্যায়ের প্রাসঙ্গিক	'৩৪-৬৬'	নারী উন্নয়নের মানদন্ডসমূহের ভিত্তিতে যে সকল প্রকল্প/কর্মসূচি নারীর সামগ্রিক কল্যাণে প্রত্যক্ষভাবে মধ্যম প্রভাব ফেলে, সেগুলোকে ৩৪-৬৬ শতাংশ প্রদান করতে হবে।

ক্র. নং	প্রাসঙ্গিকতার ক্যাটাগরি	নারী উন্নয়নের উপর মোট ব্যয়ের কত শতাংশ (%) ব্যবহার হবে	মাত্রা (Degree) নির্দেশ করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ
৪.	তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রাসঙ্গিক	'৬৭-৯৯'	উপরে বর্ণিত নারী উন্নয়নের মানদন্ডসমূহের ভিত্তিতে যে সকল প্রকল্প/কর্মসূচি নারীর সামগ্রিক কল্যাণে প্রত্যক্ষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ও টেকসই প্রভাব ফেলে, সেগুলোকে ৬৭-৯৯ শতাংশ প্রদান করতে হবে।
৫.	সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক	'১০০'	প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহে সম্পূর্ণরূপে নারী উন্নয়নে লক্ষ্যভিত্তিক প্রভাব রয়েছে।

ধাপ ৫ : একাধিক প্রাসঙ্গিক মানদন্ডের ভিত্তিতে বরাদ্দের পরিমাণ নির্ণয়

প্রকল্প ও কর্মসূচিতে নারী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত একাধিক মানদন্ডের প্রভাব থাকলে সর্বোচ্চ ভার থেকে সকল ভারসমূহের আদর্শ বিচ্যুতি (Standard Deviation)-কে বিয়োগ করে নারী উন্নয়নে 'সামগ্রিকভাবে জেন্ডার সংবেদনশীলতার ভার' (Overall Gender responsive weight) নিরূপণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদ্ধতি ও সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

১. নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক একাধিক মানদন্ডসমূহকে চিহ্নিত করা এবং ভারের (weighted score) ক্রমানুসারে মানদন্ডসমূহকে বাছাই করা;

$$\text{MAX}(x_1, x_2, x_3 \ldots\ldots\ldots x_n)$$

২. প্রাসঙ্গিক সকল মানদন্ডসমূহের আদর্শ বিচ্যুতি (Standard Deviation) নিরূপণ করা;

$$S.D = \sqrt{\frac{\sum(x-\bar{x})2}{n-1}}$$

৩) প্রকল্প ও কমর্সূচির ক্ষেত্রে "সামগ্রিকভাবে জেন্ডার সংবেদনশীলতার ভার" নিরূপণ;

$$\text{Overall Gender responsive weight} = \text{MAX}(x_1, x_2, x_3 \ldots\ldots\ldots x_n) - \sqrt{\frac{\sum(x-\bar{x})2}{n-1}}$$

উপরিউক্ত পদ্ধতিতে আদর্শ বিচ্যুতি বের করা হয়েছে কারণ তা গাণিতিকভাবে পরিমাপযোগ্য। তাছাড়া, এর মাধ্যমে প্রান্তসীমায় (marginal point) অবস্থিত মানসমূহের প্রভাব বিবেচনা করা সম্ভব হয়। কারণ কিছু প্রকল্প রয়েছে শতভাগই নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট এবং কিছু প্রকল্প রয়েছে যাতে নারী উন্নয়নে তেমন কোনো প্রভাব নেই।

ধাপ ৬ : প্রকল্প ও কর্মসূচির প্রাসঙ্গিকতা

কোনো প্রকল্প বা কর্মসূচির প্রাসঙ্গিকতার মানদণ্ড থাকলে সেই প্রকল্প বা কর্মসূচির শতকরা (জেন্ডারসংশ্লিষ্টতার শতকরা হার) বার্ষিক বরাদ্দের উপর ভিত্তি করে জেন্ডার প্রাসঙ্গিক অর্থায়নের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। যেক্ষেত্রে একটি প্রকল্প/কর্মসূচির বরাদ্দ একাধিক জেন্ডার প্রাসঙ্গিকতার মানদণ্ডের সাথে সম্পর্কিত সেক্ষেত্রে মানের নিম্ন ক্রমানুসারে সর্বোচ্চ তিনটি প্রাসঙ্গিকতার মানদণ্ড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে 'জেন্ডার প্রাসঙ্গিক নয় অর্থায়ন' মানদণ্ডসহ) বিবেচনা করা হয়েছে। অতঃপর ধাপ-৫-এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে ঐ প্রকল্প/কর্মসূচির জেন্ডার প্রাসঙ্গিকতা নিরূপণ করা হয়।

ধাপ ৭ : একাধিক প্রাসঙ্গিকতার মানদণ্ডযুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচির জেন্ডার অর্থায়ন নিরূপণ

ধাপ-৬-এ নির্ণীত প্রকল্প/কর্মসূচির সামগ্রিক প্রাসঙ্গিকতার ভারকে এই পর্যায়ে প্রতিটি প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বাজেট বরাদ্দ অনুসারে প্রাসঙ্গিকতার একাধিক মানদন্ডের মধ্যে বণ্টন করা হয়। অতঃপর নিম্নোক্ত Weighted Reciprocal Rank (WRR) সূত্র ব্যবহার করে প্রাসঙ্গিকতার মানদন্ডের মধ্যে জেন্ডার অর্থায়নকে বিভাজন করা হয় :

$$WRRi = \frac{1}{\text{R}i} / \sum_{i=1}^{n} 1/\text{R}i$$

সারণি-১.৫ : Weighted Reciprocal Rank (WRR) নির্ণয়

প্রাসঙ্গিকতা	র‍্যাঙ্ক (R)	রেসিপ্রোক্যাল র‍্যাঙ্ক ($\frac{1}{R}$)	একক ভার ($WRRi = \frac{1}{Ri} / \sum_{i=1}^{n} 1/Ri$)		
			৩টি প্রাসঙ্গিকতা	২টি প্রাসঙ্গিকতা	১টি প্রাসঙ্গিকতা
প্রাসঙ্গিকতা-১	১	১.০০	০.৫৫	০.৬৭	১.০০
প্রাসঙ্গিকতা-২	২	০.৫০	০.২৭	০.৩৩	-
প্রাসঙ্গিকতা-৩	৩	০.৩৩	০.১৮	-	-

কাজেই তিনটি প্রাসঙ্গিকতাযুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচির প্রাসঙ্গিকতা-১, প্রাসঙ্গিকতা-২ ও প্রাসঙ্গিকতা-৩-এর বিপরীতে যথাক্রমে ৫৫ শতাংশ, ২৭ শতাংশ এবং ১৮ শতাংশ বরাদ্দ জেন্ডার প্রাসঙ্গিক হবে। দুটি প্রাসঙ্গিকতাযুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচির প্রাসঙ্গিকতা-১ ও প্রাসঙ্গিকতা-২-এর বিপরীতে যথাক্রমে ৬৭ শতাংশ ও ৩৩ শতাংশ বরাদ্দ জেন্ডার প্রাসঙ্গিক হবে। অপরদিকে, একটি প্রাসঙ্গিকতাযুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচির প্রাসঙ্গিকতা-১-এর বিপরীতে ১০০ শতাংশ বরাদ্দ জেন্ডার প্রাসঙ্গিক হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, বরাদ্দের কিছু অংশ জেন্ডারসংশ্লিষ্ট নাও হতে পারে এবং অবশিষ্ট বরাদ্দ জেন্ডারসংশ্লিষ্ট হতে পারে। এভাবে কোডে প্রকল্প বা কর্মসূচির জন্য সর্বোচ্চ তিনটি জেন্ডার প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ করা হয়েছে।

(খ) পরিচালন বাজেট

মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সংস্থার পরিচালন ব্যয়ের জেন্ডার প্রাসঙ্গিকতার ভার নিরূপণ করার যথার্থতা রয়েছে কারণ তা উন্নয়ন বরাদ্দ অপেক্ষা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মবণ্টন (allocation of business) এবং বিভিন্ন নীতি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে বিগত ১০ বছরের তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে নারীর অংশগ্রহণ (কর্মরত নারী ও পুরুষের পরিসংখ্যান) এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের পরিসংখ্যান বিবেচনায় পরিচালন বাজেটে অর্থনৈতিক কোডভিত্তিক নারীর উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ নিরূপণ করা হয়েছে।

সারণি-১.৬ : মন্ত্রণালয়/বিভাগ পরিচালন ব্যয়ের জেন্ডার প্রাসঙ্গিকতার ভার নিরূপণ

প্রোগ্রাম কোড	মানদণ্ড/কার্যক্রম	জেন্ডার প্রাসঙ্গিকতা (%)
০১	**নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি**	
০১০১	জেন্ডার সুনির্দিষ্ট নীতি-কৌশল অথবা নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন	১০০
০১০২	রাজনৈতিক কাঠামো এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন	৬০
০১০৩	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফোরামে নারীদের অংশগ্রহণ	৫০
০১০৪	নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	৪৫
০১০৫	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাধ্যমে নারীর অসহায়ত্ব এবং দারিদ্র্যের ঝুঁকি হ্রাস করা	৩৫
০১০৬	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অভিযোজন ও প্রশমনে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি	৩০
০২	**অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ এবং সমতা**	
০২০১	উৎপাদন, শ্রমবাজার এবং আয়বর্ধক কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে জেন্ডার সুনির্দিষ্ট নীতি-কৌশল অথবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন	১০০
০২০২	পরিশীলিত কাজের পরিবেশ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	৬০
০২০৩	শ্রমবাজার এবং আয়বর্ধক কাজে নারীর অংশগ্রহণ	৪৫
০২০৪	নারী উদ্যোক্তা বৃদ্ধি	৬০
০২০৫	নারীর জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবকাঠামো নির্মাণ	৩০

প্রোগ্রাম কোড	মানদন্ড/কার্যক্রম	জেন্ডার প্রাসঙ্গিকতা (%)
০৩	**কার্যকর সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি**	
০৩০১	সরকারি চাকরিতে নারীর প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেন্ডার সুনির্দিষ্ট নীতি-কৌশল অথবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন	১০০
০৩০২	নারীর সরকারি সম্পত্তি এবং সেবা লাভের সুযোগ বৃদ্ধি	৩৫
০৩০৩	নারীর নিরাপদ চলাচল নিশ্চিতকরণ	৪৫
০৩০৪	আইন ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে নারীর প্রবেশাধিকার	৪০
০৩০৫	সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা এবং নিপীড়ন কমানো	৩৩
০৪	**নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ**	
০৪০১	নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট জেন্ডার নীতি-কৌশল অথবা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন	১০০
০৪০২	নারী শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন	৬০
০৪০৩	নারীর জন্য অত্যাধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ও এর ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	৫৫
০৪০৪	প্রজনন, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা এবং পুষ্টি প্রাপ্তিতে নারীর প্রবেশাধিকার	৪৫
০৪০৫	গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ	৩৫
০৫	**জেন্ডার প্রাসঙ্গিক নয়**	
০৫০১	জেন্ডার প্রাসঙ্গিক নয়	০

পরিশিষ্ট ২: জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়
(সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪		২০২২-২৩			২০২১-২২		
	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত
১০১ - রাষ্ট্রপতির কার্যালয়									
মোট বাজেট (টাকা)	৩৩.৫	৩২.১	২৯.৫	৩১.৩	২৭.৯	২১.৩	২৯.৬	২৭.০	২০.৬
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	৬.২	৫.৮	৫.৫	৫.৬	৫.২	৪.২	৫.৩	৪.৮	৩.৪
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	১৮.৫	১৮.১	১৮.৭	১৭.৯	১৮.৬	১৯.৮	১৭.৯	১৭.৯	১৬.৬
১০২ - বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ									
মোট বাজেট (টাকা)	৩৪৭.১	৩৩৭.৬	৩২৪.৭	৩৪১.৩	৩০৭.১	২৪৯.৪	৩৩৫.৬	৩১৫.৩	২২৯.২
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	৭৩.৫	৭১.০	৬৭.৯	৭১.৯	৬৩.৩	৫১.৩	৭০.৩	৬৫.৫	৪৬.৩
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	২১.২	২১.০	২০.৯	২১.১	২০.৬	২০.৬	২১.০	২০.৮	২০.২
১০৩ - প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	৪৬০০.৪	৪৪৫২.১	৪২৮৭.৭	৫৭৭৪.৯	৪৭৪৪.৯	৩৪৬০.৪	৩৯০৭.৪	৪৪০৮.১	৩৮৬২.৭
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	১২৯৮.০	১২০০.৮	১১৯৪.৫	১৮৪০.৪	১৪৫১.৬	১০৪৫.৩	১১৩৫.৫	১৩৯৮.৫	১২৬৩.৮
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	২৮.২	২৭.০	২৭.৯	৩১.৯	৩০.৬	৩০.২	২৯.১	৩১.৭	৩২.৭
১০৪ - মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	১২২.১	১১০.৯	৯৩.৬	১৩৬.৯	১০৮.৩	৮৬.৬	২৩৮.৫	১৯০.৬	১২০.১
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	২৩.৯	১৭.৫	১৪.৭	২১.৯	২৬.০	২১.৬	৩৯.৪	৩৪.৯	১১.৫
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	১৯.৬	১৫.৮	১৫.৭	১৬.০	২৪.০	২৪.৯	১৬.৫	১৮.৩	৯.৫
১০৫ - বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট									
মোট বাজেট (টাকা)	২৪৭.৭	২৩৬.৭	২৩৬.৫	২৩০.২	২০৮.৬	১৮৬.২	২২৪.৬	২২৪.১	১৯৮.৭
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	৩৯.৩	৩৭.৬	৩৭.৬	৩৬.৬	৩৩.২	২৯.৬	৩৫.৭	৩৫.৭	৩১.৬
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	১৫.৯	১৫.৯	১৫.৯	১৫.৯	১৫.৯	১৫.৯	১৫.৯	১৫.৯	১৫.৯
১০৬ - নির্বাচন কমিশন সচিবালয়									
মোট বাজেট (টাকা)	১২২৯.৮	২৪০৬.৫	৪৭৬৮.৭	১৫৩৮.৯	১৪২৩.১	৮৭৭.৪	১৭২৮.৭	১৮০৪.৪	১৭২৯.৭
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	৩৪০.৮	৬৭৯.১	১৪৩২.৮	৫১৫.৪	৪৯৭.৬	২৮৬.৮	৫৮৭.৩	৬১০.৬	৬০৩.১
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	২৭.৭	২৮.২	৩০.০	৩৩.৫	৩৫.০	৩২.৭	৩৪.০	৩৩.৮	৩৪.৯
১০৭ - জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	৫৩৭৬.৬	৪৫৬৬.৯	৫১৫৯.৫	৪০৭৪.৪	৩৫৫৫.৬	২৪৮৩.৮	৩৭৫৮.৩	৩৪৬১.৪	২৬৩৭.৯
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	১০৮৫.২	৯৮৬.৪	৯৭২.৭	৯০০.০	৭১৮.১	৫২২.২	৮৯০.৫	৭৬৭.৫	৬১০.০
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	২০.২	২১.৬	১৮.৯	২২.১	২০.২	২১.০	২৩.৭	২২.২	২৩.১
১০৮ - বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন									
মোট বাজেট (টাকা)	১৬৬.০	১৩১.২	১৪১.৭	১২৩.২	১১৪.৪	৯৭.৯	১১৪.৬	৯৫.৯	৮৫.০
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	৪৬.৭	৩৫.০	৩৯.১	৩৪.৪	৩১.৬	২৫.৫	৩২.৩	২৬.১	২১.৬
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	২৮.১	২৬.৭	২৭.৬	২৭.৯	২৭.৬	২৬.১	২৮.২	২৭.২	২৫.৫

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪		২০২২-২৩			২০২১-২২		
	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত
১০৯ - অর্থ বিভাগ									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	২৪৮২০৩.৩	২৩১২০৯.৮	২০০৮৮১.১	১৯০৭১৬.৬	১৮৫০৭৩.০	১৫৬৩৯৫.৫	১৫৭৬৪৪.৯	১৫৯৯৫২.৫	১২৫৮০৪.১
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	৭৩৬২৬.৫	৭০৪৬৭.০	৫৫৩৮৫.০	৫৪৩৯৪.৮	৫১৮২৩.০	৪২০৩৮.৫	৪১৮৪৪.৬	৪২৮৩৬.৭	৩০৭১৪.৭
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	২৯.৭	৩০.৫	২৭.৬	২৮.৫	২৮.০	২৬.৯	২৬.৫	২৬.৮	২৪.৪
১১০ - বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়									
মোট বাজেট (টাকা)	২৮৯.৭	২৯৮.০	৩০৬.৩	২৯০.৬	২৫৫.৭	১৮৮.৪	২৮৩.৩	২৭৩.৮	২২৩.৪
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	৪৮.৮	৫০.৩	৫১.৭	৪৯.১	৪৩.২	৩১.৫	৪৭.৮	৪৬.৪	৩৭.৯
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	১৬.৯	১৬.৯	১৬.৯	১৬.৯	১৬.৯	১৬.৭	১৬.৯	১৬.৯	১৬.৯
১১১ - অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	৩২১৭.৫	৩৪৯৫.৫	২৭৮৮.৮	৩৪৭৭.৭	২৭৭০.৯	১৫৯০.৮	৩১২৩.৭	২৭৫২.৬	১৭২৬.১
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	৬৯৪.০	৪৯১.৪	৪৩৬.০	৪৮৯.৫	৩৪১.৩	১৯৮.৩	৪৭৭.৯	৪৩২.৯	২৫১.৭
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	২১.৬	১৪.১	১৫.৬	১৪.১	১২.৩	১২.৫	১৫.৩	১৫.৭	১৪.৬
১১২ - আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	৩৪১৭.৮	২৯৪৮.৯	৩৪৪৪.৪	২৮৫১.৮	৩৩৫৫.৯	২৮১৭.২	২৫৫৯.৫	২৬৩৭.৭	৪৮৪৪.৯
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	১০০১.১	৮৪০.৫	৯৭১.৪	৯০৫.২	৯৭৮.০	৭৬৮.৬	৫১৬.২	৫১৯.৫	৮৫৪.৫
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	২৯.৩	২৮.৫	২৮.২	৩১.৭	২৯.১	২৭.৩	২০.২	১৯.৭	১৭.৬
১১৩ - অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	২১৩০৮.০	১৩১৪১.১	১৬৫৬৩.৭	৮০৯৩.১	১০০৬১.০	৯৭৬৫.৯	৬৯৮১.৩	৬৭৪৯.৯	৪৯৮০.৮
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	৬৯১১.৩	৪১৯৩.৫	৫৩৩৩.৪	২৪৮৫.৫	৩১৯২.৫	৩২০০.২	২২৭৩.৮	২১৫১.১	৫০.৯
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৩২.৪	৩১.৯	৩২.২	৩০.৭	৩১.৭	৩২.৮	৩২.৬	৩১.৯	১.০
১১৪ - পরিকল্পনা বিভাগ									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	৬৪৯২.৩	৪৮৮২.৯	১৭৬৮৭.২	১৩৬৩.৬	৩৬১১.৬	১৪৫.৯	১১৩২.৬	১৮৫.৪	১৩৫.২
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	১৯২৯.৬	১৪৪০.৫	৫২৯১.৯	৩৮৬.৭	১০৬৫.৬	৩১.৭	৩৩৫.৯	৪২.৫	৩৫.৭
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	২৯.৭	২৯.৫	২৯.৯	২৮.৪	২৯.৫	২১.৭	২৯.৭	২২.৯	২৬.৪
১১৫ - বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	১৯৪.৭	১৮৩.৯	২৫১.৮	২৭৪.৩	১৯০.৯	১৮৫.১	২৫৬.৯	২০৭.৭	১৯৯.৬
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	২৪.৪	১৯.৯	২৬.৮	২৯.২	২০.৩	১৯.৬	২৭.৭	২২.২	২১.২
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	১২.৫	১০.৮	১০.৭	১০.৬	১০.৬	১০.৬	১০.৮	১০.৭	১০.৬
১১৬ - পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	৬৬২.১	৪১৫.৫	৫৬৮.২	৪০৯.৯	৩৮১.৯	২৮৪.৪	১৬৭২.৭	১৬২০.৭	১৪৫২.৭
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	২১২.৭	১১১.২	২৩০.৪	১১৪.০	১১৯.৯	৮৭.৬	৬৮৪.০	৬৬৭.৩	৬১০.৩
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৩২.১	২৬.৮	৪০.৬	২৭.৮	৩১.৪	৩০.৮	৪০.৯	৪১.২	৪২.০
১১৭ - বাণিজ্য মন্ত্রণালয়									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	৯৩১.৭	৫৯৩.৭	৪১১.৮	৫৪৪.৯	৪০২.০	৩৪০.৮	৬৮৩.৫	৩৮০.২	২৯৬.১
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	২৮৩.৮	১৬৩.৮	১০১.২	১৫২.২	১০৩.৩	৮৮.৪	২০০.৮	৯৭.৪	৭২.৮
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৩০.৫	২৭.৬	২৪.৬	২৭.৯	২৫.৭	২৫.৯	২৯.৪	২৫.৬	২৪.৬

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪		২০২২-২৩			২০২১-২২		
	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত
১১৮ - পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	১৭২৬.০	১৬৫৭.৪	১৫৮৮.৩	১৬৫০.৭	১৬০০.৮	৯৯৫.৫	১৬৫৫.৮	১৫৯১.৩	৯৮৬.৮
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	২১৪.৯	২০৯.১	২০৪.০	২১৫.০	২১৪.৯	১৩৬.৮	২১৪.৪	২০৫.৬	১৩৩.৩
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	১২.৫	১২.৬	১২.৮	১৩.০	১৩.৪	১৩.৭	১২.৯	১২.৯	১৩.৫
১১৯ - প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	৪২৩১৪.৯	৪২০৯৫.৩	৩৮১৭৪.২	৪০৩৬০.৩	৩৬৬৪৯.৯	৩১৮০৯.৮	৩৭৬৯১.০	৩৭৫৩৩.২	৩৫৮৭১.০
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	২৯৩১.০	৩১১২.১	২৮৩৩.৫	৩১০৫.৫	২৯০২.৯	২৪২৮.৯	৩০৩৫.৩	৩০২০.৩	২৮২১.৯
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৬.৯	৭.৪	৭.৪	৭.৭	৭.৯	৭.৬	৮.১	৮.০	৭.৯
১২০ - সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	৪৬.০	৪৫.৩	৩৬.৫	৪৪.৮	৩৭.৪	৩৪.৩	৪৩.৬	৪৭.৬	৪৬.২
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	৩.৩	৩.২	২.৬	৩.২	২.৭	২.৫	৩.১	৩.৪	৩.৩
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৭.১	৭.১	৭.১	৭.১	৭.১	৭.১	৭.১	৭.১	৭.১
১২১ - আইন ও বিচার বিভাগ									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	২০২২.৪	১৯৪২.৯	১৭১৭.৪	১৯২৩.৮	১৭৫৩.১	১৩২২.৩	১৮১৪.৬	১৮২২.৪	১৩৫৮.১
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	৪৭০.৮	৪৫৭.৯	৪৩২.৮	৪৮১.৩	৪৫৬.২	৩৪৩.৯	৪৬৮.৮	৪৭৮.১	৩৪৪.০
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	২৩.৩	২৩.৬	২৫.২	২৫.০	২৬.০	২৬.০	২৫.৮	২৬.২	২৫.৩
১২২ - জননিরাপত্তা বিভাগ									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	২৬৮৭৬.৭	২৫৬৯৪.৮	২৫১২৩.২	২৪৫৯৪.০	২২৫৭৫.৩	২১২৭৩.৪	২৩০৮০.৫	২৩২৫৮.৭	২১৪৬৭.৯
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	৫৫২৫.২	৫৩০০.১	৫২০১.৬	৫০৩৩.২	৪৫২১.১	৪১৬২.৩	৪৭৩২.৩	৪৮০৯.৬	৪৩৭৮.৪
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	২০.৬	২০.৬	২০.৭	২০.৫	২০.০	১৯.৬	২০.৫	২০.৭	২০.৪
১২৩ - লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ আইন									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	৪৪.৬	৪২.৮	৪২.৬	৩৯.৭	৩৪.৬	৩০.৬	৩৬.৫	৩৫.৮	৩১.৬
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	১৪.৫	১৩.৩	১৩.১	১১.৯	১০.৬	৯.২	১০.৯	১০.৮	৯.৪
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৩২.৫	৩১.০	৩০.৮	৩০.০	৩০.৬	৩০.০	৩০.০	৩০.১	২৯.৬
১২৪ - প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	৩৮৮১৯.৩	৩৪৭২২.২	৩০৪৮১.৯	৩১৭৫৮.৫	২৭৭০১.০	২৩৮১৫.২	২৬৩১০.৬	২৮২২০.৯	২৩৪৪০.৫
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	২৪৯০১.০	২৩৩৬৫.৬	২১৬৩২.২	২১৮৬৬.৬	১৯৫৯২.৪	১৬৯৪৬.৯	১৮৩৪১.৯	১৯৭১৫.১	১৬৬১৯.৩
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৬৪.১	৬৭.৩	৭১.০	৬৮.৯	৭০.৭	৭১.২	৬৯.৭	৬৯.৯	৭০.৯
১২৫ - মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	৪৪১০৮.৩	৪২৮৩৯.০	৩৪১৩১.৫	৩৯৯৬১.৪	৩৩৬৫১.৩	৩০৪৯৫.৭	৩৬৪৮৫.৬	৩২৪১২.১	২৮৯৬৯.৫
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	২১৪৮৪.৮	২০৫৮৮.৮	১৬২০১.৪	১৯৯১৭.০	১৬১৯৩.৫	১৪৫৬৯.৩	১৮০১৯.৯	১৫৭১৮.৩	১৩৯৮৭.০
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৪৮.৭	৪৮.১	৪৭.৫	৪৯.৮	৪৮.১	৪৭.৮	৪৯.৪	৪৮.৫	৪৮.৩
১২৬ - বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	১৩৫৭২.৮	১৩৬০৭.৫	১২০৩২.৭	১৬৬১৩.৮	১২৮২১.১	১১৬২২.৪	২১২০৩.৯	১৬৪৫৭.৫	১৫০৭৩.৩
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	৪৭২১.৪	৪৪৫৫.৪	৪১৭৯.৪	৫৭৪০.৬	৪৬৯৪.৮	৪২৭১.৮	৭৫৩০.১	৬০৭১.৬	৫৫৬৮.৭
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৩৪.৮	৩২.৭	৩৪.৭	৩৪.৬	৩৬.৬	৩৬.৮	৩৫.৫	৩৬.৯	৩৬.৯

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪		২০২২-২৩			২০২১-২২		
	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত
১২৭ - স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	৩০১২৫.২	২৯৪২৯.৬	২৩৫৩২.০	২৯২৮১.৭	২৩০৫১.৭	১৭৬৬৮.৬	২৫৯১৩.৮	২৬১৬৪.৭	২০৫৮৭.১
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	১৩৫৪৬.৫	১৪২৪০.০	১১৪৯৯.০	১৪১৭০.৭	১১২৩১.১	৮৬৯৬.৯	১২৪৩৬.৯	১২৮৩৫.৩	১০১৩৪.১
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৪৫.০	৪৮.৪	৪৮.৯	৪৮.৪	৪৮.৭	৪৯.২	৪৮.০	৪৯.১	৪৯.২
১২৮ - তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	২৮৭২.৩	২৩৬৮.৪	২২২৯.০	১৯১৫.৬	১৮৪২.৭	১৭২৭.২	১৭২০.৭	১৬৪২.০	১৬২২.১
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	১১৫১.৪	৯৬৭.৮	৮৮৬.১	৭০৮.০	৬৬৬.২	৬২৯.০	৫৩১.৭	৫৯৮.১	৬০১.৪
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৪০.১	৪০.৯	৩৯.৮	৩৭.০	৩৬.২	৩৬.৪	৩০.৯	৩৬.৪	৩৭.১
১২৯ - সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	১২৮৬৯.৪	১২২১৬.৮	১১৫৫২.২	১০১৯৭.৯	১০০২১.৮	৯৪৬৩.৪	৯১২৩.৭	৯০২১.০	৮৬৯৭.১
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	৬৭৫১.৬	৬৩৬৩.১	৬১২২.২	৫৩৭৮.৬	৫৩১২.০	৫০৮১.০	৪৯৪২.৪	৪৯১২.১	৪৭৭৯.০
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৫২.৫	৫২.১	৫৩.০	৫২.৭	৫৩.০	৫৩.৭	৫৪.২	৫৪.৫	৫৪.৯
১৩০ - মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	৫২২২.২	৪৭৫৫.০	৪৭১৫.৫	৪২৯০.৫	৪৪০২.৫	৪২২৭.৯	৪১৯০.৯	৪১০২.৮	৩৮৯২.৪
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	৪৬৯৭.৬	৪৩৫৩.৭	৪৩৮১.২	৪০১২.৮	৪১০০.৪	৩৮৩১.৬	৩৪৪৩.২	৩৩৬৮.৯	৩১৯৪.০
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৯০.০	৯১.৬	৯২.৯	৯৩.৫	৯৩.১	৯০.৬	৮২.২	৮২.১	৮২.১
১৩১ - শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	৪৬২.৮	৩৪৬.৯	৩৭৩.৪	৩৫৬.৬	৪৬৯.৭	৩২৯.৪	৩৬৫.০	৩৫৯.৯	২৩৭.০
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	১৭৯.৮	১১৭.৫	১৪৪.৬	১৩৭.১	২০০.০	১৩৮.১	১৪৪.৩	১৪৮.৮	৯৫.২
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৩৮.৯	৩৩.৯	৩৮.৭	৩৮.৪	৪২.৬	৪১.৯	৩৯.৫	৪১.৪	৪০.২
১৩২ - গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	৬৯২৯.০	৭৪২৮.২	৭০২৫.৩	৬৮২০.৭	৮৬৯৭.২	৭৭৪৩.৭	৬৩৪৫.৩	৬৮৪২.৯	৬৬৫০.৬
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	২৩৩০.৬	২৪২৪.৫	২৪১০.৮	২২০৫.৪	২৯৫৯.৭	২৬২৪.০	২০০০.৫	২৩৩৬.৬	২২৮৫.৮
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৩৩.৬	৩২.৬	৩৪.৩	৩২.৩	৩৪.০	৩৩.৯	৩১.৫	৩৪.১	৩৪.৪
১৩৩ - তথ্য মন্ত্রণালয়									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	১১০৭.৯	১০৫০.৫	১০৬৮.০	১০৯৮.৬	১৩৭৫.৫	১১৪৭.৯	১০০৮.৫	১০৬০.৭	৯৮৮.৫
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	৩৩৫.৭	৩১৫.০	৩২৬.৮	৩৬০.৩	৪৫৬.১	৩৭২.২	৩০৮.৯	৩২৩.৫	৩০৩.৫
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৩০.৩	৩০.০	৩০.৬	৩২.৮	৩৩.২	৩২.৪	৩০.৬	৩০.৫	৩০.৭
১৩৪ - সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	৭৭৮.৯	৬৯৮.৮	৭৬৪.২	৬৩৬.৯	৬৬১.৭	৫৮৬.৪	৫৮৭.১	৫৭৮.৯	৫৫৬.৫
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	২৪৮.০	২৩০.০	২৭৭.২	২০৮.২	২৩৩.৮	২০৪.৫	১৮৫.৩	১৮১.৬	১৭৭.৫
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৩১.৮	৩২.৯	৩৬.৩	৩২.৭	৩৫.৩	৩৪.৯	৩১.৬	৩১.৪	৩১.৯
১৩৫ - ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	২৬০২.০	২৫০৯.২	২৫৭১.০	২৩৫৩.১	৪০৬০.৮	৩৭৩৫.১	২২৩৯.৮	২৫২২.৭	২৪৭৭.১
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	৪৭৫.৬	৫৫২.৭	৫৭০.৩	৪৬১.৯	৮১৪.৯	৭১৭.০	৪৪৯.২	৪৯২.৮	৪৮৪.২
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	১৮.৩	২২.০	২২.২	১৯.৬	২০.১	১৯.২	২০.১	১৯.৫	১৯.৫

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪		২০২২-২৩			২০২১-২২		
	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত
১৩৬ - যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	২২১১.৮	১৩০৩.৩	১৫১৬.৮	১২৭৫.৪	১৬২৮.১	১২৮৭.৭	১১১৫.৪	১২৫৭.৯	১১৪০.৮
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	৯২৮.২	৪৭২.৭	৫৪০.৮	৪৭১.২	৬৪৮.১	৫০৭.১	৩৯৮.৩	৪৬৯.৮	৪৩০.৫
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৪২.০	৩৬.৩	৩৫.৭	৩৬.৯	৩৯.৮	৩৯.৪	৩৫.৭	৩৭.৩	৩৭.৭
১৩৭ - স্থানীয় সরকার বিভাগ									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	৪৫২০৫.৬	৪৬৭০৩.৯	৪৮৮৪৩.১	৪১৭০৭.৩	৪৫১৯৯.৩	৩৮৬০৬.২	৩৯২১৯.০	৩৯৬১১.০	৩৩২৩৯.৭
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	১৭৭৯৭.৭	১৮৫৬৬.৪	১৯৫২২.৮	১৬৩৪০.৫	১৭৮৫২.৯	১৫২৬৫.৭	১৫২৩২.৭	১৫৪৮৩.৬	১২৮৯২.৩
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৩৯.৪	৩৯.৮	৪০.০	৩৯.২	৩৯.৫	৩৯.৫	৩৮.৮	৩৯.১	৩৮.৮
১৩৮ - পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	১৩৪৬.৪	১৪৩৩.৩	১২৩৭.৯	১৬৪৪.৯	১৪৬৭.৯	১২০৭.৬	১৭৯০.৮	১৬০১.২	১৭৬৪.০
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	৫২৮.৮	৫৯০.৭	৪৯৭.৩	৬২৮.৭	৫৭১.০	৪৬৫.৮	৫১০.৯	৬১১.২	৬৯৩.১
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৩৯.৩	৪১.২	৪০.২	৩৮.২	৩৮.৯	৩৮.৬	২৮.৫	৩৮.২	৩৯.৩
১৩৯ - শিল্প মন্ত্রণালয়									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	২৫০৯.৬	৩০২৩.৬	২৫৪৬.০	১৫২১.২	২২২২.৫	২০৩০.১	১৫৮৪.৯	২২১১.৫	২১৩২.১
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	৯৯২.২	১১৫১.৪	১০০১.৫	৫৪৯.৩	৮৪৭.৭	৭৭৮.৯	৫৮৯.৭	৮৮৬.৪	৮৫৬.৪
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৩৯.৫	৩৮.১	৩৯.৩	৩৬.১	৩৮.১	৩৮.৪	৩৭.২	৪০.১	৪০.২
১৪০ - প্রবাসী কল্যাণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	১২১৭.২	১০১৮.৪	৭০৭.৪	৯৯০.৩	৫৯৯.২	৪৮৮.৩	৭০১.৯	৭১৪.৩	৪৯১.২
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	৪৬১.৫	৩৮০.৬	২৬১.৬	৩৬২.৫	২১১.৩	১৬৭.৮	২৪৮.৫	২৬২.২	১৭১.৯
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৩৭.৯	৩৭.৪	৩৭.০	৩৬.৬	৩৫.৩	৩৪.৪	৩৫.৪	৩৬.৭	৩৫.০
১৪১ - বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	৫৭৪.১	৬০৫.৮	৬০০.৭	৬২৮.৪	৬০৩.১	৪৭৯.৫	৬৯১.৬	৮৩৮.৩	৭৮২.৮
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	১৩৫.৭	১৪৯.৬	১৫৩.৮	১৭২.৩	১৭১.৪	১৩৩.০	২০০.৬	২৩৩.৮	২২২.১
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	২৩.৬	২৪.৭	২৫.৬	২৭.৪	২৮.৪	২৭.৭	২৯.০	২৭.৯	২৮.৪
১৪২ - জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	১০৮৬.৬	৯৯৪.২	১১৪৩.১	১৮৬৯.৭	১৯০২.২	১৫৭৭.৫	২০৮৬.৪	১৬৪৪.৫	১৩২৪.৮
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	৩৪৭.১	২৯২.৫	৩০৮.০	৫০২.১	৪৬০.৪	৩১২.২	৪১৩.৮	৩২৩.৯	২৫৫.৪
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৩১.৯	২৯.৪	২৬.৯	২৬.৯	২৪.২	১৯.৮	১৯.৮	১৯.৭	১৯.৩
১৪৩ - কৃষি মন্ত্রণালয়									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	২৭২১৪.৩	২৫১২২.৫	৩৩২৮০.২	২৪২২৪.১	৩৩৮০৯.৬	৩২৫৪১.১	১৬২০১.৪	১৮৯৪৩.৮	২১৩৩৭.৫
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	১০৮০৫.৫	৯৯০৫.৫	১৩১৪৩.৪	৯৪৫৯.৩	১৩২৯৮.৪	১২৮৮২.৪	৬২৭৫.৪	৭৩৩৪.৮	৮৩৬৯.৯
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৩৯.৭	৩৯.৪	৩৯.৫	৩৯.০	৩৯.৩	৩৯.৬	৩৮.৭	৩৮.৭	৩৯.২
১৪৪ - মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	৪২৮৮.২	৪২৩৯.৯	৩৯০৪.৮	৩৮০৮.০	৩৬৩৩.৬	৩০৮৫.০	৩৪৩৭.২	৩১৯৬.২	২৪৮৩.০
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	১৫৭১.৪	১৫৬২.১	১৪৫০.২	১৩৯২.২	১৩৪২.১	১১৩৩.৮	১২২৩.১	১১২৭.৩	৮৪৯.৯
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৩৬.৬	৩৬.৮	৩৭.১	৩৬.৬	৩৬.৯	৩৬.৮	৩৫.৬	৩৫.৩	৩৪.২

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪		২০২২-২৩			২০২১-২২		
	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত
১৪৫ - পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	২১৩০.৫	১৬৩৮.১	২০৬৭.৬	১৫০১.৩	১৩৫৬.২	৮৭৯.৫	১২২০.৯	১২২২.০	১০৫১.২
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	৫৭৫.১	৪৮৭.৩	৬২২.৩	৪০৩.৭	৪০২.৫	২৪০.৫	৩৫৪.৩	৩৫৫.২	৩০৩.৬
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	২৭.০	২৯.৭	৩০.১	২৬.৯	২৯.৭	২৭.৩	২৯.০	২৯.১	২৮.৯
১৪৬ - ভূমি মন্ত্রণালয়									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	২৫০৪.৮	২৪৫৮.৮	২১৪৭.৯	২৩৮০.৫	১৯৪৬.৩	১২৬৩.৮	২২২৪.৬	২০২৫.৩	১৫৪৪.৭
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	৬৬৫.৬	৬৪৫.২	৫৩৯.৯	৬৬৩.৫	৫১২.০	২৬৩.৯	৬২০.৬	৫৪৫.৫	৩৬৭.৩
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	২৬.৬	২৬.২	২৫.১	২৭.৯	২৬.৩	২০.৯	২৭.৯	২৬.৯	২৩.৮
১৪৭ - পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	১১১৯৩.৬	১০২৪৪.২	১৪৬০৪.৩	১০১৯৬.১	১৩৫৫৫.৩	১০৮৮৮.৮	৮৮২৬.৬	৯৫৮৪.৩	৯৪০০.২
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	৩০১৩.৪	২৫৩২.০	৩৮৩৮.৯	২৫২৭.৩	৩৬১৩.৮	২৮৫৮.৭	২২৫৭.৬	২৫১৪.১	২৪৪০.৮
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	২৬.৯	২৪.৭	২৬.৩	২৪.৮	২৬.৭	২৬.৩	২৫.৬	২৬.২	২৬.০
১৪৮ - খাদ্য মন্ত্রণালয়									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	৬৭৫৬.৫	৬৫১৮.৩	৫২৩৭.৩	৬২১২.৭	৬৯২৬.৭	৬০২৭.৩	৫৩০৯.৭	৫৮৩৩.৪	৭৭৪৪.৫
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	১৫০৮.৭	২১৪০.৬	২২৮১.২	২১২৭.২	২০০৭.৪	১৭৯৪.৬	১৭৪৩.৬	১৯৬৫.৬	১৮২৪.০
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	২২.৩	৩২.৮	৪৩.৬	৩৪.২	২৯.০	২৯.৮	৩২.৮	৩৩.৭	২৩.৬
১৪৯ - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	১১০০৩.০	১০১১৭.৮	১০৫৮৭.৩	১০২২৮.৯	১০৭৬৪.০	১০৯০৯.৮	৯৯৫০.৮	১০১২৩.৬	৮৬৪৪.০
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	৪২৭৬.৩	৩৯৭৩.২	৪১৪৭.৭	৩৯৫৮.৫	৪৩০৩.২	৪৪৮৫.২	৩৮৫৪.১	৩৯৬২.৬	৩৩৭৯.০
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৩৮.৯	৩৯.৩	৩৯.২	৩৮.৭	৪০.০	৪১.১	৩৮.৭	৩৯.১	৩৯.১
১৫০ - সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	৩৮১৪৩.৩	৩৯৭০৯.৯	৩৩৩৬৪.৯	৩৬৬৪৭.৬	৩৫২৪৮.০	৩০৯১৫.৪	৩২৯৪১.৭	৩২৯৯৬.৩	৩০০১১.১
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	১২৯৩৩.৪	১১৮৬৭.০	৯৭৪৮.৪	১০৬২৪.৭	১০৬৯৪.৭	৯৪২৫.৫	৯৪৫৭.৬	৯৪৬৬.১	৮৮৮৪.৪
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৩৩.৯	২৯.৯	২৯.২	২৯.০	৩০.৩	৩০.৫	২৮.৭	২৮.৭	২৯.৬
১৫১ - রেলপথ মন্ত্রণালয়									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	১৮০৭২.১	১৯০১০.২	১৭০৬৭.৯	১৮৮৫১.৭	১৬৪৭৬.৮	১৪৭০২.৫	১৭৪৮৬.৪	১৬৩৫১.০	১৪৭৯৭.৬
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	৬০৬৭.৮	৬৫৩৭.২	৫৭৭৯.৯	৬৪৩৪.৫	৫৫৩৮.৪	৪৯৭১.৭	৫৮৫৫.৬	৫৫৫৪.০	৫০৮১.৫
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৩৩.৬	৩৪.৪	৩৩.৯	৩৪.১	৩৩.৬	৩৩.৮	৩৩.৫	৩৪.০	৩৪.৩
১৫২ - নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	১১২৭০.৪	১০৮০১.০	৭৮৪৪.৫	৭২২৩.৯	৫৪৭৪.০	৪৬৮৪.২	৫১৩৭.৩	৪৪৮০.৭	৪১৪১.২
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	৩৮১২.২	৩৯০২.০	২৬৭৫.২	২৪৫৫.৯	১৭৭৫.২	১৪৬১.৪	১৫৮৮.৪	১৪০৫.৫	১২৯৯.৪
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৩৩.৮	৩৬.১	৩৪.১	৩৪.০	৩২.৪	৩১.২	৩০.৯	৩১.৪	৩১.৪
১৫৩ - বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	৫৬৯৫.১	৬৫৯৬.৭	৬৩৫০.০	৭০০৩.৭	৫৬২৮.৩	৫১৫৭.৩	৪০৩১.৭	৪৩৮৫.১	৪৩৬৮.৮
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	১৯০৯.৩	২৪২০.৮	২৩৩১.৪	২৫৯২.৫	২১০৫.৯	১৯৩১.৭	১৪০৭.৪	১৬১২.২	১৬০৫.৯
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৩৩.৫	৩৬.৭	৩৬.৭	৩৭.০	৩৭.৪	৩৭.৫	৩৪.৯	৩৬.৮	৩৬.৮

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪		২০২২-২৩			২০২১-২২		
	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত
১৫৪ - ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	২৪২০.০	২৪৩৪.০	২৬৮৬.৪	২৪৮৬.৫	৩০৪৩.৯	২৬১৫.৯	২৫৪৮.৭	১৯৩১.৬	১৪৪৬.৪
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	৮২৮.৯	৮১২.৫	৯৯৯.০	৮৩৫.৩	১০৭৩.২	৯১২.৮	৮০৩.৩	৬০৯.৪	৪৪৪.৪
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৩৪.৩	৩৩.৪	৩৭.২	৩৩.৬	৩৫.৩	৩৪.৯	৩১.৫	৩১.৫	৩০.৭
১৫৫ - পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	১৩৯৯.৬	১২০৪.৭	১১৭২.১	১৩৩৭.৯	১৪০০.৮	১৩০১.৯	১১৮২.১	১৩১৩.৭	১২৬০.৮
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	৪৭৪.২	৪৩৯.৫	৪২২.৭	৪৯৯.৪	৫৩৪.৭	৪৯৬.৯	৪৪৮.৬	৫১৬.০	৪৮৫.৫
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৩৩.৯	৩৬.৫	৩৬.১	৩৭.৩	৩৮.২	৩৮.২	৩৭.৯	৩৯.৩	৩৮.৫
১৫৬ - বিদ্যুৎ বিভাগ									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	২৯২২৯.৯	৩৩৮২৫.১	২৭১৭৫.২	২৪১৯৫.৯	২৫৩০৯.৩	২৫০০৬.৯	২৫৩৯৭.৮	২২৮৭৪.০	২০৭০৬.৯
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	৮২৪৩.০	৮১৯৪.২	৬৭৮০.৯	৬২৮৪.২	৬৫৭৯.৪	৬৬৪৫.৮	৭১৯৩.৪	৬১৯০.৫	৫২৪৭.৯
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	২৮.২	২৪.২	২৫.০	২৬.০	২৬.০	২৬.৬	২৮.৩	২৭.১	২৫.৩
১৫৭ - মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	৭৪৭৪.৩	৭২৪৩.৫	৭২২৮.৪	৬৯৮৪.২	৮০৬১.৩	৭৮৪৫.৭	৬৩৪২.৮	৬৭৪৪.২	৬৪১২.৮
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	২২৪৬.৫	২১৩০.২	২১৬৭.২	২০৮৪.৫	২৫১৮.৩	২৪৫৬.৪	১৮২৮.৬	১৯৭৮.৬	১৮৯৯.৯
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৩০.১	২৯.৪	৩০.০	২৯.৮	৩১.২	৩১.৩	২৮.৮	২৯.৩	২৯.৬
১৫৮ - দুর্নীতি দমন কমিশন									
মোট বাজেট (টাকা)	১৯১.৩	১৮৪.৭	১৫৩.৭	১৭৮.৪	১৪৪.১	১২০.৩	১৫৯.৩	১৩৬.৪	১০১.০
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	৩৩.৯	৩২.৬	২৮.৪	৩২.৩	২৬.২	২১.৯	২৯.১	২৫.৪	১৮.৬
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	১৭.৭	১৭.৬	১৮.৫	১৮.১	১৮.২	১৮.২	১৮.৩	১৮.৬	১৮.৪
১৫৯ - সেতু বিভাগ									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	৭৩১৮.১	৯০৭৩.২	৭৯২৮.৭	৯২৯৬.৭	৭০৭২.৫	৬৯৪৬.৯	৯৮২০.২	৫৭২৮.৯	৫৫৭০.৯
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	২৬০৫.৯	৩০৩৪.৩	১৭৪৭.৫	২০১৭.৮	১৬২২.৬	১৬০৯.৮	১৭৮২.০	৫৩৫.১	৫৩৩.৪
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৩৫.৬	৩৩.৪	২২.০	২১.৭	২২.৯	২৩.২	১৮.১	৯.৩	৯.৬
১৬০ - কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	১১৭৮৩.৪	১০৬০২.০	৯৯৮৩.৭	৯৭২৭.৮	৯১৫১.৬	৭৭৬৫.৫	৯১৫৪.৩	৯০০৯.৬	৭৯৯৭.১
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	৪৯০৬.৫	৪৪০৮.৫	৪২১১.১	৩৯৮৫.৫	৩৭৩৭.৪	৩১০৭.৮	৩৬৯০.৭	৩৫৭৮.৩	২৯৬০.২
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৪১.৬	৪১.৬	৪২.২	৪১.০	৪০.৮	৪০.০	৪০.৩	৩৯.৭	৩৭.০
১৬১ - সুরক্ষা সেবা বিভাগ									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	৪১৩৬.৯	৪১৬৩.৪	৩৬৮৩.০	৪১৮৭.০	৩১৮৫.৩	২৮৫৯.৮	৩৮০৮.১	৩৬৬৯.০	৩১১৩.৩
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	১০৪১.৮	১১৫২.৯	১০০১.৭	১১৮৫.২	৮৪৬.৫	৭০০.৭	১০৮৩.৬	১০২৮.০	৮২২.০
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	২৫.২	২৭.৭	২৭.২	২৮.৩	২৬.৬	২৪.৫	২৮.৫	২৮.০	২৬.৪
১৬২ - স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ									
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (টাকা)	১১২৮২.৪	৮৬২০.৯	৬২৫১.৩	৭৫৮২.২	৬৬৯৭.২	৪৮৫৮.১	৬৮১৬.৭	৬১০৯.৬	৪৫৩৭.৪
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ (টাকা)	৫৪৭৮.৬	৪০২৮.৫	৩০৭৪.৮	৩৭২১.৫	৩১৬৬.৫	২৩০৯.১	৩৩৭৭.০	২৯৮৯.১	২২৫২.৫
জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার (%)	৪৮.৬	৪৬.৭	৪৯.২	৪৯.১	৪৭.৩	৪৭.৫	৪৯.৫	৪৮.৯	৪৯.৬

পরিশিষ্ট ৩: জেন্ডার গ্যাপ ম্যাট্রিক্স

উপ-নির্দেশক	বিদ্যমান পরিস্থিতি	মুখ্য ভূমিকা পালনকারী (লিড) মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	প্রেক্ষিত পরিকল্পনা		টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা		৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	সম্ভাব্য কার্যক্রম
				২০৩১	২০৪১	২০২৫	২০৩০	২০২৫	
উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির হার (%)	নারী : ২২.৭৮ (ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম ২০২৩)	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, কারিগরি মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৫০	৮০	-	-	১৮	• নারী শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি কর্মসূচির পরিধি সম্প্রসারণ; • নারী শিক্ষার্থীদের পরিবারের আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি চালুকরণ • ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম মাধ্যম ব্যবহার করে সুবিধাজনক সময়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি; • নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপদ বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় মহিলা হোস্টেল নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ; • নারী শিক্ষা বিশেষত TVET প্রোগ্রামে নারীর অংশগ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ; • নারী এবং তাদের বিভিন্ন ভূমিকার বিষয়ে ইতিবাচক সামাজিক প্রথা চালুকরণ; • কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে মহিলাদের জন্য প্রণোদনা সম্প্রসারণ; • জেন্ডার সংবেদনশীল লার্নিং পদ্ধতি প্রবর্তন।
স্টেম গ্রাজুয়েট (%)	নারী : ২০.৬ (বিশ্ব ব্যাংক ২০১৮)	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, কারিগরি মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	-	-	-	-	-	• উচ্চ শিক্ষায় গবেষণা ও উদ্ভাবন উৎসাহিত করা; • উদ্ভাবন এবং সৃজনশীল সমস্যা সমাধানের সংস্কৃতি গড়ে তোলা; • ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে সুবিধাজনক সময়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি; • স্টেম বিষয়ে মেন্টরশিপ এবং শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি; • শিক্ষামূলক বিষয়বস্তুতে (শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পাঠ্যক্রম, শিক্ষাগত পদ্ধতি এবং শিক্ষাদানের উপাদান) জেন্ডারকে মূলধারায় অন্তর্ভুক্তিকরণ; • সৃজনশীলতা এবং মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে জেন্ডার সংবেদনশীল শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ নিশ্চিতকরণ; • আন্তর্জাতিক শিক্ষাঙ্গনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর সমতা নিশ্চিতকরণ; • STEM শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা; • সমাজে বিদ্যমান জেন্ডার পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও গতানুগতিক ধ্যানধারণা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি;

উপ-নির্দেশক	বিদ্যমান পরিস্থিতি	মুখ্য ভূমিকা পালনকারী (লিড) মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	প্রেক্ষিত পরিকল্পনা		টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা		৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	সম্ভাব্য কার্যক্রম
				২০৩১	২০৪১	২০২৫	২০৩০	২০২৫	
									• সরকারের বিভিন্ন পর্যায়, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায় স্টেম শিক্ষা এবং স্টেম সংশ্লিষ্ট পেশায় নারীদের উৎসাহিতকরণ; • বিজ্ঞানচর্চা এবং আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক স্টেম শিক্ষার মূলধারায় নারীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ; • স্টেম শিক্ষকদের মাঝে জেন্ডার ভারসাম্য নিশ্চিতকরণ; • জেন্ডার সংবেদনশীল গবেষণায় এবং বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহিতকরণ; • আন্তর্জাতিক শিক্ষা অঙ্গনে পোস্ট ডক্টরাল গবেষণায় নারীদের সমতা রক্ষাকরণ এবং দীর্ঘ বিরতির পর প্রত্যাবর্তন সহজীকরণ;
বয়স্ক সাক্ষরতার হার (%)	নারী : ৭৩.০ (বিইএস ২০২২)	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	কারিগরি মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১০০	১০০	-	-	১০০	• দরিদ্র ছাত্রীদের জন্য বিশেষ আর্থিক প্রণোদনার ব্যবস্থাকরণ; • শিক্ষণ পদ্ধতি সহজীকরণ; • বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনা বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন প্রচারণা এবং এ কাজে আরও শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত মহিলা শিক্ষক নিয়োজিতকরণ; • শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর পরিবারসমূহকে চিহ্নিত করে উক্ত পরিবারের সদস্যদের পরামর্শ প্রদান; • প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারীদের জন্য নিরাপদ পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণসহ নারীদের জন্য পরিবহণ খরচ বাবদ প্রণোদনা প্রদান; • সকলপ্রকার যৌন হয়রানি প্রতিরোধে প্রচেষ্টা জোরদারকরণ; • শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং পাবলিক প্লেসসমূহে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
মাধ্যমিক স্কুলে ঝরে-পড়ার হার (%)	নারী : ৪০.৭৮ (বিইএস ২০২২)	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	কারিগরি মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	০%	০%	-	-	-	• মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবেশ তৈরি; • নিরাপদ, অহিংস, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে নারীবান্ধব শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ; • ইভ-টিজিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণা এবং মেয়েশিশু ও কিশোরীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; • দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের জন্য প্রয়োজনীয়তার নিরিখে আর্থিক এবং অ-আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধিকরণ;

উপ-নির্দেশক	বিদ্যমান পরিস্থিতি	মুখ্য ভূমিকা পালনকারী (লিড) মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	প্রেক্ষিত পরিকল্পনা		টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা		৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	সম্ভাব্য কার্যক্রম
				২০৩১	২০৪১	২০২৫	২০৩০	২০২৫	
									• মফস্বল এবং গ্রামের মেধাবী নারী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ শিক্ষা ঋণ এবং বৃত্তি কর্মসূচি প্রবর্তন; • বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা জোরদারকরণ; • প্রান্তিক পরিবারের জন্য বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সম্প্রসারণ।
স্বাস্থ্য ও কল্যাণ									
মাতৃমৃত্যুর অনুপাত (এমএমআর) (প্রতি লক্ষ জন্মে)	১৫৩ (এসভিআরএস ২০২২)	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার বিভাগ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৭০	৩৬	১০০	৭০	১০০	• জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অনিচ্ছাকৃত গর্ভধারণ প্রতিরোধ; • নিরাপদ গর্ভপাত এবং গর্ভপাত-পরবর্তী যত্ন নিশ্চিতকরণ; • গর্ভকালীন এবং প্রসবোত্তর যত্ন নিশ্চিতকরণ; • সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ; • স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ; • বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা জোরদারকরণ; • স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে টেলিমেডিসিন এবং মোবাইল অ্যাপের ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ।
সন্তান প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর সেবাপ্রাপ্ত প্রসূতির অনুপাত (%)	৫৯ (এমআইসিএস ২০১৯)	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার বিভাগ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	-	-	৭২	৮০	৭২	• নিরাপদ প্রসবের লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত ধাত্রীদের ডেটাবেস তৈরি করে তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান; • আগে থেকেই প্রসবকালীন পরিকল্পনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট পরিবারকে সহায়তা প্রদান; • সন্তান প্রসবে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর সেবা প্রাপ্তিতে অসমর্থ এরূপ প্রান্তিক নারীদের জন্য আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থাকরণ; • পর্যাপ্ত পরিবহণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ; • দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী দ্বারা সন্তান প্রসবের গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণকে সচেতনকরণ; • গ্রামভিত্তিক দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ এবং তাদের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ; • স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।

উপ-নির্দেশক	বিদ্যমান পরিস্থিতি	মুখ্য ভূমিকা পালনকারী (লিড) মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	প্রেক্ষিত পরিকল্পনা		টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা		৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	সম্ভাব্য কার্যক্রম
				২০৩১	২০৪১	২০২৫	২০৩০	২০২৫	
অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সি শিশুদের খর্বতার হার (%)	নারী : ২৮.০০ (এমআইসিএস ২০১৯)	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়	কৃষি মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়	-	-	-	-	২০	• একটি সুস্থ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিশ্চিত করার জন্য প্রসবপূর্ব এবং পরবর্তী শিশু যত্ন নিশ্চিতকরণ; • শিশু পুষ্টির জন্য শিশু আইন ২০১৩ এবং জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ২০২০ বাস্তবায়ন; • স্বাস্থ্য সেক্টর প্রোগ্রামের আওতায় National Nutrition Services (NNS)-এর অপারেশনাল প্ল্যান অব্যাহত রাখা; • পুষ্টি শিক্ষা, পরিপূরক খাদ্য সহায়তা; • শিশুকে প্রথম ৬ মাস বুকের দুধ খাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিতকরণ; • স্কুলে বা কমিউনিটিতে স্বাস্থ্য কার্ডের মাধ্যমে দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত মেয়েশিশুদের সম্পূরক খাদ্য সরবরাহকরণ; • ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক স্বাস্থ্যবিধি, স্যানিটেশন এবং পরিষ্কার ও পর্যাপ্ত পানীয় জল নিশ্চিতকরণ; • পরিবারের পুষ্টির চাহিদা মেটাতে কমিউনিটিভিত্তিক বাগান করার বিষয়ে উৎসাহিতকরণ; • কমিউনিটি ক্লিনিক এবং শহরের স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে প্রতিটি শিশুর জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি, টিকাদান ইত্যাদি পরিষেবা নিশ্চিতকরণ; • শিশুর অপুষ্টি প্রতিরোধে পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রচারাভিযান পরিচালনা করা।
১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সি মেয়ে ও নারীদের বর্তমান বা প্রাক্তন অন্তরঙ্গ সঙ্গীর দ্বারা সহিংসতার শিকার হওয়ার অনুপাত (%)	৫৪.৭৪ (২০১৫)	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	-	-	-	-	২৩	• নারীর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সহিংসতার বিষয়ে পর্যাপ্ত রিপোর্টিং, নীতিমালা এবং শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা ও আইনি সহায়তা প্রদান; • নারীদের বহুমাত্রিক সামাজিক পরিচিতির আঙ্গিকে তাদের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও কর্মসূচি গ্রহণ;
১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সি মেয়ে ও নারীদের অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছাড়া অন্য ব্যক্তির দ্বারা যৌন সহিংসতার শিকার হওয়ার অনুপাত (%)	৬.২৪ (২০১৫)				-	-	-	৩.০	• ধর্মীয় এবং বিভিন্ন নেতার মাধ্যমে সহিংসতার শিকার হওয়ার বিষয়টি প্রকাশে নারীদের নীরবতা ও ভয়ভীতি দূরীকরণ; • বাল্যবিবাহ, এসিড নিক্ষেপ, নারীর প্রতি সহিংসতা, ইভটিজিং, যৌতুক ইত্যাদি বিষয়ে আইনের যথাযথ প্রয়োগ; • উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সংকটকালীন বিশেষ মনোযোগ প্রদান;

উপ-নির্দেশক	বিদ্যমান পরিস্থিতি	মুখ্য ভূমিকা পালনকারী (লিড) মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রেক্ষিত পরিকল্পনা		টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা		৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	সম্ভাব্য কার্যক্রম
				২০৩১	২০৪১	২০২৫	২০৩০	২০২৫	
									• যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সকল প্রতিষ্ঠানে একজন মহিলা কর্মকর্তার নেতৃত্বে অভিযোগ কমিটি গঠন; • কর্মক্ষেত্রসহ সকল স্থানে যৌন হয়রানি বন্ধে শূন্য সহনশীলতা ঘোষণা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সাধারণ নীতি প্রণয়ন; • নির্যাতিত মহিলাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং নির্যাতনের ধরনের ভিত্তিতে ডাটাবেস তৈরিকরণ; • বিদ্যমান আইনে বৈবাহিক ধর্ষণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণ; • হেল্পলাইনের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান এবং এ সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ।

বিজি প্রেস ৮৫০৪/২০২৩-২৪ (কমঃ সি-৪)—২,৫০০ বই, ২০২৪। মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.mof.gov.bd